কাব্যগ্রন্থ

প্রথম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published by Apurvakrisna Bose

at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম খণ্ড

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৫

ভূমিকা

সন্ধ্যা-সঙ্গীতের পূর্ব্ববর্ত্তী আমার সমস্ত কবিতা আমার কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে বাদ দিয়াছি। যদি সুযোগ পাইতাম তবে সন্ধ্যা-সঙ্গীতকেও বাদ দিতাম। কিন্তু সকল জিনিষেরই একটা আরম্ভ ত আছেই। সে আরম্ভ কাঁচা এবং দুর্ব্বল, কিন্তু সম্পূর্ণতার খাতিরে তাহাকেও স্থান দিতে হয়।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত হইতেই আমার কাব্যস্রোত ক্ষীণভাবে সুরু হইয়াছে। এইখান হইতেই আমার লেখা নিজের পথ ধরিয়াছে। পথ যে তৈরি ছিল তাহা নহে—গতিবেগে আপনি পথ তৈরি হইয়া উঠিয়াছে। তখন শক্তি অল্প, বাধা বিস্তর,—নিজের কাব্যরূপকে তখনো স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভালো মন্দ বিচার করিবার কোনো আদর্শ মনের মধ্যে ছিল না। তাহা ছাড়া, প্রথম রচনার সকলের চেয়ে মস্ত দোষ এই যে তাহার মধ্যে সত্যের অভাব থাকে। কেননা সত্যকে মানুষ ক্রমে ক্রমে পায়—অথচ সত্যকে পাইবার পূর্ব্বেই তাহার কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া থাকে; সেই কর্ম্মের মধ্যে আবর্জ্জনার ভাগই বেশি থাকে।

মানুষের জীবন তাহার প্রতিদিনের আবর্জ্জনা প্রতিদিন মোচন করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিয়া চলে। যুবা আপনার

শৈশবের হামাগুড়িকে জমাইয়া রাখে না। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যভাণ্ডারে আবর্জ্জনাগুলাকে একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায় না। যাহা একবার প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে বিদায় করা কঠিন।

অতএব সন্ধ্যা-সঙ্গীতকে দিয়া কাব্যগ্রন্থাবলী আরম্ভ করা গেল। ইহার কবিতাগুলির মধ্যে কবির লজ্জার কারণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু যদি তাহার পরবর্ত্তী রচনায় কোনো গৌরবের বিষয় থাকে তবে এই প্রথম প্রয়াসের নিকট সে জন্য ঋণ স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রভাতসঙ্গীতের কবিতাগুলি অস্পষ্ট কল্পনার কুহেলিকা হইতে বাহির হইবার পথে আসিয়াছে কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে অস্ফুটতা জড়িত হইয়া রহিল তাহা মোচন করিবার উপায় নাই। ত্যাগ করিতে হইলে অধিকাংশই ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু সেরূপ নির্ব্বাসন দণ্ড দিবার মেয়াদ এখন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই এই আমার কাব্যসংগ্রহে এমন অনেক রচনা স্থান পাইল যাহারা কেবলমাত্র পরিত্যক্ত নদীপথের নুড়িগুলির মত পথের ইতিহাস নির্দ্দেশ করিবে কিন্তু রস-ধারাকে রক্ষা করিবে না।

আশ্বিন
১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচী

সন্ধ্যা-সঙ্গীত

প্রভাত-সঙ্গীত

ছবি ও গান

প্রকৃতির প্রতিশোধ

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

সন্ধ্যা-সঙ্গীত

সন্ধ্যা-সঙ্গীত

উপহার

অয়ি সন্ধ্যে,

অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী,

কেশ এলাইয়া,

নত করি স্নেহমাখা মোহময় মুখ

মাথা হেলাইয়া,

মৃদু মৃদু ও কি কথা কহিস্ আপন মনে

মৃদু মৃদু গান গেয়ে গেয়ে,

ধরণীর মুখ-পানে চেয়ে ?

প্রতিদিন শুনিয়াছি, আজো তোর ওই কথা

নারিনু বুঝিতে।

প্রতিদিন শুনিয়াছি, আজো তোর ওই গান

নারিনু শিখিতে।

চোখে শুধু লাগে ঘুমঘোর,
প্রাণ শুধু ভাবে হয় ভোর।
হৃদয়ের অতি দূর—দূর—দূরান্তরে
মিলাইয়া কণ্ঠস্বর তোর কণ্ঠস্বরে
কে জানেরে কোথাকার উদাসী প্রবাসী যেন
তোর সাথে তোরি গান করে।

অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রাতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই
প্রাণের প্রবাসে মোর দিশা হারাইয়া
কেঁদে কেঁদে বেড়ায় সদাই।
যখনি শুনে সে তোর স্বর
শোনে যেন স্বদেশের গান,
সহসা সুদূর হতে অমনি সে দেয় সাড়া,
অমনি সে খুলে দেয় প্রাণ।
চারিদিকে চেয়ে দেখে—আকুল ব্যাকুল হয়ে
খুঁজিয়ে বেড়ায় যেন তোরে।
ডাকে যেন তোর নাম ধরে।
যেন তোর কত শত পুরানো সাধের স্মৃতি
জাগিয়া উঠেরে ওই গানে।
ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাঁদিত ওইখানে।

উপহার

বিজন গভীর রাতে ওই তারকার মাঝে
বসিয়া গাহিত যেন গান,
ওইখান হতে যেন কোন্ সুদূরের পথে
চাহিত সে মেলিয়া নয়ান !
সেই সব পড়ে বুঝি মনে,
অশ্রুবারি ঝরে দু-নয়নে।

যেন পূর্ব্ব জনমের প্রথম প্রেয়সী তার
ওইখানে ফেলে আসিয়াছে ;
প্রাণ বুঝি তাহাদের কাছে
আর বার ফিরে যেতে চায়—
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।
কত না পুরানো কথা, কত না হারানো গান
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস,
সরমের আধ হাসি সোহাগের আধ বাণী
প্রণয়ের আধ মৃদু ভাষ,
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে !
পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায়,
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।

যবে এই নদীতীরে   বসি তোর পদতলে,
তা'রা সবে দলে দলে আসে,
প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে ;
হয়ত একটি কথা,   একটি আধেক বাণী
চারিদিক হতে বারেবার
শ্রবণেতে পশে অনিবার।
হয়ত একটি হাসি,   একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে, কভুবা মিলায়।
হয়ত একটি ছায়া,   একটি মুখের ছায়া
আমার মুখের পানে চায়,
চাহিয়া নীরবে চলে যায়।

অয়ি সন্ধ্যা, স্নেহময়ী,   তোর স্বপ্নময় কোলে
তাই আমি আসি নিতি নিতি,
স্নেহের আঁচল দিয়ে   প্রাণ মোর দিস্ ঢেকে,
এনে দিস্ অতীতের স্মৃতি।

আজি আসিয়াছি সন্ধ্যা,—বসি তোর অন্ধকারে
মুদিয়া নয়ান,
সাধ গেছে গাহিবারে—মৃদুস্বরে শুনাবারে
দু-চারিটি গান।

সে গান না শোনে কেহ যদি,
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা, তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস্ আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি,
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেইখানে সযতনে রেখে দিস্ গানগুলি
রচে দিস্ সমাধি-শয়ন।

জানি সন্ধ্যা, জানি তোর স্নেহ,
গোপনে ঢাকিবি তার দেহ,
বসিয়া সমাধিপরে, নিষ্ঠুর কৌতুকভরে
দেখিস্ হাসে না যেন কেহ।
ধীরে শুধু ঝরিবে শিশির,
মৃদু শ্বাস ফেলিবে সমীর।
মরণ কপোলে হাত দিয়ে
একা সেথা রহিবে বসিয়া,
মাঝে মাঝে দুয়েকটি তারা
সেথা আসি পড়িবে খসিয়া।

গান আরম্ভ

ডাকি তোরে, আয়রে হেথায়,
সাধের কবিতা তুই আয় !
চারিদিকে খেলিতেছে মেঘ,
বায়ু আসি করিছে চুম্বন,
সীমা-হারা নভস্তল দুই বাহু পসারিয়া
হৃদয় করিছে আলিঙ্গন।

অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার,
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে, কবিতা আমার।
যবে আমি আসিব হেথায়
মন্ত্র পড়ি ডাকিব তোমায়।
মেঘেতে মেঘেতে মিলে গিলে
হেলে দুলে বাতাসে বাতাসে,
হাসিহাসি মুখখানি করি'
নামিয়া আসিবি মোর পাশে।

বাতাসে উড়িবে তোর বাস,
ছড়ায়ে পড়িবে কেশপাশ,
ঈষৎ মেলিয়া আঁখি-পাতা
মৃদু হাসি পড়িবে ফুটিয়া,
হৃদয়ের মৃদুল কিরণ
অধরেতে পড়িবে লুটিয়া।

গলাটি জড়ায়ে ধরি মোর
বসে' র'বি কোলের উপর।
এলোথেলো কেশপাশ লয়ে
বসে বসে খেলিব হেথায়,
ঊষার অলক দুলাইয়া
সমীরণ যেমন খেলায়।
চুমিয়া চুমিয়া ফুটাইব
আধফুটো হাসির কুসুম,
মুখ লয়ে বুকের মাঝারে
গান গেয়ে পাড়াইব ঘুম।

কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি
আসিবে মেঘের শিশুগুলি,
ঘিরিয়া দাঁড়াবে তারা সবে
অবাক্ হইয়া চেয়ে রবে।

তাই তোরে ডাকিতেছি আমি
কবিতা রে, আয় একবার,
নিরিবিলি দুটিতে মিলিয়া
র'ব হেথা, বধূটি আমার।

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয় লো কবিতা মোর বামে।
চম্পক-অঙ্গুলি দিয়ে
অন্ধকার ধীরে সরাইয়ে,
যেমন করিয়া উষা নামে।
বায়ু হতে আয় লো কবিতা,
আসিয়া বসিবি মোর পাশে,
কে জানে বনের কোথা হতে
ভেসে ভেসে সমীরণ-স্রোতে
সৌরভ যেমন করে আসে।

হৃদয়ের অন্তঃপুর হতে
বধূ মোর, ধীরে ধীরে আয়।
ভীরু প্রেম যেমন করিয়া
ধীরে উঠে হৃদয় ধরিয়া
বঁধুর পায়ের কাছে গিয়ে
অমনি মূরছি পড়ে যায়।

অথবা শিথিল দেহ-লতা
এস তুমি, বস' মোর পাশে ;
শোয়াইয়া হিমানী-শয়নে,
চুমি ক্লান্ত মুদিত নয়নে,
মরণ যেমন করে আসে,
শিশির যেমন করে ঝরে ;
পশ্চিমের আঁধার সাগরে
তারাটি যেমন করে যায় ;
অতি ধীর মৃদু হেসে, সিঁদুর সীমন্ত-দেশে
দিবা সে যেমন করে আসে
মরিবারে স্বামীর চিতায়,
পশ্চিমের জ্বলন্ত শিখায়।
পরবাসী ক্ষীণ আয়ু একটি মুমূর্ষু বায়ু
স্বদেশ-কাননপানে ধায়
শ্রান্ত পাখা চলিতে না চায় ;
যেমনি কাননে পশে, ফুলবধূটির পাশে
শেষ কথা বলিতে বলিতে
তখনি অমনি মরে যায়।
তেমনি, তেমনি করে এস,
কবিতা রে বধূটি আমার,
ম্লান মুখে করুণা বসিয়া,
চোখে ধীরে ঝরে অশ্রুধার।

দুটি শুধু পড়িবে নিশ্বাস,
দুটি শুধু বাহিরিবে বাণী,
বাহু দুটি হৃদয়ে জড়ায়ে
মরমে রাখিবি মুখখানি।

সন্ধ্যা

ব্যথা বড় বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।

তোর কাছে ফেলিরে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মন-কথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুনিতে গুনিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর।
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস্ মুখপানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।

ধীরে শুধু ফেলিস্ নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গাস্
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,
কোমল কমল-কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস্ দুনয়ান,
ভুলে যাই সকল যাতনা
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ।

তাই তোরে ডাকি একবার,
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ্,
বল্ তারে ঘুমাইতে বল্
কপালেতে হাতখানি রাখ্।
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
রচে' দে নিভৃত অন্তঃপুর।

আয় সন্ধ্যা, ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা,
গুন্ গুন্ মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়।

স্রোতস্বিনী ঘুম-ঘোরে, গাবে কুলু কুলু করে
ঘুমেতে জড়িত আধ' গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান।
দিন-শ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহমুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,
পদশব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙি লতা পাতা
ভর্ৎসনা করিবে মরমরে।
গুঞ্জরিত গানগুলি মিলিয়া হৃদয়-মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানা নব রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে।
আয় সন্ধ্যা, ধীরে ধীরে আয়
জগতের নয়ন ঢেকে দে—
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে!

তারকার আত্মহত্যা

জ্যোতির্ম্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে
ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা,
একেবারে উন্মাদের পারা।
চৌদিকে অসংখ্য তারা রহিল চাহিয়া
অবাক্-হইয়া—
এই যে জ্যোতির বিন্দু আছিল তাদের মাঝে
মুহূর্ত্তে সে গেল মিশাইয়া।
যে সমুদ্র-তলে
মনোদুঃখে আত্মঘাতী,
চির-নির্ব্বাপিত ভাতি—
শত মৃত তারকার
মৃত দেহ রয়েছে শয়ান,
সেথায় সে করেছে পয়ান।

কেন গো কি হয়েছিল তার?
একবার শুধালে না কেহ?
কি লাগি সে তেয়াগিল দেহ?

তারকার আত্মহত্যা

যদি কেহ শুধাইত
আমি জানি কি যে সে কহিত।
যতদিন বেঁচে ছিল
আমি জানি কি তারে দহিত।

সে কেবল হাসির যন্ত্রণা,
আর কিছু না।
জ্বলন্ত অঙ্গার যেন লুকাতে কালিমা তার
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।

তেমনি—তেমনি তারে হাসির অনল
দারুণ উজ্জ্বল—
দহিত—দহিত তারে—দহিত কেবল।
জ্যোতির্ম্ময় তারা-পূর্ণ বিজন তেয়াগি
তাই আজ ছুটেছে সে নিতান্ত মনের ক্লেশে
আঁধারের তারাহীন বিজনের লাগি।

তবে গো তোমরা কেন সহস্র সহস্র তারা
উপহাস করি তারে হাসিছ অমন ধারা ?
কহিতেছ—"আমাদের কি হয়েছে ক্ষতি ?
যেমন আছিল আগে তেমনি রয়েছে জ্যোতি।'

সে কি কভু ভেবেছিল মনে--
(এত গর্ব্ব আছিল কি তার)
আপনারে নিভাইয়া তোমাদের করিবে আঁধার ?

গেল, গেল, ডুবে গেল, তারা এক ডুবে গেল,
আঁধার সাগরে---
গভীর নিশীথে,
অতল আকাশে।
হৃদয়, হৃদয় মোর, সাধ কিরে যায় তোর
ঘুমাইতে ওই মৃত তারাটির পাশে,
ওই আঁধার সাগরে,
এই গভীর নিশীথে,
ওই অতল আকাশে ?

আশার নৈরাশ্য

ওরে আশা, কেন তোর হেন দীন বেশ ?
নিরাশারি মত যেন বিষণ্ণ বদন কেন ?
যেন অতি সঙ্গোপনে,
যেন অতি সন্তর্পণে
অতি ভয়ে ভয়ে প্রাণে করিস্ প্রবেশ !
ফিরিবি কি প্রবেশিবি ভাবিয়া না পাস্,
কেন, আশা, কেন, তোর কিসের তরাস ?
বহুদিন, আসিস্ নি প্রাণের ভিতর,
তাই কি সঙ্কোচ এত তোর ?

আজ আসিয়াছ দিতে যে সুখ-আশ্বাস,
নিজে তাহা কর না বিশ্বাস।
তাই মুখ ম্লান অতি, তাই হেন মৃদু-গতি,
তাই উঠিতেছে ধীরে দুখের নিশ্বাস।
বসিয়া মরম-স্থলে কহিছ চোখের জলে—
"বুঝি, হেন দিন রহিবে না।
আজ যাবে, আসিবে ত কাল
দুঃখ যাবে ঘুচিবে যাতনা।"
কেন, আশা, মোরে কেন হেন প্রতারণা ?

দুঃখক্লেশে আমি কি ডরাই ?
আমি কি তাদের চিনি নাই ?
তারা সবে আমারি কি নয় ?
তবে, আশা, কেন এত ভয় ?
তবে কেন বসি মোর পাশ
মোরে, আশা, দিতেছ আশ্বাস ?

বল, আশা, বসি মোর চিতে,
"আরো দুঃখ হইবে বহিতে,
হৃদয়ের যে প্রদেশ হয়েছিল ভস্মশেষ
আর যারে হ'ত না সহিতে
আবার নূতন প্রাণ পেয়ে
সেও পুন থাকিবে দহিতে।"
আরো কি সহিতে আছে একে একে মোর কাছে
খুলে বল, করিও না ভয়।
দুঃখ জ্বালা আমারি কি নয় ?
তবে কেন হেন ম্লান মুখ ?
তবে কেন হেন দীনবেশ ?
তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে
এ হৃদয়ে করিস্ প্রবেশ ?

পরিত্যক্ত

চলে গেল—আর কিছু নাই কহিবার।
চলে গেল—আর কিছু নাই গাহিবার।
শুধু গাহিতেছে আর শুধু কাঁদিতেছে
দীনহীন হৃদয় আমার,
শুধু বলিতেছে
"চলে গেল, সকলেই চলে গেল গো!"
বুক শুধু ভেঙে গেল দলে' গেল গো!

বসন্ত চলিয়া গেলে বর্ষা কেঁদে কেঁদে বলে-
"ফুল গেল, পাখী গেল
আমি শুধু রহিলাম, সবি গেল গো।"
দিবস ফুরালে রাতি স্তব্ধ হয়ে রহে,
শুধু কেঁদে কহে—
"দিন গেল, আলো গেল—রবি গেল গো,
কেবল একেলা আমি—সবি গেল গো।"
উত্তর বায়ুর সম প্রাণের বিজনে মম
কে যেন কাঁদিছে শুধু
"চলে গেল চলে গেল
সকলেই চলে গেল গো!"

উৎসব ফুরায়ে গেলে ছিন্ন শুষ্ক মালা
পড়ে থাকে হেথায় হোথায়—
তৈলহীন শিখাহীন ভগ্ন দীপগুলি
ধূলায় লুটায়—
একবার ফিরে কেহ দেখেনাক ভুলি
সবে চলে যায়।

পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মত
মোরে ফেলে গেল,
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত
সাথে না লইল।

তাই প্রাণ গাহে শুধু—কাঁদে শুধু—কহে শুধু—
"মোরে ফেলে গেল—
সকলেই মোরে ফেলে গেল
সকলেই চলে' গেল গো।"
একবার ফিরে তারা চেয়েছিল কি ?
বুঝি চেয়েছিল !
একবার ভুলে তারা কেঁদেছিল কি ?
বুঝি কেঁদেছিল !

তার পরে ?   তার পরে !

চলে গেল !

তার পরে ?   তার পরে !

ফুল গেল, পাখী গেল, আলো গেল, রবি গেল-

সবি গেল—সবি গেল গো—

হৃদয় নিশ্বাস ছাড়ি কাঁদিয়া কহিল

"সকলেই চলে গেল গো !

আমারেই ফেলে গেল গো !"

সুখের বিলাপ

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া—
"এমন জোছনা সুমধুর,
বাঁশরী বাজিছে দূর—দূর,
যামিনীর হসিত নয়নে
লেগেছে মৃদুল ঘুম-ঘোর,
নদীতে উঠেছে মৃদু ঢেউ,
গাছেতে নড়িছে মৃদু পাতা ;
লতায় ফুটিয়া ফুল দুটি
পাতায় লুকায় তার মাথা ;
মলয় সুদূর বন-ভূমে
কাঁপায়ে গাছের ছায়াগুলি,
লাজুক ফুলের মুখ হতে
ঘোমটা দিতেছে খুলি খুলি।
এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া।

সুখের বিলাপ

হৃদয়ে একেলা শুয়ে শুয়ে
সুখ শুধু এই গান গায়
"নিতান্ত একেলা আমি যে
কেহ—কেহ—কেহ নাই হায় !"
আমি তারে শুধাইনু গিয়া—
"কেন, সুখ, কার কর আশা ?"
সুখ শুধু কাঁদিয়া কহিল—
ভালবাসা, ভালবাসা গো !
সকলি—সকলি হেথা আছে
কুসুম ফুটেছে গাছে গাছে,
আকাশে তারকা রাশি রাশি
জোছনা ঘুমায় হাসি হাসি,
সকলি সকলি হেথা আছে,
সেই শুধু—সেই শুধু নাই,
ভালবাসা নাই শুধু কাছে !

অবশ নয়ন নিমীলিয়া
সুখ কহে নিশ্বাস ফেলিয়া—
"এই তটিনীর ধারে, এই শুভ্র জোছনায়,
এই কুসুমিত বনে, এই বসন্তের বায়,
কেহ মোর নাই একেবারে,
তাই সাধ গেছে কাঁদিবারে !

তাই সাধ যায় মনে মনে—
মিশাব এ যামিনীর সনে,
কিছুই রবে না আর প্রাতে,
শিশির রহিবে পাতে পাতে।”
সুখ বলে—“এ জন্ম ঘুচায়ে
সাধ যায় হইতে বিষাদ!”
“কেন সুখ, কেন হেন সাধ?”
“নিতান্ত একা যে আমি গো—
কেহ যে—কেহ যে নাই মোর!”
“সুখ কারে চায় প্রাণ তোর?
সুখ, কার করিস্ রে আশা?”
সুখ শুধু কেঁদে কেঁদে বলে
“ভালবাসা—ভালবাসা গো!”

———

হৃদয়ের গীতিধ্বনি

ওকি সুরে গান গাস্ হৃদয় আমার ?
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত শরৎ নাই,
দিন নাই, রাত্রি নাই—
অবিরাম অনিবার—
ওকি সুরে গান গাস্ হৃদয় আমার ?
বিরলে বিজন বনে—বসিয়া আপন মনে
ভূমিপানে চেয়ে চেয়ে, এক্-ই গান গেয়ে গেয়ে—
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,
তবু গান ফুরায় না আর !

মাথায় পড়িছে পাতা, পড়িছে শুকানো ফুল,
পড়িছে শিশির-কণা, পড়িছে রবির কর—
পড়িছে বরষা-জল ঝরঝর ঝরঝর—
কেবলি মাথার 'পরে করিতেছে সমস্বরে
বাতাসে শুকানো পাতা মরমর মরমর ;
বসিয়া বসিয়া সেথা বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে এক্-ই গান, এক্-ই গান, এক্-ই গান।

পারিনে শুনিতে আর, এক্-ই গান, এক্-ই গান
কখন্ থামিবি তুই, বল্ মোরে—বল্ প্রাণ!
একেলা ঘুমায়ে আছি—
সহসা স্বপন টুটি
সহসা জাগিয়া উঠি,
সহসা শুনিতে পাই—
হৃদয়ের এক ধারে—
সেই স্বর ফুটিতেছে—
সেই গান উঠিতেছে—
কেহ শুনিছে না যবে
চারিদিকে স্তব্ধ সবে
সেই স্বর, সেই গান—
অবিরাম অবিশ্রাম
অচেতন আঁধারের শিরে শিরে চেতনা সঞ্চারে!
দিবসে মগন কাজে, চারিদিকে দলবল,
চারিদিকে কোলাহল।
সহসা পাতিলে কান, শুনিতে পাই সে গান;
নানাশব্দময় সেই জনকোলাহল।
তাহারি প্রাণের মাঝে একমাত্র শব্দ বাজে,
এক স্বর, এক ধ্বনি, অবিরাম—অবিরল—
যেন সে কোলাহলের হৃদয়স্পন্দন-ধ্বনি—
সমস্ত ভুলিয়া যাই, বসে বসে তাই গণি!

ঘুমাই বা জেগে থাকি, মনের দ্বারের কাছে
কে যেন বিষণ্ণ প্রাণী দিনরাত বসে আছে—
চিরদিন করিতেছে বাস,
তারি শুনিতেছি যেন নিশ্বাস প্রশ্বাস !
এ প্রাণের ভাঙা ভিতে স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
ঘুঘু এক বসে বসে গায় এক স্বরে,
কে জানে কেন সে গান গায় !
গলি সে কাতর স্বরে স্তব্ধতা কাঁদিয়া মরে,
প্রতিধ্বনি করে হায় হায়।
হৃদয়রে ! আর কিছু শিখিলিনে তুই,
শুধু ওই গান ?
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান ?
তোর গান শুনিবে না কেহ ;
নাই বা শুনিল !
তোর গানে কাঁদিবে না কেহ ;
নাই বা কাঁদিল।

তবে থাম্—থাম্ ওরে প্রাণ,
পারিনে শুনিতে আর—এক্-ই গান—এক্-ই গান !

দুঃখ আবাহন

আয় দুঃখ, আয় তুই,
তোর তরে পেতেছি আসন,
হৃদয়ের প্রতি শিরা টানি টানি উপাড়িয়া
বিচ্ছিন্ন শিরার মুখে তৃষিত অধর দিয়া
বিন্দু বিন্দু রক্ত তুই করিস্ শোষণ ;
জননীর স্নেহে তোরে করিব পোষণ !
হৃদয়ে আয়রে তুই হৃদয়ের ধন।

যখন হইবি শ্রান্ত বুকেতে রাখিস্ মাথা,
সে বিছানা সুকোমল শিরায় শিরায় গাঁথা !
সুখেতে ঘুমাস্ তুই হৃদয়ের নীড়ে।
অতি গুরু তোর ভার—
দুয়েকটি শিরা তাহে যাবে বুঝি ছিঁড়ে,
যাক্ ছিঁড়ে।
জননীর স্নেহে তোরে করিব বহন,
দুর্ব্বল বুকের 'পরে করিব ধারণ,
একেলা বসিয়া ঘরে অবিরল এক স্বরে
গাব তোর কানে কানে ঘুম-পাড়াবার গান,
মুদিয়া আসিবে তোর শ্রান্ত দুনয়ান।

দুঃখ আবাহন

প্রাণের ভিতর হতে উঠিয়া নিশ্বাস
শ্রান্ত কপালেতে তোর করিবে বাতাস,
তুই সুখেতে ঘুমাস্ !
আয় দুঃখ আয় তুই, ব্যাকুল এ হিয়া ;
দুই হাতে মুখ চাপি হৃদয়ের ভূমি 'পরে
পড়্ আছাড়িয়া।
সমস্ত হৃদয় ব্যাপি একবার উচ্চস্বরে
অনাথ শিশুর মত ওঠরে কাঁদিয়া।
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে,
দুই হাতে তুলে নেরে সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ !
ভাঙে ত ভাঙিবে বাদ্য ছেঁড়ে ত ছিঁড়িবে তন্ত্রী,
নেরে তবে তুলে নেরে, সবলে বাজায়ে দেরে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্ !
দারুণ আহত হয়ে দারুণ শব্দের ঘায়
যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গণি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়,
দুঃখ, তুই, আয় তুই আয়।
নিতান্ত একেলা এ হৃদয় ;
আর কিছু নয়,

কাছে আয় একবার, তুলে ধর্ মুখ তার,
মুখে তার আঁখি দুটি রাখ্
একদৃষ্টে চেয়ে শুধু থাক্।
আর কিছু নয়—
নিরালয় এ হৃদয়
শুধু এক সহচর চায়,
তুই দুঃখ, তুই কাছে আয়!
কথা না কহিস্ যদি বসে' থাক্ নিরবধি
হৃদয়ের পাশে দিন-রাতি।
যখনি খেলাতে চাস্, হৃদয়ের কাছে যাস্
হৃদয় আমার চায় খেলাবার সাথী।—
আয় দুঃখ, হৃদয়ের ধন,
এই হেথা পেতেছি আসন।
প্রাণের মর্ম্মের কাছে
এখনো যা' রক্ত আছে
তাই তুই করিস্ শোষণ।

শান্তি-গীত

ঘুমা দুঃখ হৃদয়ের ধন,
ঘুমা তুই, ঘুমারে এখন।
সুখে সারা দিনমান শোণিত করিয়া পান
এখন ত মিটেছে তিয়াষ ?
দুঃখ তুই সুখেতে ঘুমাস্ !

আজ জোছনার রাত্রে বসন্ত পবনে,
অতীতের পরলোক ত্যজি শূন্য মনে,
বিগত দিবসগুলি শুধু একবার
পুরানো খেলার ঠাঁই দেখিতে এসেছে
এই হৃদয়ে আমার ;
যবে বেঁচেছিল তারা এই এ শ্মশানে
দিন গেলে প্রতিদিন পুড়াত যেখানে
একেকটি আশা আর একেকটি সুখ,—
সেইখানে আসি তারা বসিয়া রয়েছে
অতি ম্লান মুখ।
সেখানে বসিয়া তারা সকলে মিলিয়া
অতি মৃদুস্বরে
পুরানো কালের গীতি নয়ন মুদিয়া
ধীরে গান করে।

দুঃখ তুই ঘুমা !
ধীরে—উঠিতেছে গান—
ক্রমে ছাইতেছে প্রাণ,
নীরবতা ছায় যথা সন্ধ্যার গগন।
গানের প্রাণের মাঝে, তোর তীব্র কণ্ঠস্বর
ছুরির মতন—
তুই—থাম্ দুঃখ থাম্,
তুই—ঘুমা দুঃখ ঘুমা !

কাল্ উঠিস্ আবার,
খেলিস্ দুরন্ত খেলা হৃদয়ে আমার।
হৃদয়ের শিরাগুলি ছিঁড়ি ছিঁড়ি মোর
তাইতে রচিস্ তন্ত্রী বীণাটির তোর
সারাদিন বাজাস্ বসিয়া
ধ্বনিয়া হৃদয়।—
আজ রাত্রে র'ব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়।—

অসহ্য ভালবাসা

বুঝেছি গো বুঝেছি সজনি,
কি ভাব তোমার মনে জাগে,
একান্ত আমার ভালবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে !
এত বুঝি পার না সহিতে,
এত ভার পার না বহিতে।

যখনি গো নেহারি তোমায়—
মুখ দিয়া, আঁখি দিয়া, বাহিরিতে চায় হিয়া,
শিরার শৃঙ্খলগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়,
ওই মুখ বুকে ঢাকে, ওই হাতে হাত রাখে,
কি করিবে ভাবিয়া না পায়,
যেন তুমি কোথা আছ খুঁজিয়া না পায় !

মন মোর পাগলের হেন প্রাণপণে শুধায় সে যেন
"প্রাণের প্রাণের মাঝে কি করিলে তোমারে গো পাই,
যে ঠাঁই র'য়েছে শূন্য, কি করিলে সে শূন্য পূরাই।"

এইরূপে দেহের দুয়ারে
মন যবে থাকে যুঝিবারে,
তুমি চেয়ে দেখ মুখ-বাগে
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে
তুমি চাও যবে মাঝে মাঝে
অবসর পাবে তুমি কাজে
আমারে ডাকিবে একবার
কাছে গিয়া বসিব তোমার।
মৃদু মৃদু সুমধুর বাণী
কব তব কানে কানে রাণী।
তুমিও কহিবে মৃদু ভাষ,
তুমিও হাসিবে মৃদু হাস,
হৃদয়ের মৃদু খেলাখেলি ;
ফুলেতে ফুলেতে হেলাহেলি।
চাও তুমি দুখহীন প্রেম,
ছুটে যেথা ফুলের সুবাস,
উঠে যেথা জোছনা-লহরী,
বহে যেথা বসন্ত-বাতাস।
নাহি চাও আত্মহারা প্রেম,
আছে যেথা অনন্ত পিয়াস,
বহে যেথা চোখের সলিল,
উঠে যেথা দুখের নিশ্বাস।

অসহ্য ভালবাসা

প্রাণ যেথা কথা ভুলে যায়,
আপনারে ভুলে যায় হিয়া,
অচেতন চেতনা যেথায়
চরাচর ফেলে হারাইয়া।

এমন কি কেহ নাই, বল্ মোরে, বল্ আশা,
মার্জ্জনা করিবে মোর অতি—অতি ভালবাসা !

হলাহল

এমন ক'দিন কাটে আর !
ললিত গলিত হাস, জাগরণ, দীর্ঘশ্বাস,
সোহাগ, কটাক্ষ, মান, নয়ন-সলিল-ধার,
মৃদু হাসি, মৃদু কথা, আদরের, উপেক্ষার,
এই শুধু—এই শুধু—দিন রাত এই শুধু
এমন ক'দিন কাটে আর !

কটাক্ষে মরিয়া যায়, কটাক্ষে বাঁচিয়া উঠে,
হাসিতে হৃদয় জুড়ে, হাসিতে হৃদয় টুটে,
ভীরুর মতন আসে দাঁড়ায়ে রহে গো পাশে,
ভয়ে ভয়ে মৃদু হাসে, ভয়ে ভয়ে মুখ ফুটে,
একটু আদর পেলে অমনি চরণ লুটে,
অমনি হাসিটি জাগে মলিন অধর-পুটে ;
একটু কটাক্ষ হেরি অমনি সরিয়া যায়,
অমনি জগৎ যেন শূন্য মরুভূমি হেন,
অমনি মরণ যেন প্রাণের অধিক ভায় !
প্রণয়-অমৃত এ কি ? এ যে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ শোণিত করেছে জল !

কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, বসে আছে এক ঠাঁই
হাসি ও কটাক্ষ লয়ে খেলেনা গড়িছে যত,
কভু ঢুলে-পড়া আঁখি—কভু অশ্রু-ভারে নত।
দূর কর—দূর কর—বিকৃত এ ভালবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা!
কোথায় প্রণয়ে মন যৌবনে ভরিয়া উঠে,
জগতের অধরেতে হাসির জোছনা ফুটে,
চোখেতে সকলি ঠেকে বসন্ত-হিল্লোলময়—
হৃদয়ের শিরে শিরে শোণিত সহজে বয়—
তা নয়, একি এ হল, একি এ জর্জ্জর মন,
হাসিহীন দু-অধর, জ্যোতিহীন দু-নয়ন!
দূরে যাও—দূরে যাও—হৃদয় রে দূরে যাও—
ভুলে যাও—ভুলে যাও—ছেলেখেলা ভুলে যাও
দূর কর—দূর কর—বিকৃত এ ভালবাসা—
জীবনদায়িনী নহে, এ যে গো হৃদয়-নাশা!

অনুগ্রহ

এই যে জগৎ হেরি আমি,
মহাশক্তি জগতের স্বামী,
একি হে তোমার অনুগ্রহ ?
হে বিধাতা কহ মোরে কহ।
ওই যে সম্মুখে সিন্ধু, এ কি অনুগ্রহ-বিন্দু ?
ওই যে আকাশে শোভে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তব অনুগ্রহ !
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র এক জন,
আমারে যে করেছ সৃজন,
একি শুধু অনুগ্রহ করে'
ঋণ-পাশে বাঁধিবারে মোরে ?
কটাক্ষে করিয়া অবহেলা,
হেসে ক্ষমতার হাসি, অসীম ক্ষমতা হতে
ব্যয় করিয়াছ এক রতি—
অনুগ্রহ করে' মোর প্রতি ?
শুভ্র শুভ্র যুঁই দুটি ওই যে রয়েছে ফুটি
ওকি তব অতি শুভ্র ভালবাসা নয় ?

অনুগ্রহ

বল মোরে, মহাশক্তিময়,
ওই যে জোছনাহাসি, ওই যে তারকারাশি,
আকাশে হাসিয়া ফুটে রয়,
ওকি তব ভালবাসা নয় ?
ওকি তব অনুগ্রহ-হাসি
কঠোর পাষাণ-লৌহময় ?
তবে হে হৃদয়হীন দেব,
জগতের রাজ-অধিরাজ,
হান তব হাসিময় বাজ,
মহা অনুগ্রহ হ'তে তব
মুছে তুমি ফেলহ আমারে—
চাহিনা থাকিতে এ সংসারে !

কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
ভালবাসি আপনা ভুলিয়া,
গান গাহি হৃদয় খুলিয়া,
ভক্তি করি পৃথিবীর মত,
স্নেহ করি আকাশের প্রায়।
আপনারে দিয়েছি ফেলিয়া,
আপনারে গিয়েছি ভুলিয়া,
যারে ভালবাসি তার কাছে
প্রাণ শুধু ভালবাসা চায়।

সাক্ষী আছ তুমি অন্তর্যামী
কতখানি ভালবাসি আমি,
দেখি যবে তার মুখ, হৃদয়ে দারুণ সুখ
ভেঙে ফেলে হৃদয়ের দ্বার—
বলে "এ কি ঘোর কারাগার !"—
প্রাণ বলে "পারিনে সহিতে,
এ দুরন্ত সুখেরে বহিতে !"
আকাশে হেরিলে শশী আনন্দে উথলি উঠি
দেয় যথা মহা পারাবার
অসীম আনন্দ উপহার,
তেমনি সমুদ্র-ভরা আনন্দ তাহারে দিই
হৃদয় যাহারে ভালবাসে,
হৃদয়ের প্রতি ঢেউ উথলি গাহিয়া উঠে
আকাশ পূরিয়া গীতোচ্ছ্বাসে।
ভেঙে ফেলি উপকূল পৃথিবী ডুবাতে চাহে
আকাশে উঠিতে চায় প্রাণ,
আপনারে ভুলে গিয়ে হৃদয় হইতে চাহে
একটি জগতব্যাপী গান !
তাহারে কবির অশ্রুহাসি
দিয়েছি কত না রাশি রাশি,
তাহারি কিরণে ফুটিতেছে
হৃদয়ের আশা ও ভরসা,

তাহারি হাসি ও অশ্রুজল
এ প্রাণের বসন্ত বরষা।

ভালবাসি, আর গান গাই—
কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়,
রাত্রি এত ভাল নাহি বাসে,
ঊষা এত গান নাহি গায়।
তাই দিয়ে কি নিয়েছি আমি,
গান গেয়ে কি পাইনু, স্বামী ?
আগ্নেয়-পর্ব্বত-ভরা ব্যথা,
আর দুটি অনুগ্রহ-কথা ?

ভালবাসা স্বাধীন মহান্,
ভালবাসা পর্ব্বত সমান।
ভিক্ষাবৃত্তি করে না তপন
পৃথিবীরে চাহে সে যখন ;
সে চাহে উজ্জ্বল করিবারে,
সে চাহে উর্ব্বর করিবারে ;
জীবন করিতে প্রবাহিত,
কুসুম করিতে বিকশিত।
চাহে সে বাসিতে শুধু ভালো,
চাহে সে করিতে শুধু আলো।

অনুগ্রহ বিলাসী গর্ব্বিত,
অনুগ্রহ দয়ালু-কৃপণ—
অনুগ্রহ অশ্রুবিন্দু দেয়
শুষ্ক আঁখি করিয়া মন্থন।
নীচ হীন দীন অনুগ্রহ
কাছে যবে আসিবারে চায়,
প্রণয় বিলাপ করি উঠে—
গীত গান ঘৃণায় পলায়।

হে দেবতা, অনুগ্রহ হতে
রক্ষা কর অভাগা কবিরে,
অপযশ, অপমান দাও
দুঃখ জ্বালা বহিব এ শিরে।
সম্পদের স্বর্ণ-কারাগারে,
গরবের অন্ধকার মাঝ—
অনুগ্রহ রাজার মতন
চিরকাল করুক্ বিরাজ!
সোনার শৃঙ্খল ঝঙ্কারিয়া,—
গরবের স্ফীত দেহ লয়ে—
অনুগ্রহ আসেনাক' যেন
আমাদের স্বাধীন আলয়ে।

অনুগ্রহ

গান আসে বলে’ গান গাই,
ভালবাসি বলে’ ভালবাসি,
কেহ যেন মনে নাহি করে
মোরা কারো কৃপার প্রয়াসী।
না হয় শুনো না মোর গান,
ভালবাসা ঢাকা রবে মনে ;
অনুগ্রহ করে’ এই কোরো
অনুগ্রহ কোরো না এজনে।

———

আবার

তুমি কেন আইলে হেথায়
এ আমার সাধের আবাসে ?
এ আলয়ে যে নিবাসী থাকে,
এ আলয়ে যে অতিথি আসে,
সবাই আমার বন্ধু, সবাই আমার সাথী,
সবারেই আমি ভালবাসি,
তারাও আমারে ভালবাসে,
তুমি তবে কেন এলে হেথা
এ আমার সাধের আবাসে ?

এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহের নিকেতন,
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।

কেহ হেথা নাইক নিষ্ঠুর,
কিছু হেথা নাইক কঠিন,
কবিতা আমার প্রণয়িনী
এইখানে আসে প্রতিদিন।

বায়ু হেথা দেয় আনি কোমল পরশখানি
যখনি সে পায় অবকাশ,
প্রভাত যখনি ফুটে, আলোক সে জেগে উঠে,
অমনি সে আসে মোর পাশ ;
দুই বাহু প্রসারিয়া, আমারে বুকেতে নিয়া
কত শত বারতা শুধায়,
সখা মোর প্রভাতের বায়।
আকাশেতে তুলে আঁখি বাতায়নে বসে থাকি
নিশি যবে পোহায় পোহায় ;
উষার আলোকে হারা সখী মোর শুকতারা
পূরবের স্বর্ণ বাতায়নে
নীরবে চাহিয়া রহে, নীরব নয়নে কহে
"ভালো হল দেখা তোমা সনে।"

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
প্রতিদিন আসে মোর পাশ।
অতি ধীরে আলিঙ্গন করে,
কথা কহে সকরুণ স্বরে,
কানে কানে বলে "হায় হায় !"
কোমল কপোল দিয়া কপোল চুম্বন করি
অশ্রুবিন্দু সুধীরে শুখায়।

সবাই আমার মন বুঝে,
সবাই আমার দুঃখ জানে,
সবাই করুণ আঁখি মেলি
চেয়ে থাকে এই মুখপানে !
যে কেহ আমার ঘরে আসে
সবাই আমারে ভালবাসে,
তবে কেন তুমি এলে হেথা,
এ আমার সাধের আবাসে !

ফের' ফের'—ও নয়ান রসহীন ও বয়ান
আনিও না এ মোর আলয়ে
আমরা সখারা মিলি আছি হেথা নিরিবিলি
আপনার মনোদুঃখ লয়ে।
এমনই হয়েছে শান্ত মন,
ঘুচেছে দুঃখের কঠোরতা ;
ভালো লাগে বিহঙ্গের গান,
ভালো লাগে তটিনীর কথা।
ভালো লাগে কাননে দেখিতে
বসন্তের কুসুমের মেলা,
ভালো লাগে সারাদিন বসে
দেখিতে মেঘের ছেলেখেলা।

আবার

এইরূপে সায়াহ্নের কোলে
রচেছি গোধূলি-নিকেতন,
দিবসের অবসান-কালে
পশে হেথা রবির কিরণ।
আসে হেথা অতি দূর হতে
পাখীদের বিরামের তান,
ম্রিয়মাণ সন্ধ্যা-বাতাসের
থেকে থেকে মরণের গান।
পরিশ্রান্ত অবশ পরাণে
বসিয়া রয়েছি এইখানে।
যাও মোরে যাও ছেড়ে, নিও না—নিও না কেড়ে,
নিও না, নিও না মন মোর ;
সখাদের কাছ হতে ছিনিয়া নিও না মোরে,
ছিঁড়ো না এ প্রণয়ের ডোর।
আবার হারাই যদি এই গিরি, এই নদী,
মেঘ বায়ু কানন নির্ঝর,
আবার স্বপন ছুটে একেবারে যায় টুটে
এ আমার গোধূলির ঘর,
আবার আশ্রয়হারা, ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘখণ্ড সম,
দুঃখের বিদ্যুৎ-ফণা ভীষণ ভুজঙ্গ এক
পোষণ করিয়া বক্ষে মম,—

তাহা হলে এ জনমে, নিরাশ্রয় এ জীবনে
ভাঙা ঘর আর গড়িবে না,
ভাঙা হৃদি আর জুড়িবে না।
কাল সবে গড়েছি আলয়,
কাল সবে জুড়েছি হৃদয়,
আজি তা' দিও না যেন ভেঙে
রাখ তুমি রাখ এ বিনয়!

পাষাণী

জগতের বাতাস করুণা,
করুণা সে রবি শশী তারা,
জগতের শিশির করুণা,
জগতের বৃষ্টিবারিধারা !
জননীর স্নেহধারাসম
এই যে জাহ্নবী বহিতেছে,
মধুরে তটের কানে কানে
আশ্বাস-বচন কহিতেছে—
এও সেই বিমল করুণা—
হৃদয় ঢালিয়া বহে যায়,
জগতের তৃষা নিবারিয়া
গান গাহে করুণ ভাষায় ।
কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে ঊষার কিরণ,
করুণা সে জননীর আঁখি,
করুণা সে প্রেমিকের মন ;-
এমন যে মধুর করুণা,
এমন যে কোমল করুণা,

জগতের হৃদয়-জুড়ানো
এমন যে বিমল করুণা,
দিন দিন বুক ফেটে যায়,
দিন দিন দেখিবারে পাই—
যারে ভালবাসি প্রাণপণে
সে করুণা তার মনে নাই !
পরের নয়ন-জলে তার না হৃদয় গলে,
দুখেরে সে করে উপহাস,
দুখেরে সে করে অবিশ্বাস ;
দেখিয়া হৃদয় মোর তরাসে শিহরি উঠে,
প্রেমের কোমল প্রাণে শত শত শেল ফুটে,
হৃদয় কাতর হয়ে নয়ন মুদিতে চায়,
কাঁদিয়া সে বলে "হায় ! হায়,
এ ত নহে আমার দেবতা,
তবে কেন রয়েছে হেথায় ?"

তুমি নও, সে জন ত নও,
তবে তুমি কোথা হতে এলে ?
এলে যদি এস তবে কাছে,
এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে
একবার সব দিই ঢেলে,

পাষাণী

তোমার সে কঠিন পরাণ
যদি তাহে এক তিল গলে,
কোমল হইয়া আসে মন
সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে।
কাঁদিবারে শিখাই তোমায়,
পর-দুঃখে ফেলিতে নিশ্বাস,
করুণার সৌন্দর্য্য অতুল
ও নয়নে করে যেন বাস।
প্রতিদিন দেখিয়াছি আমি
করুণারে করেছ পীড়ন,
প্রতিদিন ওই মুখ হতে
ভেঙে গেছে রূপের মোহন।
কুবলয় আঁখির মাঝারে
সৌন্দর্য্য পাই না দেখিবারে,
হাসি তব আলোকের প্রায়,
কোমলতা নাহি যেন তায়,
তাই মন প্রতিদিন কহে,
"নহে, নহে, এ জন সে নহে।"

শোন বঁধু শোন, আমি করুণারে ভালবাসি
সে যদি না থাকে তবে ধূলিময় রূপরাশি!

তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালবাসি বলে যেন কখনো কোরো না ভুল !
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমি ত কেবল তার পাষাণ-প্রতিমাখানি !
তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
কেবল রয়েছে তব, পাষাণ আকার তার !

দুদিন

আরম্ভিছে শীতকাল, পড়িছে নীহার-জাল,
শীর্ণ বৃক্ষশাখা যত ফুলপত্রহীন ;
মৃতপ্রায় পৃথিবীর মুখের উপরে
বিষাদে প্রকৃতি মাতা শুভ্র বাষ্পজালে গাঁথা
কুজ্ঝটি-বসনখানি দেছেন টানিয়া ;
পশ্চিমে গিয়েছে রবি, স্তব্ধ সন্ধ্যাবেলা,
বিদেশে আইনু শ্রান্ত পথিক একেলা !

রহিনু দুদিন,
এখনো রয়েছে শীত বিহঙ্গ গাহে না গীত
এখনো ঝরিছে পাতা, পড়িছে তুহিন।
বসন্তের প্রাণ-ভরা চুম্বন-পরশে
সর্ব্ব অঙ্গ শিহরিয়া পুলকে আকুল হিয়া
মৃত-শয্যা হতে ধরা জাগেনি হরষে।
এক দিন দুই দিন ফুরাইল শেষে,
আবার উঠিতে হল, চলিনু বিদেশে।
এই যে ফিরানু মুখ, চলিনু পূরবে,
আর কিরে এ জীবনে ফিরে আসা হবে ?

কত মুখ দেখিয়াছি দেখিব না আর !
ঘটনা ঘটিবে কত, বরষ বরষ শত
জীবনের পর দিয়া হয়ে যাবে পার ;
হয়ত বা একদিন অতি দূরদেশে,
আসিয়াছে সন্ধ্যা হয়ে, বাতাস যেতেছে বয়ে
একেলা নদীর ধারে রহিয়াছি বসে,
হুহু করে উঠিবেক সহসা এ হিয়া,
সহসা এ মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজলিয়া
একটি অস্ফুট রেখা সহসা দিবেরে দেখা
একটি মুখের ছবি উঠিবে জাগিয়া,
একটি গানের ছত্র পড়িবেক মনে
দুয়েক্‌টি স্বর তার উদিবে স্মরণে,
অবশেষে একেবারে সহসা সবলে
বিস্মৃতির বাঁধগুলি ভাঙিয়া চূর্ণিয়া ফেলি
সে দিনের কথাগুলি বন্যার মতন
একেবারে বিপ্লাবিয়া ফেলিবে এ মন ।

পাষাণ মানব-মনে সহিবে সকলি ;
ভুলিব, যতই যাবে বর্ষ বর্ষ চলি—
কিন্তু আহা, দুদিনের তরে হেথা এনু,
একটি কোমল প্রাণ ভেঙে রেখে গেনু

তার সেই মুখখানি—কাঁদো-কাঁদো মুখ,
এলানো কুন্তল-জালে ছাইয়াছে বুক,
বাষ্পময় আঁখি তুটি অনিমিখ আছে ফুটি
আমারি মুখের পানে ; অঞ্চল লুটিছে,—
থেকে থেকে উচ্ছ্বসিয়া কাঁদিয়া উঠিছে,—
স্থকুমার কুস্থমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটে না মেটে না তবু তিয়াষ আমার ;—
শত ফুল-দলে গড়া সেই মুখ তার,
স্বপনেতে প্রতি নিশি হৃদয়ে উদিবে আসি,
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে—
নিশীথের অন্ধকার আকাশের পটে
নক্ষত্র গ্রহের মাঝে উঠিবেক ফুটে
ধীরে ধীরে রেখা রেখা সেই মুখ তার,
নিঃশব্দে মুখের পানে চাহিয়া আমার।
চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম-ঘোরে,
"যাবে তবে ? যাবে ?" সেই ভাঙা ভাঙা স্বরে।

ফুরালো তুদিন—
শরতে যে শাখা হয়েছিল পত্রহীন

এ দুদিনে সে শাখা উঠেনি মুকুলিয়া।

অচল শিখর'পরি যে তুষার ছিল পড়ি

এ দুদিনে কণা তার যায়নি গলিয়া,

কিন্তু এ দুদিন মাঝে একটি পরাণে

কি বিপ্লব বাধিয়াছে কেহ নাহি জানে।

ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া

চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।

দুদিনের পদচিহ্ন চিরদিন তরে

অঙ্কিত রহিবে শত বরষের শিরে!

পরাজয়-সঙ্গীত

ভাল করে যুঝিলিনে, হল তোরি পরাজয়,
কি আর ভাবিতেছিস্, ম্রিয়মাণ হা হৃদয় !
কাঁদ্ তুই, কাঁদ্, হেথা আয়,
একা বসে বিজনে বিদেশে !
জানিতাম জানিতাম হা—রে
এমনি ঘটিবে অবশেষে !
সংসারে যাহারা ছিল সকলেই জয়ী হল
তোরি শুধু হল পরাজয়,
প্রতি রণে প্রতি পদে একে একে ছেড়ে দিলি
জীবনের রাজ্য সমুদয় ।
যতবার প্রতিজ্ঞা করিলি
ততবার পড়িল টুটিয়া,
ছিন্ন আশা বাঁধিয়া তুলিলি
বারবার পড়িল লুটিয়া ।
সান্ত্বনা সান্ত্বনা করি ফিরি
সান্ত্বনা কি মিলিল রে মন ?
জুড়াইতে ক্ষত বক্ষঃস্থল
ছুরিরে করিলি আলিঙ্গন !
ইচ্ছা, সাধ, আশা যাহা ছিল
অদৃষ্ট সকলি লুটে নিল ।

মনে হইতেছে আজি, জীবন হারায়ে গেছে
মরণ হারায়ে গেছে হায়,
কে জানে একি এ ভাব ? শূন্যপানে চেয়ে আছি
মৃত্যুহীন মরণের প্রায় !
পরাজিত এ হৃদয়, জীবনের দুর্গ মম
মরণে করিল সমর্পণ
তাই আজ জীবনে মরণ !
জাগ্, জাগ্, জাগ্ ওরে গ্রাসিতে এসেছে তোরে
নিদারুণ শূন্যতার ছায়া,
আকাশ-গরাসী তার কায়া।
গেল তোর চন্দ্র সূর্য্য, গেল তোর গ্রহ তারা,
গেল তোর আত্ম আর পর,
এই বেলা প্রাণপণ কর্ !
এই বেলা ফিরে দাঁড়া তুই,
স্রোতোমুখে ভাসিস্‌নে আর ?
যাহা পাস্ আঁকড়িয়া ধর্
সম্মুখে অসীম পারাবার।
সম্মুখেতে চির অমানিশি,
সম্মুখেতে মরণ বিনাশ !
গেল, গেল বুঝি নিয়ে গেল,
আবর্ত্ত করিল বুঝি গ্রাস।

শিশির

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ ?
শিশুটির কল্পনার মত
জনমি অমনি অবসান ?
ঘুম-ভাঙা ঊষা মেয়েটির
একটি সুখের অশ্রু হায়,
হাসি তার ফুরাতে ফুরাতে
এ অশ্রুটি ফুরাইয়া যায় !

টুক্‌টুকে মুখখানি নিয়ে
গোলাপ হাসিছে মুচকিয়ে,
বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে,
বায়ুরে মাতাল করি তুলে ;
প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
কাহারে তাহার প্রাণ চায়,
তুলিয়া অলস পাখা দুটি
ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে ।
সেই হাসি-রাশির মাঝারে
আমি কেন থাকিতে না পাই ?

যেমনি নয়ন মেলি, হায়,
সুখের নিমেষটির প্রায়,
অতৃপ্ত হাসিটি মুখে লয়ে
অমনি কেন গো মরে' যাই ?"

শুয়ে শুয়ে অশোক-পাতায়
মুমূর্ষু শিশির বলে "হায় !
কোনো সুখ ফুরায়নি যার
তার কেন জীবন ফুরায় !"

"আমি কেন হইনি শিশির ?"
কহে কবি নিশ্বাস ফেলিয়া।
"প্রভাতেই যেতেম শুকায়ে
প্রভাতেই নয়ন মেলিয়া !
হে বিধাতা, শিশিরের মত
গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমারে করনি তবে দান ?"

সংগ্রাম-সঙ্গীত

হৃদয়ের সাথে আজি
করিব রে করিব সংগ্রাম!
এত দিন কিছু না করিনু,
এত দিন বসে রহিলাম,
আজি এই হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।

বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
জগৎ করিছে ছারখার।
গ্রাসিছে চাঁদের কায়া   ফেলিয়া আঁধার ছায়া
সুবিশাল রাহুর আকার।
মেলিয়া আঁধার গ্রাস   দিনেরে দিতেছে ত্রাস,
মলিন করিছে মুখ তার।

ঊষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,
গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
দুরন্ত অশান্তি-কীট দিয়াছে ছাড়িয়া।
প্রাণ হতে মুছিতেছে অরুণের রাগ,
দিতেছে প্রাণের মাঝে কলঙ্কের দাগ।

প্রাণের পাখীর গান দিয়াছে থামায়ে,
বেড়াত যে সাধগুলি মেঘের দোলায় দুলি,
তাদের দিয়েছে হায় ভূতলে নামায়ে।
ক্রমশই বিছাইছে অন্ধকার-পাখা,
আঁখি হতে সব কিছু পড়িতেছে ঢাকা।
ফুল ফুটে, আমি আর দেখিতে না পাই,
পাখী গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর।
দিন হল, আলো হল, তবু দিন নাই,
আমি শুধু নেহারি পাখার অন্ধকার।

মিছা বসে রহিব না আর
চরাচর হারায় আমার।
রাজ্যহারা ভিখারীর সাজে,
দগ্ধ, ধ্বংস ভস্ম'পরি ভ্রমিব কি হাহা করি
জগতের মরুভূমি মাঝে ?
আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।
ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
এতদিন যাহা হারিলাম।
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা,
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন,
কাননের ফুলময় ভূষা।

ফিরে নেব হারানো সঙ্গীত,
ফিরে নেব মৃতের জীবন,
জগতের ললাট হইতে
আঁধার করিব প্রক্ষালন।
আমি হব সংগ্রামে বিজয়ী,
হৃদয়ের হবে পরাজয়
জগতের দূর হবে ভয়।
হৃদয়েরে রেখে দেব বেঁধে,
বিরলে মরিব কেঁদে কেঁদে।
দুঃখে বিঁধি কষ্টে বিঁধি জর্জ্জর করিব হৃদি
বন্দী হয়ে কাটাবে দিবস,
অবশেষে হইবে সে বশ,
জগতে রটিবে মোর যশ।
বিশ্বচরাচরময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়
উল্লাসে পূরিবে চারিধার,
গাবে রবি, গাবে শশী, গাবে তারা শূন্যে বসি
গাবে বায়ু শত শত বার।
চারিদিকে দিবে হুলুধ্বনি,
বরষিবে কুসুম-আসার,
বেঁধে দেব বিজয়ের মালা
শান্তিময় ললাটে আমার।

আমি-হারা

হায় হায় !

জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিলরে হৃদয় মাঝারে,
দুলিতরে অরুণ-দোলায় ?
হাসি তার ললাটে ফুটিত,
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধর-শয়নে।

ঘুমাইলে, নন্দন-বালিকা
গেঁথে দিত স্বপন-মালিকা,
জাগরণে, নয়নে তাহার
ছায়াময় স্বপন জাগিত ;
আশা তার পাখা প্রসারিয়া
উড়ে যেত উধাও হইয়া,
চাঁদের পায়ের কাছে গিয়ে
জ্যোৎস্নাময় অমৃত মাগিত।

আমি-হারা

বনে সে তুলিত শুধু ফুল,
শিশির করিত শুধু পান,
প্রভাতের পাখীটির মত
হরষে করিত শুধু গান।
কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়মাঝারে
দুলিতরে অরুণ-দোলায় ?
সচেতন অরুণ-কিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি।

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িলরে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি।
নয়নে পড়িছে তার রেণু,
শাখা বাজে সুকুমার কায় ;
ঘন ঘন বহিছে নিশ্বাস
কাঁটা বিঁধে সুকোমল গায়।

ধূলায় মলিন হল দেহ,
সভয়ে মলিন হল মুখ,
কেঁদে সে চাহিল মুখপানে
দেখে মোর ফেটে গেল বুক !

কেঁদে সে কহিল মুখ চাহি,
"ওগো মোরে আনিলে কোথায় ?
পায় পায় বাজিতেছে বাধা,
তরু-শাখা লাগিছে মাথায়।
চারিদিকে মলিন আঁধার,
কিছু হেথা নাহি যে সুন্দর,
কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত-রবি-কর ?"
কেঁদে কেঁদে সাথে সে চলিল,
কহিল সে সকরুণ স্বর,
"কোথা গো শিশির-মাখা ফুল,
কোথা গো প্রভাত-রবি-কর ?"

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার
পথ হল পঙ্কিল, মলিন,
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হল বলহীন।

আমি-হারা

অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানিনে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায় !

রাখ দেব, রাখ মোরে রাখ,
তোমার স্নেহেতে মোরে ঢাক,
আজি চারিদিকে মোর এ কি অন্ধকার ঘোর
একবার নাম ধরে ডাক !
পারি না যে সামালিতে, কাঁদি গো আকুল চিতে
কত র'ব মৃত্তিকা বহিয়া ?
ধূলিময় দেহখানি ধূলায় আনিছে টানি
ধূলায় দিতেছে ঢাকি হিয়া !

হারায়েছি আমার আমারে,
আজ আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
কখনো বা সন্ধ্যাবেলা, আমার পুরানো সাথী
মুহূর্ত্তের তরে আসে প্রাণে ;
চারিদিক নিরখে নয়ানে।
প্রণয়ীর শ্মশানেতে একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,

নিজের সমাধিপরে নিজে বসি উপছায়া
যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়,
কুসুম শুকায়ে গেলে যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়,
তেমনি সে আসে প্রাণে চায় চারিদিক পানে
কাঁদে, আর কেঁদে চলে যায় !
বলে শুধু "কি ছিল, কি হল
সে সব কোথায় চলে গেল।"

* * * *

বহু দিন দেখি নাই তারে,
আসেনি এ হৃদয়-মাঝারে।
মনে করি মনে আনি তার সেই মুখখানি,
ভালো করে মনে পড়িছে না,
হৃদয়ে যে ছবি ছিল, ধূলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা।
ভুলে গেছি কি খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কি কথা বলিত।

আমি-হারা

যে গান গাহিত সদা, স্থর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে।
যে আশা হৃদয়ে লয়ে উড়িত সে মেঘ চেয়ে
আর তাহা পড়ে না স্মরণে।
শুধু যবে হৃদি-মাঝে চাই
মনে পড়ে—কি ছিল, কি নাই।

গান সমাপন

জনমিয়া এ সংসারে কিছুই শিখিনি আর
শুধু গাই গান।
স্নেহময়ী মা'র কাছে শৈশবে শিখিয়াছিনু
দুয়েকটি তান।
শুধু জানি তাই,
দিবানিশি তাই শুধু গাই।
শতছিদ্রময় এই হৃদয়-বাঁশিটি লয়ে
বাজাই সতত,
দুঃখের কঠোর স্বর রাগিণী হইয়া যায়,
মৃদুল নিশ্বাসে পরিণত।
আঁধার জলদ যেন ইন্দ্রধনু হয়ে যায়,
ভুলে যাই সকল যাতনা।
ভালো যদি না লাগে সে গান,
ভালো সখা, তাও গাহিব না।

এমন পণ্ডিত কত রয়েছেন শত শত
এ সংসার-তলে,
আকাশের দৈত্য-বালা উন্মাদিনী চপলারে
বেঁধে রাখে দাসত্বের লোহার শিকলে।

আকাশ ধরিয়া হাতে নক্ষত্র-অক্ষর দেখি
গ্রন্থ পাঠ করিছেন তাঁরা,
জ্ঞানের বন্ধন যত ছিন্ন করে দিতেছেন,
ভাঙি ফেলি অতীতের কারা।

আমি তার কিছুই করি না,
আমি তার কিছুই জানি না।
এমন মহান্ এ সংসারে
জ্ঞান-রত্নরাশির মাঝারে,
আমি দান শুধু গান গাই,
তোমাদের মুখপানে চাই;
ভালো যদি না লাগে সে গান
ভালো সখা তাও গাহিব না।

বড় ভয় হয়, পাছে কেহই না দেখে তারে
যে জন কিছুই শেখে নাই।
ওগো সখা, ভয়ে ভয়ে তাই
যাহা জানি, সেই গান গাই;
তোমাদের মুখপানে চাই।

শ্রান্ত দেহ হীনবল নয়নে পড়িছে জল
রক্ত ঝরে চরণে আমার,
নিশ্বাস বহিছে বেগে, হৃদয়-বাঁশিটি মম
বাজে না—বাজে না বুঝি আর।
দিন গেল, সন্ধ্যা গেল, কেহ দেখিলে না চেয়ে
যত গান গাই।
বুঝি কারো অবসর নাই!
বুঝি কারো ভালো নাহি লাগে,
ভালো সখা, আর গাহিব না!

সমাপন

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এয়েছিলে,
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার শুধু চেয়েছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,—
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বল কত কি লুকানো ছিল
হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাওনি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান,
স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবী রাগিণী-তানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।
আকাশের পানে চাই— সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।

একে একে সুরগুলি, অন্তরে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া !

বল দেখি কত দিন আসনি এ শূন্য প্রাণে,
বল দেখি কত দিন চাওনি হৃদয়পানে,—
বল দেখি কত দিন শোননি এ মোর গান,
তবে সখি গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান।

বল মোরে বল দেখি, এ আমার গানগুলি
কেন আর ভালো নাহি লাগে,
প্রাণের রাগিণী শুনি নয়নে জাগে না আভা
কেন সখি কিসের বিরাগে ?
যে রাগ শিখায়েছিলে সে কি আমি গেছি ভুলে ?
তার সাথে মিলিছে না সুর ?
তাই কি আসনা প্রাণে, তাই কি শোননা গান,
তাই সখি, রয়েছ কি দূর ?
ভালো সখি, আবার শিখাও,—
আরবার মুখপানে চাও,
একবার ফেল অশ্রুজল
আঁখিপানে দুটি আঁখি তুলি ;
তা হলে পুরানো সুর আবার পড়িবে মনে,
আর কভু যাইব না ভুলি।

সমাপন

সেই পুরাতন চোখে   মাঝে মাঝে চেয়ো সখি
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,
এই পুরাতন প্রাণে   মাঝে মাঝে এসো সখি
শূন্য আছে প্রাণের কুটীর।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিভাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রভাত-সঙ্গীত

প্রভাত-সঙ্গীত

আহ্বান-সঙ্গীত

ওরে তুই জগৎ-ফুলের কীট,
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খসে,
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস্ বসে।
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা।
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস্
হা-হুতাশ করে সারা,
কোণে বসে শুধু ফেলিস্ নিশাস,
ঢালিস্ বিষের ধারা।

জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল,
ফুটিতে নারিল আর,
প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
ঝরে না শিশিরধার।
জড়িত কুঞ্চিত বলিত হৃদয়ে
পশে না রবির কর,
নয়নে তাহার আলোক সহে না
জোছনা দেখিলে ডর।
কালো কীট ওরে শুধু তোরে নিয়ে
মরণ পুষিছে প্রাণে,
অশ্রুকণা তোর জ্বলিছে তাহার
মরমের মাঝখানে।
ফেলিস্ নিশাস, মরুর বাতাস,
জ্বলিস্ জ্বালাস্ কত,
আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মত।
হৃদয়ের ভার বহিতে পারে না,
আছে মাথা নত করে,
ফুটিবে না ফুল, ফলিবে না ফল,
শুকায়ে পড়িবে মরে।
তুই শুধু সদা কাঁদিতে থাকিবি
মৃত জগতের মাঝে,

আঁধারের কোণে ঘুরিয়া বেড়াবি
কি জানি কিসের কাজে !
আঁধার লইয়া হুতাশ লইয়া
আপনে আপনি মিশে,
জরজর হয়ে মরিয়া রহিবি
নিজের নিশাস-বিষে।
বাহিরে গাহিবে মরণের গান
শুকানো পল্লবগুলি,
জগতের সাথে ভূতলে পড়িয়া
ধূলিতে হইবি ধূলি।

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
কেবলি বিষাদ-শ্বাস,
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস !
মাথা অবনত, আঁখি জ্যোতিহীন,
শরীর পড়েছে নুয়ে,
জীর্ণ শীর্ণ তনু ধূলিতে মাখানো
অলস পড়িয়া ভুঁয়ে।
নাই কোনো কাজ—মাঝে মাঝে চাস্
মলিন আপনা পানে,

আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস্ আপন কানে।
দিবসরজনী মরীচিকা-সুরা
কেবলি করিস্ পান;
বাড়িতেছে তৃষা—বিকারের তৃষা
ছটফট করে প্রাণ।
দাও দাও বলে সকলি যে চাস্,
জঠর জ্বলিছে ভুখে,
মুঠি মুঠি ধূলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পূরিস্ মুখে।
নিজের নিশাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া।
ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
শব্দ শুনিলে ডরো—
বাহু পসারিয়া চলিতে চলিতে
নিজেরে আঁকড়ি ধরো।
মুখেতে রেখেছ আঁধার গুঁজিয়া,
নয়নে জ্বলিছে রিষ,
সাপের মতন কুটিল হাসিটি,
দশনে তাহার বিষ।

চারিদিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই
কীটের অধম কীট।
আজিকে বারেক ভ্রমরের মত
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেনরে শুকায়ে যায়।
বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে কথা,
তবে সে খুলিবে প্রাণ।

অতি ধীরে ধীরে ফুটিবে দল,
বিকশিত হয়ে উঠিবে হাস,
অতি ধীরে ধীরে উঠিবে আকাশে
লঘু পাখা মেলি খেলিবে বাতাসে
হৃদয়-খুলানো, আপনা-ভুলানো,
পরাণ-মাতানো বাস।
পাগল হইয়া মাতাল হইয়া
কেবলি ধরিবি রহিয়া রহিয়া
গুন্ গুন্ গুন্ তান।

প্রভাতে গাহিবি, প্রদোষে গাহিবি,
নিশীথে গাহিবি গান।

দেখিয়া ফুলের নগন মাধুরী,
কাছে কাছে শুধু বেড়াইবি ঘুরি,
দিবানিশি শুধু গাহিবি গান।
থরথর করি কাঁপিবে পাখা
কোমল কুসুম-রেণুতে মাখা,
আবেগের ভরে দুলিয়া দুলিয়া
থরথর করি কাঁপিবে প্রাণ।
কেবলি উড়িবি, কেবলি বসিবি
কভু বা মরম-মাঝারে পশিবি,
আকুল নয়নে কেবলি চাহিবি
কেবলি গাহিবি গান।
অমৃত-স্বপন দেখিবি কেবল
করিবিরে মধুপান।
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
কাননে ছুটিবে বায়,
চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী
উথলি উথলি যায়।
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব
মরমর মৃদু তান,

আহ্বান-সঙ্গীত

চারিদিক হতে কিসের উল্লাসে
 পাখীতে গাহিবে গান।
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
 গাবে তারা কলকল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
 হরষের কোলাহল।
কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা,
 কোথাও বা সুখগান,
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
আকুল পরাণে নয়ান মুদিয়া
অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
 করিবিরে মধুপান।
ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
 ভুলে যাবি তোর গান।
মোহ লাগিবেরে নয়নেতে তোর,
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি, তাহারে হেরিয়া
 মজিয়া রহিবে প্রাণ।
ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখী
 এখনো যে পাখী জাগেনি,
মহান্ আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
 উঠিবে বিভাস রাগিণী।

জগত-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুলা হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি।
উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
অসীম পথের পথিক হইয়া
সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া
আকুল হইয়া চায়,
যেমন, বিভোর চকোরের গান
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান
চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া
মেঘেতে হারায়ে যায়।
মুদিত নয়ান, পরাণ বিভল,
স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল
জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগত-অতীত গান ;
তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে মগন প্রাণ।
জগৎ-বাহিরে যমুনা-পুলিনে
কে যেন বাজায় বাঁশি,
স্বপন-সমান পশিতেছে কানে
ভেদিয়া নিশীথরাশি ;

আহ্বান-সঙ্গীত

উদাস জগৎ যেতে চায় সেথা
দেখিতে পেয়েছে পথ,
দিবসরজনী চলেছেরে তাই
পূরাইতে মনোরথ।
এ গান শুনিনি এ আলো দেখিনি,
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরাণ পূরিয়া
করেনিরে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরণ-মাঝারে
কখনো করিনি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ।
দেখ্‌রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্‌রে কি গান গায়।
জগৎ ব্যাপিয়া, শোন্‌রে, সবাই
ডাকিতেছে, আয় আয়,
কেহবা আগেতে কেহবা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়।
অসীম আকাশে, স্বাধীন পরাণে
প্রাণের আবেগে ছোটে,

এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরাণ নাচিয়া ওঠে।
তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস্!
তুই শুধু ওরে করিস্ রোদন
ফেলিস্ দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া, আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত,
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস্ কত!
আর কত দিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়!

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ
কি গান গাইল রে!
অতিদূর—দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে।
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া,
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।

আজি এ প্রভাতে সহসা কেনরে
পথহারা রবি-কর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের 'পর।
বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক-রেখা।

প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থরথর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থলথল,
কলকল করি ধরেছে তান।
আজি এ প্রভাতে কি জানি কেনরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।
জাগিয়া দেখিনু চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ।

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণপরে।
গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর।
দূর—দূর—দূর হতে ভেদিয়া আঁধার-কারা
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা।

ঘুমায়ে দেখিরে যেন স্বপনের মোহ-মায়া,
পড়েছে প্রাণের মাঝে একটি হাসির ছায়া।
তারি মুখ দেখে দেখে— আঁধার হাসিতে শেখে;
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান ;
শিহরি উঠেরে বারি, দোলেরে—দোলেরে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি দোলেরে—দোলেরে হাসি,
দোলেরে প্রাণের 'পরে আশার স্বপন মম,
দোলেরে তারার ছায়া সুখের আভাস সম।
প্রণয়-প্রতিমা যবে স্বপনে দেখেরে কবি,
অধীর সুখের ভরে কাঁপে বুক থরথরে,
কম্পমান বক্ষ পরে দোলে সে মোহিনী ছবি ;
দুখীর আঁধার প্রাণে সুখের সংশয় যথা,
দুলিয়া দুলিয়া সদা মৃদু মৃদু কহে কথা ;
মৃদু ভয়, কভু মৃদু আশ,
মৃদু হাসি, কভু মৃদু শ্বাস।
বহুদিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তান,
দোলেরে প্রাণের মাঝে, দোলেরে আকুল প্রাণ ;
আধ' আধ' জাগিছে স্মরণে,
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে।
তেমনি তেমনি দোলে তারাটি আমার কোলে,
করতালি দিয়ে বারি কলকল গান গায়,
দোলায়ে দোলায়ে যেন ঘুম পাড়াইতে চায় !

মাঝে মাঝে একদিন আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো।
আঁধার সলিল পরে ঝরঝর বারি ঝরে
ঝরঝর ঝরঝর, দিবানিশি অবিরল,
বরষার দুখ-কথা, বরষার আঁখি-জল।
শুয়ে শুয়ে আনমনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি করে দিবানিশি তাই গুণি,
তারি সাথে মিলাইয়া কলকল গান গাই,
ঝরঝর কলকল দিন নাই, রাত নাই।
এমনি নিজেরে লয়ে রয়েছি নিজের কাছে,
আঁধার সলিল পরে আঁধার জাগিয়া আছে।
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখীর গান!
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ
রুধিয়া রাখিতে নারি।
থরথর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার।
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া,
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া
উঠে শূন্য পানে পড়ে আছাড়িয়া
করে শেষে হাহাকার।
প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
আলিঙ্গনতরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগৎ-মাঝারে লুটিতে চায়।
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারিদিকে তার বাঁধন কেন ?

ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর্ ;
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ
কিসের আঁধার কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর।

সহসা আজি এ জগতের মুখ
নূতন করিয়া দেখিনু কেন ?
একটি পাখীর আধখানি তান
জগতের গান গাহিল যেন।
জগত দেখিতে হইব বাহির
আজিকে করেছি মনে,
দেখিব না আর নিজেরি স্বপন
বসিয়া গুহার কোণে।

আমি ঢালিব করুণা-ধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগলপারা।

কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
দিবরে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল, গেয়ে কলকল
তালে তালে দিব তালি।

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান।
যত দেবো প্রাণ বহে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ।
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

রবি শশী ভাঙি গাঁথিব হার,
আকাশ আঁকিয়া পরিব বাস।

সাঁঝের আকাশে করে গলাগলি
অলস কনক জলদরাশ,
অভিভূত হয়ে কনক-কিরণে
রাখিতে পারে না দেহের ভার।
যেনরে বিবশা হয়েছে গোধূলি,
পূরবে আঁধার বেণী পড়ে খুলি,
পশ্চিমেতে পড়ে খসিয়া খসিয়া
সোনার আঁচল তার।
মনে হবে যেন সোনা মেঘগুলি
খসিয়া পড়েছে আমারি জলে,
সুদূরে আমারি চরণতলে।
আকুলি বিকুলি শত বাহু তুলি
যতই তাহারে ধরিতে যাব
কিছুতেই তারে কাছে না পাব।
আকাশের তারা অবাক হবে,
সারাটি রজনী চাহিয়া রবে
জলের তারার পানে।
না পাবে ভাবিয়া এল কোথা হতে,
নিজের ছায়ারে যাবে চুমো খেতে
হেরিবে স্নেহের প্রাণে।
শ্যামল আমার দুইটি কূল,
মাঝে মাঝে তাহে ফুটিবে ফুল।

খেলাচ্ছলে কাছে আসিয়া লহরী
চকিতে চুমিয়া পলায়ে যাবে।
সরম-বিভলা কুসুম-রমণী
ফিরাবে আনন শিহরি অমনি,
আবেশেতে শেষে অবশ হইয়া
খসিয়া পড়িয়া যাবে।
ভেসে গিয়ে শেষে কাঁদিবে সে হায়
কিনারা কোথায় পাবে।
মেঘ-গরজনে বরষা আসিবে,
মদির-নয়নে বসন্ত হাসিবে,
বিশদ-বসনে শিশির-মালা
আসিবে সুধীরে শরৎ-বালা।
কূলে কূলে মোর উছলি জল
কুলুকুলু ধোবে চরণতল।
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
বিমল গগনা বিভোর নগনা
পূরণিমা নিশি জোছনা-মগনা ;
ঘুম-ঘোরে কভু গাহিবে কোকিল,
দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি।
দূর হতে আসে ফুলের বাস,
মূরছিয়া পড়ে মলয়-বায় ;

দুরুদুরু মোর দুলিবে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিবে কায়।
এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে।
ওরে অগাধ বাসনা, অসীম আশা
জগৎ দেখিতে চাই।
জাগিয়াছে সাধ—চরাচরময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই।
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই।

কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায়।
অহো কি মহান্ সুখ অনন্তে হইতে হারা,
মিশাতে অনন্ত প্রাণে অনন্ত প্রাণের ধারা!

ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।
আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন ?
পৃথিবীরে বুকে লয়ে সমুদ্র একেলা বসি
অসীম প্রাণের কথা কহিতেছে দিবানিশি।
আপনি জানে না যেন,
আপনি বুঝে না যেন,
মহাসিন্ধু ধ্যানে বসি, আপনি উঠিছে বাণী ;
কেহ শুনিবার নাই—নাই কোথা জনপ্রাণী।
কেবল আকাশ একা দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা,
নীরব শিষ্যের মত শুনিছে মহান্ কথা।
কি কথারে—কি কথা সে—শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ,
একেলা কবির মত গাহিছে কিসের গান !
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই,
সঙ্গী নাই, জনপ্রাণী নাই,
একাকী চরণপ্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই।
আসিবে গভীর রাত্রি আঁধারে জগত ঢাকি
দিশাহারা অন্ধকারে মুদিয়া রহিব আঁখি।
স্তব্ধতার প্রাণ উঘাটিয়া
ভেদি সেই অন্ধকার ঘোর
কেবলি সে একতান
সমুদ্রের বেদগান
সারারাত্রি অবিশ্রাম পশিবে শ্রবণে মোর।

ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয়!
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা!"
আমি যাব—আমি যাব—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা-গান;
উদ্বেগ-অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ।
ওরে চারিদিকে মোর
এ কি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্!
ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখী,
এয়েছে রবির কর!

প্রভাত-উৎসব

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি !
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

এসেছে সখা-সখী, বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশুগুলি।
এসেছে ভাই বোন্ পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে, নয়নে তারা ফুটে,
পরাণে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।
শিশুরে লয়ে কোলে জননী এল চলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে "ঘুমো ঘুমো !"
আনত দুনয়ানে চাহিয়া মুখপানে
বাছার চাঁদমুখে খেতেছে শত চুমো।

পুলকে পূরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর।
এসেছে রবি শশী এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরাণ পূরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।
প্রভাত হল যেই কি জানি হল একি!
আকাশপানে চাই, কি জানি কারে দেখি!
প্রভাতবায়ু বহে কি জানি কি যে কহে,
মরম-মাঝে মোর কি জানি কি যে হয়!
এসহে এস কাছে সখাহে এস কাছে—
এসহে ভাই এস, বসহে প্রাণ-ময়!
পূরব-মেঘ-মুখে পড়েছে রবি-রেখা,
অরুণ-রথ-চূড়া আধেক যায় দেখা।
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়;
যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে;
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে।

প্রভাত-উৎসব

আয়রে আয় বায়ু যা রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত মাঝারেতে দেরে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে,
সাগরপারে গিয়ে পূরবে যাবি মিশে;
লইবি পথ হতে পাখীর কলতান,
যূঁথীর মৃদু শ্বাস মালতী-মৃদুবাস,
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ।

পাখীর গীতধার ফুলের বাস-ভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর।
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি বয়ে;
ধরার চারিদিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে!
আয়রে মেঘ, আয় বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে।
কনক পাল তুলে বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ-পারাবারে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।

প্রভাত-সঙ্গীত

প্রভাত-আলো-সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে।

জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে এ কি গান।
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসো না তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখপানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝখানে।
আপনি আসি ঊষা শিয়রে বসি ধীরে
অরুণকর দিয়ে মুকুট দেন শিরে।
নিজের গলা হতে কিরণমালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলিপরে,
জেনেছি ভাই বলে জগত চরাচরে।

অনন্ত জীবন

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে।
এ আমার গানগুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চিরদিন,
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।

তা বলে নয়নে কেন ওঠে অশ্রুজল—
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ বসে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্‌নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ।

একবার ভেবে দেখ্—ভেবে দেখ্ মন
পৃথিবীতে পাখী কেন গায় ;
জাগিয়া দেখে সে চেয়ে প্রভাত-কিরণ
আকাশেতে উথলিয়া যায় ;
অমনি নয়নে ফোটে আনন্দের আলো,
কণ্ঠ তুলি মনের উচ্ছ্বাসে
সঙ্গীতনির্ঝরস্রোতে ঢেলে দেয় প্রাণ—
ঢেলে দেয় অনন্ত আকাশে।
কনক মেঘেতে যেন খেলাবার তরে
গানগুলি ছুটে বাহু তুলি ;
প্রিয়তমা পাশে বসি—বুকের কাছেতে
ঘেঁসে আসে ছোট ছানাগুলি।

কাল গান ফুরাইবে, তা বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত ;
আজ যবে জ্বলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুম-কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর ;
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙিয়াছে ঘুম,
পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,

নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরাণেতে প্রেম জাগিয়াছে

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন্ মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ।
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া,
কে বল রাখিবে তাহা মনে ;
তা বলে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে ?
যা হবে তা হবে মোর, কিসের ভাবনা,
রাখি শুধু মুহূর্ত্তের আশ,
আনন্দ-সাগর মাঝে উঠিব একটি ঢেউ
মুহূর্ত্তেই পাইব বিনাশ।
প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতিদিন ঝরে পড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্ত্তে ফুরায়।

প্রতিদিন কত শত পাখী গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায়।
ভেসে যায় শত ফুল, ভেসে যায় বাস,
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ।
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সঙ্গীতের প্রাণে!
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এইখানে।
তোরি মত রহিবে সে পূরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে ঊষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস।
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখী,
একেকটি সঙ্গীতের কণা,
তা বলিয়া—যত দিন রবি শশী আছে
জগতের গান ফুরাবে না;
তবে আর কিসের ভাবনা,
গারে গান প্রভাত-কিরণে!
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে বসে শোনে।

অনন্ত জীবন

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায় ?
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ !
মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না ত কোথায় তা যায় ?
আকাশের সাগর-সীমায়।
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীতরাজ্য হতেছে সৃজন,
যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন।

আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ।
করিব গানের মাঝে বাস,
লইবরে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস।

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
প্রাণপণে ভালবাসা করে' সমর্পণ
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয়।
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম-উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ।
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন।

কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
দুটি ভাই গলাগলি করি;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
দুটি সখা হাতে হাতে ধরি;
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
ঘুমায়ে করিছে স্তনপান,
ঘুমন্ত মুখের 'পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
স্নেহমাখা নত দুনয়ান;
দেখেছিনু রাজপথে চলেছে বালক এক
বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—

অনন্ত জীবন

কত কি যে দেখেছিনু হয়ত সে সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি !
তা বলে নাহি কি তাহা মনে ?
ছবিগুলি মেশেনি জীবনে ?
স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর।

হয়ত অনেক দিন দেখেছিনু ছবি এক
দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে—
তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে।

হয়ত অনেক দিন শুনেছিনু পাখী এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি।
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলেখেলা।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতভরে,
মেশে আসি সেই সিন্ধুপরে।
পৃথ্বী হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহাসাগর উদ্দেশে ;
আমরা মাটির কণা জলস্রোত ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে
সাগরে পড়িব অবশেষে।
জগতের মাঝখানে সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় করে
কেনরে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান !

গান গা পাখীর মত, ফোটরে ফুলের প্রায়,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
তুই যাবি, গান যাবে, একসাথে ভেসে যাবে
তুই আর তোর গানগুলি।
মিশিবি সে সিন্ধুজলে অনন্ত সাগরতলে,
একসাথে শুয়ে র'বি প্রাণ,
তুই আর তোর এই গান।

অনন্ত মরণ

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে লয়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

যতটুকু বর্ত্তমান, তারেই কি বল প্রাণ ?
সে ত শুধু পলক নিমেষ।
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ !

যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে।

এক মুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে,
মরণের সমষ্টি কেবল ?

অনন্ত মরণ

একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ,
নাম নিয়ে এত কোলাহল !
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে,
নক্ষত্রের কিরণ-নিবাসে ।

ভাবিতেছি কল্পনায়, কত কাল গেছে চলে,
বয়ঃক্রম সহস্র বরষ,
মরণের স্তরে স্তরে অতি দীর্ঘ—দীর্ঘ প্রাণ
কোন্ শূন্য করেছে পরশ !
হয়ত গিয়েছি আমি জ্যোতিষ্কের পথ বেয়ে
কোন্ দূর গ্রহের মাঝারে,
জীবনের সূত্রখানি পৃথিবীরে পরশিয়া
চলে গেছে বৃহস্পতি-পারে ।
শুধু দেখিতেছি চেয়ে সুদীর্ঘ ভ্রমণ-ক্ষেত্রে,
অতীতের দিগন্তের পানে,
অতিক্ষীণ দেখা যায় পৃথিবী জ্যোতির কণা
জড়িত রয়েছে সেইখানে ।
তারি পানে কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে—
হয়ত সহসা কি কারণে,
আজিকার যে মুহূর্ত্তে এত কথা ভাবিতেছি
এ মুহূর্ত্ত পড়িবে স্মরণে ।

পৃথিবীর কত খেলা, পৃথিবীর কত কথা
পরাণেতে বেড়াইবে ভেসে,
পৃথিবীর সহচর না জানি কোথায় তারা
গেছে কোন্ তারকার দেশে !
হয়ত পড়িবে মনে, পৃথিবীর প্রান্তে বসি
গেয়েছিনু যে কয়টি গান,
সে গানের বিম্বগুলি হয়ত এখনো ভাসে
ধরার স্রোতের মাঝখান ।

সহস্র বরষ পরে সেই গ্রহমাঝে বসি
না জানি গাহিব সে কি গান ;
কি অনন্ত মন্দাকিনী না জানি ছুটিবে, যবে
খুলে যাবে সে বিশাল-প্রাণ,—
মরণের সঙ্গীত মহান্ ।
হয়ত বা সে নিশীথে কবি এক পৃথিবীতে
চেয়ে আছে মোর গ্রহপানে ;
কি মহা-সঙ্গীত-ধারা গ্রহ হতে গ্রহে ঝরি
পশিবেক তাহার পরাণে ।
বিস্ফারিত করি আঁখি শিহরিত কলেবরে
শুনিবে সে আধ-শোনা গান,
কত কি উঠিবে মনে ব্যক্ত করিবার তরে
আকুল ব্যাকুল হবে প্রাণ ।

আপনার কথা শুনে আপনি বিস্মিত হবে,
চাহিয়া রহিবে অবিরত
নিদ্রাহীন স্বপ্নটির মত।
নয়নে পড়িবে অশ্রুজল,
বুঝিবে না, শুনিবে কেবল।
মরণ বাড়িবে যত কোথায় কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কতনা আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি।

কবেরে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ-ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব' জগতে জগতে।
আমার মরণ-ডোর দিয়ে
গেঁথে দেব' জগতের মালা,
রবি শশী একেকটি ফুল,
চরাচর কুসুমের ডালা।

তোরাও আসিবি ভাই, উঠিবিরে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন।
আমাদের মরণের জালে
জগৎ ফেলিব আবরিয়া
এ অনন্ত আকাশ-সাগরে
দশ দিক্ রহিব ঘেরিয়া।
পড়িবে তপন, তায় চন্দ্রমা জড়ায়ে যাবে,
পড়িবেক কোটি কোটি তারা
পৃথ্বী কোথা হয়ে যাবে হারা।
আয় ভাই সব যাই ভুলি,
সকলে করিরে কোলাকুলি।
সে কিরে আনন্দ-মহোৎসব,
জগতেরে ফেলিব ঘেরিয়া,
আমাদের মরণের মাঝে
চরাচর বেড়াবে ঘুরিয়া।

জয় হোক্ জয় হোক্, মরণের জয় হোক্,
আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ।
এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু
লইলাম তোমার শরণ,

এস তুমি এস কাছে, স্নেহ-কোলে লও তুমি
পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,
আমাদের করহে পালন।
বাড়িব তোমার স্নেহে, নব বল পাব দেহে,
ডাকিব হে জননী বলিয়া,
তোমার অঞ্চল ধরি জগতের খেলাঘরে
অবিরাম বেড়াব খেলিয়া।
হেথা নাবি হোথা উঠি করিব রে ছুটাছুটি,
বেড়াইব তারায় তারায়,
সুকুমার বিদ্যুতের প্রায়।
আনন্দে পূরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব,
কার নিমন্ত্রণে মোরা মহাযজ্ঞে এসেছিরে
উঠেছে বিপুল কলরব!

যে ডাকিছে ভালবেসে, তারে চিনিস্‌নে শিশু?
তার কাছে কেন তোর ডর,
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ ত নহে তোর পর।
আয় তারে আলিঙ্গন কর,
আয়, তার হাত খানি ধর।

পুনর্মিলন

কিসের হরষ-কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল্‌!
আনন্দ-মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন।
চাহিয়া ধরণীপানে নব আনন্দের গানে
মনে পড়ে আর একদিন।
সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে ;—
সারি সারি নারিকেল বাগানের একপাশে,
বাতাস আকুল করে আম্র-মুকুলের বাসে।—
পথপাশে দুই ধারে
বেল ফুল ভারে ভারে
ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসির প্রায়—
বাগানে পা দিতে দিতে
গন্ধ আসে আচম্বিতে,
নরগেশ কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায়।
মাঝেতে বাঁধানো বেদী, যুঁই গাছ চারি ধারে ;—
সূর্য্যোদয় দেখা দিত প্রাচীরের পরপারে।

পুনর্ম্মিলন

নবীন রবির আলো,
সে যে কি লাগিত ভালো,
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ সুধা অজস্র পড়িত ঝরে,
প্রভাত-ফুলের মত ফুটায়ে তুলিত মোরে.

এখনো সে মনে আছে
সেই জানালার কাছে
বসে থাকিতাম একা জনহীন দ্বিপ্রহরে।
অনন্ত আকাশ নীল,
ডেকে চলে যেত চিল
জানায়ে সুতীব্র তৃষা সুতীক্ষ্ণ করুণস্বরে।

পুকুর গলির ধারে,
বাঁধাঘাট এক পারে,
কত লোক যায় আসে, স্নান করে, তোলে জল ;
রাজহাঁস তীরে তীরে
সারাদিন ভেসে ফিরে,
ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল।

পূর্ব্বধারে বৃদ্ধবট,
মাথায় নিবিড় জট,
ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।

আঁকড়ি শিকড়-মুঠে
প্রাচীর ফেলেছে টুটে,
খোপেখাপে ঝোপেঝাপে কত না বিস্ময় ভয় !
বসি শাখে পাখী ডাকে সারাদিন একতান,
চারিদিক স্তব্ধ হেরি কি যেন করিত প্রাণ !
মৃদু তপ্ত সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সেই সমীরণস্রোতে কত কি আসিত ভেসে।
কোন্ সমুদ্রের কাছে
মায়াময় রাজ্য আছে,
সেথা হতে উড়ে আসে পাখীর ঝাঁকের মত
কত মায়া, কত পরী, রূপকথা কত শত।

আরেকটি ছোট ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলেফুলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা
জাহ্নবী-প্রবাহপানে চেয়ে আছি সারাবেলা।
ছায়া কাঁপে আলো কাঁপে ঝুরুঝুরু বহে যায়—
ঝরঝর মরমর পাতা ঝরে পড়ে যায়।

সাধ যেত যাই ভেসে
কত রাজ্যে কত দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ নিয়ে যাবে কত দূর—

কত ছোট ছোট গ্রাম,
নূতন নূতন নাম,
অভ্রভেদী শুভ্র সৌধ কত নব রাজপুর।
কত গাছ, কত ছায়া, জটিল বটের মূল ;—
তীরে বালুকার 'পরে
ছেলেমেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল।
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব
কত দেশ, কত মুখ, কত কি দেখিতে পাব।
কোথা বালকের হাসি,
কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখীর গান।
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
মাঝি গেল গান গেয়ে,
কোথাও বা তীরে বসে পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
আকাশেতে ভাসে মেঘ—আকাশেতে ওড়ে পাখী।
হয়ত বরষা কাল—ঝরঝর বারি ঝরে,
পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে ;
থেকে থেকে ঝনঝন,
ঘন বাজ বরিষণ,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।

বহিছে পূরব-বায়,
শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধার-মুখী।

সেই—সেই ছেলেবেলা,
আনন্দে করেছি খেলা
প্রকৃতি গো—জননী গো—কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কি যে হল—কোথা যে গেলেম চলে!

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা।

সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি, নাহি শশী, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক।
আমি শুধু একেলা পথিক।
তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,

পুনর্ম্মিলন

কাটালেম কত শত দিন
ম্রিয়মাণ সুখশান্তিহীন।

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য-বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে।
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান,
সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ।

দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখী,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে।
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার পরে।
চারিদিকে বহে বায়ু, চারিদিকে ফুটে আলো,
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিকপানে চাই, চারিদিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ।
কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বলে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা,
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়,
এ কি হেরি আনন্দের মেলা!

যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন।
ও কে হেথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কি শুনি অমিয়-বচন!
কেরে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস্ ভাঙা ভাঙা,
প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর,
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারিধারে।
বুঝেছি গো বুঝেছি গো—এতদিন পরে বুঝি,
ফিরে পেলে হারানো সন্তান।
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান।
তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে,
বারবার করে আলিঙ্গন,
আকাশ আনন্দভরে আমার মাথার 'পরে
করিছে প্রভাত বরিষণ!
তাই বুঝি মেঘমালা পূরব-দুয়ার হতে
স্নেহদৃষ্টে মোর মুখে চায়!

তাই বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাঝে
বার বার ডাকিছে আমায় !

ওই শোন পাখী গায়—শতবার করে গায়,
ঐ দেখ ফুটে ওঠে ফুল।
আমি কে গো, জননী গো, আমারে হেরিয়া কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল !
ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পূরিল উল্লাসে।
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে,
মোরে কেন এত ভালবাসে ?
মরি মরি কচিহাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভালো
প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে
না ফুটিতে প্রভাতের আলো।
বায়ুভরে ঢলি ঢলি করিবিরে গলাগলি,
হেরিব তোদের হাসিমুখ,
তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উঘাটিয়া পরাণের সুখ।

ভালবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রুবারিধারা।

ভ্রমিলাম দূরে দূরে—কে জানিত বল দেখি
হেথা এত ভালবাসা আছে।
যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকে ভালবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে।
মা আমার, আজ আমি কতশত দিন পরে
যখনিরে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, র'ব হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিবরে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভালো ; কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভালবাসিবে যে কেহ।

প্রতিধ্বনি

অয়ি প্রতিধ্বনি,
বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
বুঝি আর কারেও বাসি না !
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা।
তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া
তোরে আমি ভাল বাসিয়াছি ;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি !
যখনি পাখীটি গেয়ে উঠে
অমনি শুনিরে তোর গান,
চমকিয়া চারিদিকে চাই,
কোথা—কোথা—কাঁদেরে পরাণ।

তখনি খুঁজিতে যাই কাননে কাননে,
ভ্রমি আমি গুহায় গুহায়,
ছুটি আমি শিখরে শিখরে,
হেরি আমি হেথায় হোথায়।
যখনি ডাকিরে তোরে কাতর হইয়া
দূর হতে দিস্ তুই সাড়া,
অমনি সে দূরপানে যাই আমি ছুটে,
কিছু নাই মহাশূন্য ছাড়া।
অয়ি প্রতিধ্বনি,
কোথা তোর ঘুমের কুটীর,
কোথা তোর স্বপনের পাড়া!

চিরকাল—চিরকাল—তুই কিরে চিরকাল
সেই দূরে র'বি,
আধ সুরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চির-কবি?
দেখা তুই দিবি না কি? না হয় না দিলি,
একটি কি পূরাবি না আশ,
কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস।
অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,

প্রতিধ্বনি

দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার, নিদ্রার মর্ম্মর,
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ-তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত।
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে ;
সেই মহা আঁধার নিশায়
শুনিবরে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত
তোর মুখে কেমন শুনায়।

তোরে আমি দেখিনি কখনো,
তবুও অতুল রূপরাশি
তোর আধ কণ্ঠস্বর সম
প্রাণে আধ বেড়াইছে ভাসি।
তারে দেখিবারে চাই—তারে ধরিবারে চাই,
সেই মোরে করেছে পাগল,

তারি তরে চরাচরে সুখ শান্তি নাই
তারি তরে পরাণ বিকল।

জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি,
আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে,
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
সে কি তোরি তরে ?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
কোথা বহে যায়,
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে
সে কি তোরি তরে ?
বাতাসে সৌরভ ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
আকাশে অসীম নীরবতা,
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
সে কি তোরি কথা ?
ফুলের সৌরভগুলি আকাশে খেলাতে এসে
বাতাসেতে হয় পথহারা,
চারিদিকে ঘুরে হয় সারা,
মা'র কোলে ফিরে যেতে চায়,
ফুলে ফুলে খুঁজিয়া বেড়ায় ;
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি,

ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায় ?
আঁখি যেন কার তরে পথপানে চেয়ে আছে,
দিন গণি গণি,
মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি ;
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়,
নিরাশের হাসিটির প্রায় ৷—
সৌন্দর্য্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া ?
এ কি তোরি ছায়া !

জগতের গানগুলি দূর দূরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি পতঙ্গের মত,
পদতলে মরিবারে চায় !
জগতের মৃত গানগুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ
সঙ্গীতের পরলোক হতে
গায় যেন দেহমুক্ত গান !
তাই তার নব কণ্ঠধ্বনি
প্রভাতের স্বপনের প্রায়,

কুসুমের সৌরভের সাথে
এমন সহজে মিশে যায়।

আমি ভাবিতেছি বসে   গানগুলি তোরে
না জানি কেমনে খুঁজে পায়,
না জানি কোথায় খুঁজে পায়!
না জানি কি গুহার মাঝারে
অস্ফুট মেঘের উপবনে,
স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
আলোক-ছায়ার সিংহাসনে,
ছায়াময়ী মূর্ত্তিখানি   আপনে আপনি মিশি
আপনি বিস্মিত আপনায়,
কার পানে শূন্যপানে চায়!
সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি   স্বর্ণময় মেঘমাঝে
পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়
প্রভাতের জন্মভূমি   শৈশব-পূরবপানে
যেমন আকুল নেত্রে চায়,
পূরবের শূন্যপটে   প্রভাতের স্মৃতিগুলি
এখনো দেখিতে যেন পায়,
তেমনি সে ছায়াময়ী   কোথা যেন চেয়ে আছে
কোথা হতে আসিতেছে গান;

এলানো কুন্তলজালে   সন্ধ্যার তারকাগুলি
গান শুনে মুদিছে নয়ান।
বিচিত্র সৌন্দর্য্য জগতের
হেথা আসি হইতেছে লয়।
সঙ্গীত, সৌরভ, শোভা, জগতে যা কিছু আছে,
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়।
প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
তোমার সে সৌন্দর্য্য অতুল,
প্রাণে জাগে ছায়ার মতন,
ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল।
আমরণ চিরদিন   কেবলি খুঁজিব তোরে,
কখন কি পাব না সন্ধান?
কেবলি কি র'বি দূরে   অতি দূর হতে
শুনিবরে ওই আধ গান?
এই বিশ্বজগতের   মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্য্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবনপথে   খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণমন হইবে উদাসী।
তপনেরে ঘিরি ঘিরি   যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারিদিকে?
অনন্ত প্রাণের পথে   বরষিবি গীত-ধারা
চেয়ে আমি রব অনিমিখে।

তোরি মোহময় গান   শুনিতেছি অবিরত
　　　তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
করিস্‌নে প্রবঞ্চনা   সত্য করে বল্‌ দেখি
　　　তুই ত নহিস্‌ মরীচিকা ?
কতবার আর্ত্তস্বরে   শুধায়েছি প্রাণপণে
　　　অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে   কেন তুমি বলিয়াছ,
　　　"কে জানে কোথায় ?"
আশাময়ী, ওকি কথা,   তুমি কি আপনাহারা,
　　　আপনি জান না আপনায় ?

মহাস্বপ্ন

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই
প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়-সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতিঃপরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন, আকাশের তলে।
একা বসি মহা-সিন্ধু চিরদিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝরঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত মেঘের গম্ভীর কণ্ঠস্বর ;
ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয় আলয় তার ছাড়ি,
বাজায়ে অরণ্য-বীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি ;
রুদ্র রাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিম-রাশ,
পর্ব্বত-দৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্টহাস ;

ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা,
ঝরঝর মরমর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা।
চেতনার কোলাহলে দিবস পূরিছে দশ-দিশি,
ঝিল্লি-রবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি।
সমস্ত একত্রে মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া চারিভিত,
উঠাইছে মহা-হৃদে মহা এক স্বপন-সঙ্গীত।
স্বপনের রাজ্য এই, স্বপন-রাজ্যের জীবগণ
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন।
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন-প্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিবারিধারা,
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার
নিভায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারিধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেতকেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মত পুন বসন্ত-যৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতাতরে পাইতেছে কত না প্রয়াস।
চেতনা, ছিঁড়িতে চাহে আধ-অচেতন আবরণ,
দিনরাত্রি এই আশা, এই তার একমাত্র পণ।

মহাস্বপ্ন

পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন ?
অপূর্ণ জগৎ-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন ?
চন্দ্র সূর্য্য তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া
জ্যোতির্ম্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া।
পৃথিবী ভাঙিয়া যাবে, একে একে গ্রহ তারাগণ,
ভেঙে ভেঙে মিলে যাবে একেকটি বিম্বের মতন।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ বৃহৎ
জীব-আত্মা মিলাইবে একেক্‌টি জলবিম্ববৎ,
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহাস্বপ্ন-ভাঙা দিন,
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধ-সত্য হয়ে যাবে লীন ?
আধেক প্রলয়-জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
বল, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয় ?

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্যপরি
চতুর্ম্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান!
অনন্তহৃদয়-মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল।
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
নিজের হৃদয়পানে চাহি,
নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ-পারাবার,
কূল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি।

পুলকে পূর্ণিত তাঁর প্রাণ,
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান;
জনশূন্য জ্যোতিঃশূন্য অন্ধতম অন্ধকার-মাঝে
উচ্ছ্বসি উঠিল বেদগান।

চারি মুখে বাহিরিল বাণী
চারিদিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
সীমাশূন্য ব্যোম-পারাবারে,
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মত,
ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা সম,
আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।
দূর—দূর—যত দূর যায়
কিছুতেই অন্ত নাহি পায়,
যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
আজিও সে অন্ত নাহি পায়।

ভাবের আনন্দে ভোর গীতি-কবি চারিমুখে
করিতে লাগিলা বেদগান।
আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ম্ময় জটাজাল কোটিসূর্য্যপ্রভাসম
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে;
মহৎ ললাটে তাঁর অযুত তড়িৎ-স্ফূর্ত্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।

অনন্ত ভাবের দল হৃদয়-মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল ;
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা
জগতের গঙ্গোত্রী-শিখর হতে
শত শত স্রোতে,
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছ্বসিল বাষ্পময় ভাব।
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরবে পশ্চিমে গেল,
চারিদিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছ্বাস-বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে।
শব্দশূন্য শূন্যমাঝে সহসা সহস্র স্বরে
জয়ধ্বনি উঠিল উথলি,
হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেলরে ফাটিয়া।
শব্দস্রোত ঝরিল চৌদিকে
এককালে সমস্বর—
পূরবে উঠিল ধ্বনি পশ্চিমে উঠিল ধ্বনি,
ব্যাপ্ত হল উত্তরে দক্ষিণে।

অসংখ্য ভাবের দল খেলিতে লাগিল যত
উঠিল খেলার কোলাহল।
শূন্যে শূন্যে মাতিয়া বেড়ায়
হেথা ছোটে, হোথা ছুটে যায়।
কি করিবে আপনা লইয়া
যেন তাহা ভাবিয়া না পায় ;
আনন্দে ভাঙিয়া যেতে চায়।
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন
মুহূর্তে করিতে চায় ব্যয়।
অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।
এ ধায় উহার পানে,
এ চায় উহার মুখে,
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।
বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন।
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে।
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নিরাশি
আঁধার হতেছে চূর চূর।

অগ্নিময় মিলন হইতে,
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্য-মরু মাঝে
শত শত অগ্নি-যূথপতি
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।

* * * *

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ,
অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
চারিদিকে চারি হাত দিয়া
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্ব্বাদ।
লইয়া মঙ্গল-শঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগৎ-চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ।
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রু-জলে
নিভাইল নিজের হুতাশ।

জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।
বিষ্ণু আসি মহাকাশে লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি,
ধরিয়া ব্রহ্মার ধ্যানগুলি,
এক মনে পরম যতনে
লিখি লিখি যুগ যুগান্তর
বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।
জগতের মহা-বেদব্যাস
গঠিলা নিখিল উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপণ।

জগতের মালাখানি জগৎ-পতির গলে
মরি কিবা সেজেছে অতুল,
দেখিবারে হৃদয় আকুল।
বিশ্ব-মালা অসীম অক্ষয়,

কত চন্দ্র কত সূর্য্য , কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ, কত গীতময়।
নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
বিষ্ণুদেব চক্র হাতে লয়ে
চক্রে চক্রে বাঁধিলা জগতে।
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
দুরন্ত প্রেমেরে মন্ত্র পড়ি
বাঁধি দিলা বিবাহ-বন্ধনে ;
মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া
নাচিতে লাগিল এক তালে
সুধাময় চাঁদ শত শত।
পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া
পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।
মিলি যত গ্রহ ভাই বোন
এক অন্নে হইল পালিত,

তারা-সহোদর যত ছিল
একসাথে হইল মিলিত।
কত কত শত বর্ষ ধরি
দূর পথ অতিক্রম করি
পাঠাইছে বিদেশ হইতে
তারাগুলি, আলোকের দূত
ক্ষুদ্র ঐ দূরদেশবাসী
পৃথিবীর বারতা লইতে।
রবি ধায় রবির চৌদিকে,
গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,
চাঁদ হাসে গ্রহমুখ চেয়ে
তারা হাসে তারায় হেরিয়া।
মহাছন্দ মহা-অনুপ্রাস
চরাচরে বিস্তারিল পাশ।

পশিয়া মানস-সরোবরে,
স্বর্ণ-পদ্ম করিয়া চয়ন
বিষ্ণু দেব প্রসন্ন আননে
পদ্মপানে মেলিল নয়ন।
ফুটিয়া উঠিল শতদল,
বাহিরিল কিরণ বিমল,

মাতিলরে দ্যুলোক ভূলোক
আকাশে পূরিল পরিমল।
চরাচরে উঠাইয়া গান,
চরাচরে জাগাইয়া হাসি,
কোমল কমলদল হতে
উঠিল অতুল রূপরাশি।
মেলি দুটি নয়ন বিহ্বল,
ত্যজিয়া সে শতদলদল
ধীরে ধীরে জগৎ-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ ;
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
ফুটিলরে বিচিত্র বরণ ;
জগৎ মুখের পানে চায়
জগৎ পাগল হয়ে যায়,
নাচিতে লাগিল চারিদিকে,
আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
জগতের মুখপানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি,
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলরাশি ;
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ চারিভিতে ;

চাহে তাঁর চরণ-ছায়ায়
যৌবনকুসুম ফুটাইতে।
জগতের হৃদয়ের আশা,
দশদিকে আকুল হইয়া
ফুল হয়ে পরিমল হয়ে
গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া।
এ কি হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস,
এ কি রে মোহন ইন্দ্রজাল,
সৌন্দর্য্য-কুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল।
হাসি হয়ে ভাতিল আকাশে
তারকার রক্তিম নয়ান,
জগতের হর্ষ-কোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপরাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহা বল,
অশনির মুখে দিল হাসি।
সকলি হইল মনোহর
সাজিল জগৎ-চরাচর।

* * *

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে, যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,

পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগৎ-চরাচর।
শ্রান্ত হয়ে এল কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিলরে বিলাপ-সঙ্গীত,
কাঁদিয়া উঠিল চারিভিত।
পূরবে বিলাপ উঠে, পশ্চিমে বিলাপ উঠে
কাঁদিলরে উত্তর দক্ষিণ,
কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শান্তিহীন।

চারিদিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর ;—
"জাগ জাগ জাগ মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর !—
অলঙ্ঘ্য নিয়মপথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর ;
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,

একবার ছেড়ে দাও, দেব,
অনন্ত এ আকাশ-মাঝারে !”
জগতের আত্মা কহে কাঁদি
“আমারে নূতন দেহ দাও।
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত
পাব মোরা নূতন জীবন।”
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে
জাগিয়া উঠিল মহেশ্বর
তিনকাল ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক্ দিগন্তর।

প্রলয়-পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগৎ চাপিয়া,
জগতের আদিঅন্ত থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।
পিনাকেতে পূরিলা নিশ্বাস,
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,
জগতের সমস্ত বাঁধন।

উঠিলরে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ-কোলাহল

ছিঁড়ে গেল রবিশশী গ্রহতারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্য্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।—
মহা অগ্নি জ্বলিলরে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়
অগ্নি—অগ্নি—শুধু অগ্নিময়।
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল।

খণ্ড খণ্ড রবি শশী, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহতারা,
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মত
বরষিছে চারিদিক হতে,
অনলের তেজোময় গ্রাসে
নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে।

সৃজনের আরম্ভ-সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,

সৃজনের ধ্বংস-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন।
অনন্ত আকাশগ্রাসী অনল-সমুদ্রমাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

কবি

(অনুবাদ)

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া
কভু বা অবাক্, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া।
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয়-মাঝারে গিয়া।
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙা টুকটুক,
কারো বা শতেক রঙ যেন ময়ূরের পাখা।
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়েগুলি।
বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ্‌লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্ বিশাল-কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।

কোথাও বা বৃদ্ধবট—
মাথায় নিবিড় জট ;
ত্রিবলিঅঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল ;
কোথা বা ঋষির মত
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতিভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই! ওই কবি।"

Victor Hugo.

বিসর্জ্জন

(অনুবাদ)

যে তোরে বাসেরে ভালো, তারে ভালবেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়! মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই
এখন তাহারি তুই হোস্।
আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্ আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধরে, সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরি হল, যা তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্ত্তব্য তোর আছে।—
একটু বিলাপ যাস্ আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস্ সাথে নিয়ে ;
একবিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে!

Victor Hugo.

তারা ও আঁখি

(অনুবাদ)

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হল, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে
পাখীগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারিধার,
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার;
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল।
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে!"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা,
ঢাল গো আমার' পরে প্রণয়ের ধারা।"

Victor Hugo.

সূর্য্য ও ফুল

(অনুবাদ)

বিপুল মহিমা-মূর্ত্তি আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙা এক ভিত্তিপরে ফুল শুভ্রবাস
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে আকাশের পানে
অমর রবির আলো ভাতিছে যেখানে,
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ-ছটা আমারো ত আছে।"

Victor Hugo.

সম্মিলন

(অনুবাদ)

সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
তার শান্ত নিদ্রাকালে নিশ্বাস পতনে
প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।
সুখের আবাসে সেই কাটাব জীবন।
দুজনে উঠিব মোরা, দুজনে বসিব,
নীল আকাশের নীচে ভ্রমিব দুজনে,
বেড়াইব মাঠে মাঠে উঠিব পর্ব্বতে
সুনীল আকাশ যেথা পড়েছে নামিয়া।
অথবা দাঁড়াব মোরা সমুদ্রের তটে,
উপলমণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ উপকূল
তরঙ্গের চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
থরথর কাঁপে আর জ্বলজ্বল জ্বলে!
যত সুখ আছে সেথা আমাদের হবে,
আমরা দুজনে সেথা হব দুজনের,

অবশেষে বিজন সে দ্বীপের মাঝারে
ভালবাসা, বেঁচে থাকা, এক হয়ে যাবে।
মধ্যাহ্নে যাইব মোরা পর্ব্বতগুহায়,
সে প্রাচীন শৈল-গুহা স্নেহের আদরে
অবসান-রজনীর মৃদু জোছনারে
রেখেছে পাষাণ-কোলে ঘুম পাড়াইয়া।
প্রচ্ছন্ন আঁধারে সেথা ঘুম আসি ধীরে
হয়ত হরিবে তোর নয়নের আভা।
সে ঘুম অলস প্রেমে শিশিরের মত,
সে ঘুম নিভায়ে রাখে চুম্বন-অনল
আবার নূতন করি জ্বালাবার তরে।

অথবা বিরলে সেথা কথা কব মোরা ;
কহিতে কহিতে কথা, হৃদয়ের ভাব
এমন মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিবে
আর আমাদের মুখে কথা ফুটিবে না।
মনের সে ভাবগুলি কথায় মরিয়া
আমাদের চোখে চোখে বাঁচিয়া উঠিবে।
চোখের সে কথাগুলি বাক্যহীন মনে
ঢালিবে অজস্র স্রোতে নীরব সঙ্গীত,
মিলিবেক চৌদিকের নীরবতা সনে,
মিশিবেক আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

সম্মিলন

আমাদের দুই হৃদি নাচিতে থাকিবে,
শোণিত বহিবে বেগে দোঁহার শিরায়।
মোদের অধর দুটি কথা ভুলি গিয়া
ক'বে শুধু উচ্ছ্বসিত চুম্বনের ভাষা।
দুজনে দুজন আর র'ব না আমরা,
এক হয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।

দুইটি শরীর? আহা তাও কেন হল?
যেমন দুইটি উল্কা জ্বলন্ত শরীর,
ক্রমশ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার
স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনেরে গ্রাস করি দোঁহে বেঁচে থাকে;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলনে।

এক আশা র'বে শুধু দুইটি ইচ্ছার
এক ইচ্ছা র'বে শুধু দুইটি হৃদয়ে,
একই জীবন আর একই মরণ,
একই স্বরগ আর একই নরক,
এক অমরতা কিম্বা একই নির্ব্বাণ।

হায় হায় একি হল একি হল মোর !
আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের সুদূর রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।
নামি বুঝি, পড়ি বুঝি, মরি বুঝি মরি।

Shelley.

স্রোত

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশী চলরে সেথা যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা, কোথায় যাবে শেষে,
জগৎ-স্রোত বহে গিয়া কোন্ সাগরে মেশে!
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ, গণিবে কেবা কত।
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত।
ঢেউয়ের পরে খেলা করে আলোকে আঁধারেতে,
জলের কোলে লুকোচুরি জীবনে মরণেতে।
শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণপ্রায়,
সে স্রোতমাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়।
অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
জগৎ-কল-কলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়,
জীবনমাঝে উঠে ঢেউ মরণ গান গায়।
দেখিব চেয়ে চারিদিকে, দেখিব তুলে মুখ,
কত না আশা, কত হাসি, কত না সুখ দুখ,

বিরাগ দ্বেষ ভালবাসা, কত না হায় হায়,
তপন ভাসে, তারা ভাসে, তা'রাও ভেসে যায়।
কত না যায়, কত চায় কত না কাঁদে হাসে,
আমি ত শুধু ভেসে যাব দেখিব চারিপাশে।

অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস্ আমি আমি ?
উজানে যেতে পারিবি কি সাগর-পথ-গামী ?
জগৎ-পানে যাবিনেরে, আপনা-পানে যাবি,
সে যে রে মহা মরুভূমি কি জানি কি যে পাবি।
মাথায় করে আপনারে, সুখদুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস্ প্রতিকূলে সে ত রে নহে সোজা।
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল, সঘনে বহে শ্বাস।
লইয়া তোর সুখ দুখ এখনি পাবি নাশ।

জগৎ হয়ে র'ব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ দুখ, পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।
তপন ভাসে, তারা ভাসে, আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান, যেতেছি এক দেশে।
প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।

স্রোত

ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি, সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি, আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

চেয়ে থাকা

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে র'ব।
দেখিব শুধু—দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব।
পরাণে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর।
জগতে যেন ডুবিয়া র'ব
হইয়া র'ব ভোর।
তটিনী যায়—বহিয়া যায়
কে জানে কোথা যায়;
তীরেতে বসে রহিব চেয়ে
সারাটি দিন যায়।
সুদূর জলে ডুবিছে রবি
সোনার লেখা লিখি,
সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে
করিছে ঝিকিমিকি।
সুধীর-স্রোতে তরণীগুলি
যেতেছে সারি সারি,

চেয়ে থাকা

বহিয়া যায়,   ভাসিয়া যায়,
কত না নরনারী।
না জানি তারা কোথায় থাকে
যেতেছে কোন্ দেশে ;
সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
থামিবে অবশেষে।
কত কি আশা গড়িছে বসে
তাদের মনখানি,
কত কি সুখ, কত কি দুখ,
কিছুই নাহি জানি।

দেখিব পাখী আকাশে ওড়ে,
সুদূরে উড়ে যায়,
মিশায়ে যায় কিরণ-মাঝে
আঁধার-রেখাপ্রায়।
তাহারি সাথে সারাটি দিন
উড়িবে মোর প্রাণ ;
নীরবে বসি তাহারি সাথে
গাহিব তারি গান।
তাহারি মত মেঘের মাঝে
বাঁধিতে চাহি বাসা,

তাহারি মত চাঁদের কোলে
গড়িতে চাহি আশা।
তাহারি মত আকাশে উঠে,
ধরার পানে চেয়ে
ধরায় যারে এসেছি ফেলে
ডাকিব গান গেয়ে।
তাহারি মত, তাহারি সাথে
ঊষার দ্বারে গিয়ে
ঘুমের ঘোর ভাঙায়ে দিব
ঊষারে জাগাইয়ে।

পথের ধারে বসিয়া র'ব
বিজন তরুছায়,
সমুখ দিয়ে পথিক যত
কত না আসে যায়।
ধূলায় বসে আপন মনে
ছেলেরা খেলা করে
মুখেতে হাসি সখারা মিলে
যেতেছে ফিরে ঘরে।

পথের ধারে, ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে

চেয়ে থাকা

ছোট ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কি গান গেয়ে।
তাহার পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চলে
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি,
হৃদয় যায় গলে।
এতটুকু সে পরাণটিতে
এতটা সুধারাশি!
কাছেতে তাই দাঁড়ায়ে তারে
দেখিতে ভালবাসি।

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
মায়েরে ডাকি ডাকি,
আকুল হয়ে পথিক-মুখে
চাহিছে থাকি থাকি।
কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
জননী ছুটে আসে,
মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
কাঁদিতে গিয়ে হাসে।
অবাক্ হয়ে তাহাই দেখি
নিমেষ ভুলে গিয়ে,

দুইটি ফোঁটা বাহিরে জল,
দুইটি আঁখি দিয়ে।

যায়রে সাধ জগৎপানে
কেবলি চেয়ে রই
অবাক্ হয়ে, আপনা ভুলে,
কথাটি নাহি কই।

সাধ

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান।
পূরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।
ফুলেরা সব চাহিয়া আছে
আকাশ-পানে মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
নয়নে দুটি শিশির-কণা।
আকাশপারে কে যেন বসে,
তাহারে যেন দেখিতে পায়,
বাতাসে দুলে বাহুটি তুলে
মায়ের কোলে ঝাঁপিতে যায়।
কি যেন দেখে, কি যেন শোনে,
কে যেন ডাকে, কে যেন গায়,
ফুলের সুখ ফুলের হাসি
দেখিবি তোরা আয়রে আয়।

আ-মরি মরি অম্‌নি যদি
ফুলের মত চাহিতে পারি।
বিমল প্রাণে বিমল সুখে,
বিমল প্রাতে বিমল মুখে,
ফুলের মত অমনি যদি
বিমল হাসি হাসিতে পারি।

দুলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
অসীম স্নেহে আকাশ হতে
কে যেন তারে খেতেছে চুমো,
কোলেতে তারি পড়িছে লুটে!
কে যেন তারি নামটি ধরে
ডাকিছে তারে সোহাগ করে
শুনিতে পেয়ে ঘুমের ঘোরে
মুখটি ফুটে হাসিটি ফোটে;
শিশুর প্রাণে সুখের মত
সুবাসটুকু জাগিয়া ওঠে।

আকাশপানে চাহিয়া থাকে
না জানি তাহে কি সুখ পায়।
বলিতে যেন শেখেনি কিছু
কি যেন তবু বলিতে চায়।

সাধ

আঁধার কোণে থাকিস্ তোরা,
জানিস্ কি রে কত সে সুখ
আকাশপানে চাহিলে পরে,
আকাশপানে তুলিলে মুখ।
সুদূর দূর সুনীল নীল,
সুদূরে পাখী উড়িয়া যায়।
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
সুদূর হতে আসিছে বায়।
প্রভাত-করে করিরে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখীর গান লাগেরে যেন
দেহের চারিপাশে।
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,
ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে ;
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে,
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,

আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে ঊষা তরুণ-মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ-সুধা দান।
আমারি বুকে প্রভাতবেলা
ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
হেলিছে কত, দুলিছে কত,
পুলকে ভরা মন,
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
আমারি স্নেহধন।
আমারি মুখে চাহিয়া তোর
আঁখিটি ফুট্‌ফুটি!
আমারি বুকে আলয় পেয়ে
হাসিয়া কুটিকুটি!
কেনরে বাছা, কেনরে হেন
আকুল কিলিবিলি,
কি কথা যেন জানাতে চাস্‌,
সবাই মিলি মিলি।
হেথায় আমি রহিব বসে,
আজি সকাল-বেলা,
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে
ভাই বোনের খেলা।

বুকের কাছে পড়িবি ঢলে
  চাহিবি ফিরে ফিরে,
পরশি দেহে কোমল-দল
স্নেহেতে চোখে আসিবে জল,
শিশির সম তোদের 'পরে
  ঝরিবে ধীরে ধীরে।

হৃদয় মোর আকাশ-মাঝে
তারার মত উঠিতে চায়,
আপন সুখে ফুলের মত
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়।
মেঘের মত হারায়ে দিশা
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়;
কোথায় যাবে কিনারা নাই,
দিবসনিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,

উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখী,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ-মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
হৃদয় মোর মেঘের মত
আকাশ-মাঝে ভাসিতে চায়।
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
ঊষার মত হাসিতে চায়।
জগৎ-মাঝে ফেলিতে পা
চরণ যেন উঠিছে না,
সরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
হাসিটি যেন নামিল ভুঁয়ে,
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে
মালতী বধূ হাসিয়া তারে
করিল পরিহাস।
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
ঊষার হাসি, ফুলের হাসি
কানন-মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
ঊষার মত হাসিতে চায়।

সমাপন

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হের আজি ভোর-বেলা এসেছেরে মেলা লোক।
ঘিরে আছে চারিদিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসি-মুখ ভুলে গেছে দুখশোক।
আজ আমি গান গাহিব না।

সকাতরে গান গেয়ে পথপানে চেয়ে চেয়ে
এদের ডেকেছি দিবানিশি।
ভেবেছিনু মিছে আশা, বোঝে না আমার ভাষা,
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি।
কাছে এরা আসিত না, কোলে বসে হাসিত না,
ধরিতে চকিতে হত লীন,
মরমে বাজিত ব্যথা, সাধিলে না কহে কথা,
সাধিতে শিখিনি এতদিন।
দিত দেখা মাঝে মাঝে, দূরে যেন বাঁশি বাজে,
আভাস শুনিনু যেন হায়।

মেঘে কভু পড়ে রেখা, ফুলে কভু দেয় দেখা,
প্রাণে কভু বহে চলে যায়।
আজ তারা এসেছেরে কাছে,
এর চেয়ে শোভা কিবা আছে!
কেহ নাহি করে ডর, কেহ নাহি ভাবে পর,
সবাই আমাকে ভালবাসে,
আগ্রহে ঘিরিছে চারিপাশে।

এসেছিস্ তোরা যত জনা
তোদের কাহিনী আজি শোনা।
যার যত কথা আছে খুলে বল্ মোর কাছে,
আজ আমি কথা কহিব না।
আয় তুই, কাছে আয়, তোরে মোর প্রাণ চায়,
তোর কাছে শুধু বসে রই,
দেখি শুধু, কথা নাহি কই!
ললিত পরশে তোর পরাণে লাগিছে ঘোর,
চোখে তোর বাজে বেণু বীণা;
তুই মোরে গান শুনাবি না?
জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নেরে, কাছে আয়, আমি যেরে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীত-রব,
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারিদিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি,
চারিদিকে স্নেহপ্রেমরাশি।
আমারে ঘিরেছে কা'রা, সুখেতে করেছে সারা
জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা,
আর আমি কথা কহিব না ;
আর আমি গান গাহিব না।

ছবি ও গান

ছবি ও গান

কে ?

আমার প্রাণের ’পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মত।
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেলরে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।

সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম-বনেতে।

সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,

যেখেন দিয়ে হেসে গেছে,
  হাসি তার রেখে গেছেরে,
মনে হল আঁখির কোণে
  আমায় যেন ডেকে গেছে সে।
আমি   কোথায় যাব কোথায় যাব,
  ভাবতেছি তাই একলা বসে।

সে   চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
  ঘুমের ঘোর।
সে   প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
  ফুলের ডোর।
সে   কুসুম বনের উপর দিয়ে
  কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
  সঙ্গে তারি চলে গেল।
হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
  কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে।

সুখ-স্বপ্ন

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কানে কানে কি যে কহে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
কত ভাবিতেছি আনমনে।
উড়ে উড়ে যায় চুল,
কোথা উড়ে উড়ে পড়ে ফুল,
ঝুরু ঝুরু কাঁপে গাছপালা
সমুখের উপবনে।
অধরের কোণে হাসিটি
আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধ-মুকুলিত আঁখিয়া।
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,

ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।

জাগ্রত স্বপ্ন

আজ একেলা বসিয়া, আকাশে চাহিয়া,
কি সাধ যেতেছে, মন!
বেলা চলে যায়—আছিস্ কোথায়?
কোন্ স্বপনেতে নিমগন?
বসন্ত বাতাসে আঁখি মুদে আসে,
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস,
গায়ে এসে যেন এলায়ে পড়িছে
কুসুমের মৃদুবাস।

যেন সুদূর নন্দন-কানন-বাসিনী
সুখ-ঘুম-ঘোরে মধুর-হাসিনী
অজানা প্রিয়ার ললিত পরশ
ভেসে ভেসে বহে যায়,
অতি মৃদু মৃদু লাগে গায়।
বিস্মরণ-মোহে আঁধারে আলোকে
মনে পড়ে যেন তায়,
স্মৃতি-আশামাখা মৃদু সুখে দুখে
পুলকিয়া উঠে কায়।

ছবি ও গান

ভ্রমি আমি যেন সুদূর কাননে,
সুদূর আকাশতলে,
আনমনে যেন গাহিয়া বেড়াই
সরযূর কলকলে।
গহন বনের কোথা হতে শুনি
বাঁশির স্বর আভাস,
বনের হৃদয় বাজাইছে যেন
মরমের অভিলাষ।
বিভোর হৃদয়ে বুঝিতে পারিনে
কে গায় কিসের গান,
অজানা ফুলের সুরভি মাখানো
স্বরসুধা করি পান।

যেনরে কোথায় তরুর ছায়ায়
বসিয়া রূপসী বালা,
কুসুম-শয়নে আধেক মগনা,
বাকল-বসনে আধেক নগনা,
সুখ দুখ গান গাহিছে শুইয়া
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা।
ছায়ায় আলোকে, নিঝরের ধারে,
কোথায় গোপন গুহার মাঝারে,

যেন হেথা হোথা কে কোথায় আছে
এখনি দেখিতে পাব,
যেনরে তাদের চরণের কাছে
বীণা লয়ে গান গাব।
শুনে শুনে তা'রা আনত নয়নে
হাসিবে মুচুকি হাসি,
সরমের আভা অধরে কপোলে
বেড়াইবে ভাসি ভাসি।
মাথায় বাঁধিয়া ফুলের মালা
বেড়াইব বনে মনে।
উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি,
ভ্রমিতেছি আন্‌মনে।
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের' পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন-মাধুরী ভরে।—
চারিদিকে মোর মাধবী মালতী
সৌরভে আকুল করে।
কেহ কি আমারে চাহিবে না ?
কাছে এসে গান গাহিবে না ?

পিপাসিত প্রাণে চাহি মুখপানে
কবে না প্রাণের আশা ?
চাঁদের আলোতে, বসন্ত-বাতাসে,
কুসুম-কাননে বাঁধি বাহুপাশে
সরমে সোহাগে মৃদু মধু হাসে
জানাবে না ভালবাসা ?
আমার যৌবন-কুসুম-কাননে
ললিত চরণে বেড়াবে না ?
আমার প্রাণের লতিকা-বাঁধন
চরণে তাহার জড়াবে না ?
আমার প্রাণের কুসুম গাঁথিয়া
কেহ পরিবে না গলে ?
তাই ভাবিতেছি আপনার মনে
বসিয়া তরুর তলে।

দোলা

ঝিকিমিকি বেলা ;
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।
ডুটিতে দোলার' পরে দোলেরে,
দেখে' রবির আঁখি ভোলেরে।

গাছের ছায়া চারিদিকে আঁধার করে রেখেছে
লতাগুলি আঁচল দিয়ে ঢেকেছে।
ফুল ধীরে ধীরে মাথায় পড়ে,
পায়ে পড়ে, গায়ে পড়ে,
থেকে থেকে বাতাসেতে ঝুরু ঝুরু পাতা নড়ে।
নিরালা সকল ঠাঁই,
কোথাও সাড়া নাই,
শুধু নদীটি বহে যায় বনের ছায়া দিয়ে,
বাতাস ছুঁয়ে যায় লতারে শিহরিয়ে।
ডুটিতে বসে বসে দোলে
বেলা কোথায় গেল চলে।

পাখীরা এল ঘরে,
কত যে গান করে,
ডুটিতে বসে বসে দোলে।
হের, সুধামুখী মেয়ে
কি চাওয়া আছে চেয়ে
মু'খানি থুয়ে তার বুকে।
কি মায়া মাখা চাঁদমুখে।

হাতে তার কাঁকন দুগাছি,
কানেতে দুলিছে তার দুল,
হাসি-হাসি মুখখানি তার
ফুটেছে সাঁঝের জুঁই ফুল।
গলেতে বাহু বেঁধে
দুজনে কাছাকাছি,
দুলিছে এলোচুল
দুলিছে মালাগাছি।
আঁধার ঘনাইল,
পাখীরা ঘুমাইল,
সোনার রবি-আলো আকাশে মিলাইল।
মেঘেরা কোথা গেল চলে,
দুজনে বসে বসে দোলে।

একাকিনী

একটি মেয়ে একেলা,
সাঁঝের বেলা,
মাঠ দিয়ে চলেছে।
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে!
ওর মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
চুলেতে করিছে ঝিকিঝিকি।
কে জানে কি ভাবে মনে মনে
আনমনে চলে ধিকিধিকি।

পশ্চিমে সোনায় সোনাময়,
এত সোনা কে কোথা দেখেছে।
তারি মাঝে মলিন মেয়েটি
কে যেনরে এঁকে রেখেছে।
ওর মুখখানি কেনগো অমন ধারা
যেন কোন খানে হয়েছে পথহারা
কারে যেন কি কথা শুধাবে,
শুধাইতে ভয়ে হয় সারা।

ওর চরণ চলিতে বাধে-বাধে
শুধালে কথাটি নাহি কয়।
বড় বড় আকুল নয়নে
শুধু মুখপানে চেয়ে রয়।
নয়ন করিছে ছল্ ছল্,
এখনি পড়িবে যেন জল।

গ্রামে

নবীন প্রভাত-কনক-কিরণে,
নীরবে দাঁড়ায়ে গাছপালা,
কাঁপে মৃদু মৃদু কি যেন আরামে,
বায়ু বহে যায় সুধা-ঢালা।
নীল আকাশেতে নারিকেল তরু,
ধীরে ধীরে তার পাতা নড়ে,
প্রভাত-আলোতে কুঁড়ে ঘরগুলি,
জলে ঢেউগুলি ওঠে পড়ে।
দুয়ারে বসিয়া তপন কিরণে
ছেলেরা মিলিয়া করে খেলা,
মনে হয় সব কি যেন কাহিনী
শুনেছিনু কোন্ ছেলেবেলা।
প্রভাতে যেনরে ঘরের বাহিরে
সে কালের পানে চেয়ে আছি,
পুরাতন দিন হোথা হতে এসে
উড়িয়ে বেড়ায় কাছাকাছি।
ঘর দ্বার সব মায়া ছায়া সম,
কাহিনীতে গাঁথা খেলা-ধূলি,
মধুর তপন, মধুর পবন
ছবির মতন কুঁড়েগুলি।

আদরিণী

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ,
একা একটি বনফুল ফোটে-ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।
চারদিকে তার গাছের ছায়া, চারদিকে তার নিস্তুতি,
চারদিকে তার ঝোপে-ঝাপে আঁধার দিয়ে ঢেকেছে,
বনের সে যে স্নেহের ধন আদরিণী মেয়ে,
তারে বুকের কাছে লুকিয়ে যেন রেখেছে।

একটি যেন রবির কিরণ ভোরের বেলা বনের মাঝে,
খেলাতেছিল নেচে নেচে,
নিরালাতে গাছের ছায়ে, আঁধারেতে শ্রান্তকায়ে
সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।
বনদেবী করুণ-হিয়ে তারে যেন কুড়িয়ে নিয়ে
যতন করে আপন ঘরেতে।
থুয়ে কোমল পাতার 'পরে মায়ের মত স্নেহভরে
ছোঁয় তারে কোমল করেতে।

ধীরি ধীরি বাতাস গিয়ে আসে তারে দোলা দিয়ে,
চোখেতে চুমো খেয়ে যায়।
ঘুরে-ফিরে আশে পাশে বারবার ফিরে আসে,
হাতটি বুলিয়ে দেয় গায়।

এক্‌লা পাখী গাছের শাখে কাছে তোর বসে থাকে,
সারা দুপুরবেলা শুধু ডাকে,
যেন তার আর কেহ নাই, সারাদিন এক্‌লাটি তাই
স্নেহভরে তোরে নিয়েই থাকে।
ও পাখীর নাম জানিনে, কোথায় ছিল কে তা' জানে,
রাতের বেলায় কোথায় চলে যায়।
দুপুরবেলা কাছে আসে, সারাদিন বসে পাশে
একটি শুধু আদরের গান গায়।

রাতে কত তারা ওঠে ভোরের বেলা চলে যায়
তোরে ত কেউ দেখে না জানে না,
এককালে তুই ছিলি যেন ওদেরি ঘরের মেয়ে,
আজকে রে তুই অজানা অচেনা।
নিত্য দেখি রাতের বেলা এক্‌টি শুধু জোনাই আসে
আলো দিয়ে মুখ্‌পানে তোর চায়
কে জানে সে কি যে করে, তারা-জন্মের কাহিনী তোর
কানে বুঝি স্বপন দিয়ে যায়।

ভোরের বেলা আলো এল, ডাক্‌চেরে তোর নামটি ধরে
আজকে তবে মুখখানি তোর তোল,
আজকে তবে আঁখিটি তোর খোল্,
লতা জাগে, পাখী জাগে, গায়ের কাছে বাতাস লাগে,
দেখিরে—ধীরে ধীরে দোল্, দোল্, দোল্।

———

খেলা

ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা,
ঘাসের 'পরে, সাঁঝের বেলা।

ঘোর্ ঘোর্ গাছের তলে তলে,
ফাঁকায় পড়েছে মলিন আলো,
কোথাও যেন সোনার ছায়া ছায়া,
কোথাও যেন আঁধার কালো কালো।
আকাশের ধারে ধারে ঘিরে,
বসেছে রাঙা মেঘের মেলা,
শ্যামল ঘাসের 'পরে, সাঁঝে,
আলো আঁধারের মাঝে মাঝে,
ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা।

ওরা যে কেন হেসে সারা,
কেন যে করে অমন্‌ধারা,
কেন যে লুটোপুটি,
কেন যে ছুটোছুটি,
কেন যে আহ্লাদে কুটিকুটি।

আঁখি দুটি নৃত্য করে,
নাচে চুল পিঠের 'পরে,
হাসিগুলি চোখে মুখে নুকোচুরি খেলা করে।
যেন মেঘের কাছে ছুটি পেয়ে
বিদ্যুতেরা এল ধেয়ে,
আনন্দে হলরে আপন্‌-হারা।
ওদের হাসি দেখে খেলা দেখে,
আকাশের একধার থেকে
মৃদু মৃদু হাস্‌চে একটি তারা।

ঝাউগাছে পাতাটি নড়ে না,
কামিনীর পাপ্‌ড়িটি পড়ে না।
আঁধার কাকের দল
সাঙ্গ করি কোলাহল,
কালো কালো গাছের ছায়ে,
কে কোথায় মিশায়ে যায়—
আকাশেতে পাখীটি ওড়ে না।

সাড়াশব্দ কোথায় গেল,
নিঝুম হয়ে এল এল
গাছপালা বন গ্রামের আশে পাশে।

শুধু খেলার কোলাহল,
শিশুকণ্ঠের কলকল,
হাসির ধ্বনি উঠেছে আকাশে।

কত আর খেল্‌বি ওরে,
নেচে নেচে হাতে ধরে
যে যার ঘরে চলে আয় ঝাট্‌,
আঁধার হয়ে এল পথঘাট।
সন্ধ্যাদীপ জ্বল্‌ল ঘরে
চেয়ে আছে তোদের তরে,
তোদের না হেরিলে মায়ের কোলে,
ঘরের প্রাণ যে কাঁদে সন্ধ্যে হলে।

ঘুম

ঘুমিয়ে পড়েছে শিশুগুলি,
খেলাধূলা সব গেছে ভুলি।

ধীরে নিশীথের বায় আসে খোলা জানালায়,
ঘুম এনে দেয় আঁখি-পাতে,
শয্যায় পায়ের কাছে খেলেনা ছড়ানো আছে,
ঘুমায়েছে খেলাতে খেলাতে।
এলিয়ে গিয়েছে দেহ, মুখে দেবতার স্নেহ
পড়েছেরে ছায়ার মতন,
কালো কালো চুল তার বাতাসেতে বারবার
উড়ে উড়ে ঢাকিছে বদন।
তারার আলোর মত হাসিগুলি আসে কত,
আধ-খোলা অধরেতে তার
চুমো খেয়ে যায় কতবার।
সারারাত স্নেহ-সুখে তারাগুলি চায় মুখে,
যেন তারা করি গলাগলি,
কত কি যে করে বলাবলি।

যেন তারা আঁচলেতে আঁধারে আলোতে গেঁথে
হাসি-মাখা সুখের স্বপন,
ধীরে ধীরে স্নেহভরে শিশুর প্রাণের 'পরে
একে একে করে বরিষণ।
কাল যবে রবিকরে কাননেতে থরে থরে
ফুটে ফুটে উঠিবে কুসুম,
ওদেরো নয়নগুলি ফুটিয়া উঠিবে খুলি,
কোথায় মিলায়ে যাবে ঘুম।
প্রভাতের আলো জাগি, যেন খেলাবার লাগি
ওদের জাগায়ে দিতে চায়,
আলোতে ছেলেতে ফুলে এক সাথে আঁখি খুলে
প্রভাতে পাখীতে গান গায়।

বিদায়

সে যখন বিদায় নিয়ে গেল,
তখন নবমীর চাঁদ অস্তাচলে যায়।
গভীর রাতি, নিঝুম চারিদিক,
আকাশেতে তারা অনিমিখ,
ধরণী নীরবে ঘুমায়।

অধরে তার প্রাণের মলিন ছায়া,
চোখের জলে মলিন চাঁদের আলো,
যাবার বেলা দুটি কথা বলে
বন-পথে কে ঐ চলে গেল।

ঘন গাছের পাতার মাঝে আঁধার পাখী গুটিয়ে পাখা,
তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ আঁচলখানি পেতে যেন
গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।
গভীর রাতে বাতাসটি নেই ; নিশীথে সরসীর জলে
কাঁপে না বনের কালো ছায়া,
ঘুম যেন ঘোম্‌টা-পরা বসে আছে ঝোপে-ঝাপে,
পড়ছে বসে কি যেন এক মায়া।

চুপ্ করে হেলে সে বকুল গাছে,
রমণী একেলা দাঁড়িয়ে আছে।
এলোথেলো চুলের মাঝে বিষাদ-মাখা সে মুখখানি
চাঁদের আলো পড়েছে তার 'পরে,
পথের পানে চেয়ে ছিল, পথের পানেই চেয়ে আছে
পলক নাহি তিলেক কালের তরে।

পশ্চিমের আকাশ-সীমায়
চাঁদখানি অস্তে যায় যায়।
ছোট ছোট মেঘগুলি, শাদা শাদা পাখা তুলি
চলে যায় চাঁদের চুমো নিয়ে,
আঁধার গাছের ছায় ডুবু-ডুবু জোছনায়
ম্লানমুখী রমণী দাঁড়িয়ে।

বিরহ

ধীরে ধীরে প্রভাত হল,　　আঁধার মিলায়ে গেল
উষা হাসে কনকবরণী,
বকুল গাছের তলে,　　কুসুমরাশির 'পরে,
বসিয়া পড়িল সে রমণী।
আঁখি দিয়ে ঝরঝরে　　অশ্রুবারি ঝরে পড়ে
ভেঙে যেতে চায় যেন বুক,
রাঙা রাঙা অধর দুটি　　কেঁপে কেঁপে ওঠে কত,
করতলে সকরুণ মুখ।
অরুণ আঁখির 'পরে,　　অরুণের আভা পড়ে,
কেশপাশে অরুণ লুকায়,
দুই হাতে মুখ ঢাকে　　কার নাম ধরে ডাকে,
কেন তারা সাড়া নাহি পায়।
বহিছে প্রভাত বায়　　আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল,
ডালপালা দোলে ধীরে,　　কাননে সরসী-তীরে
ফুটে ওঠে মল্লিকা মুকুল।
পা-দুখানি ছড়াইয়া　　পূরবের পানে চেয়ে
ললিতে প্রাণের গান গায়,

গাহিতে গাহিতে গান, সব যেন অবসান,
যেন সব-কিছু ভুলে যায়।
প্রাণ যেন গানে মিশে, অনন্ত আকাশ মাঝে
উদাসী হইয়ে চলে যায়,
বসে বসে শুধু গান গায়।

সুখের স্মৃতি

চেয়ে আছে আকাশের পানে
   জোৎস্নায় আঁচলখানি পেতে,
যত আলো ছিল সে চাঁদের
   সব যেন পড়েছে মুখেতে।
মুখে যেন গলে পড়ে চাঁদ,
   চোখে যেন পড়িছে ঘুমিয়ে,
সুকোমল শিথিল আঁচলে
   পড়ে আছে আরামে চুমিয়ে।
একটি মৃণাল-করে মাথা,
   আরেক্‌টি পড়ে আছে বুকে,
বাতাসটি বহে গিয়ে গায়
   শিহরি উঠিছে অতি সুখে।

হেলে হেলে নুয়ে নুয়ে লতা
   বাতাসেতে পায়ে এসে পড়ে,
বিস্ময়ে মুখের পানে চেয়ে
   ফুলগুলি দুলে দুলে নড়ে।

সুখের স্মৃতি

অতি দূরে বাজে ধীরে বাঁশি,
অতি সুখে পরাণ উদাসী,
অধরেতে স্খলিতচরণা
  মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।
কে যেনরে চুমো খেয়ে তারে
  চলে গেছে এই কিছু আগে ;
চুমোটিরে বাঁধি ফুলহারে
অধরেতে হাসির মাঝারে,
চুমোতে চাঁদের চুমো দিয়ে
  রেখেছেরে যতনে সোহাগে।
তাই সেই চুমোটিরে ঘিরে
  হাসিগুলি সারারাত জাগে।
কে যেনরে বসে তার কাছে
গুন্ গুন্ করে বলে গেছে
  মধুমাখা বাণী কানে কানে,
পরাণের কুসুম-কারায়,
কথাগুলি উড়িয়ে বেড়ায়,
  বাহিরিতে পথ নাহি জানে।
অতি দূর বাঁশরির গানে
  সে বাণী জড়িয়ে যেন গেছে,
অবিরত স্বপনের মত
  ঘুরিয়ে বেড়ায় কাছে কাছে।

মুখে নিয়ে সেই কথা ক'টি
খেলা করে উলটি পালটি,
আপনি আপন বাণী শুনে
  সরমে সুখেতে হয় সারা,
কার মুখ পড়ে তার মনে,
কার হাসি লাগিছে নয়নে,
স্মৃতির মধুর ফুলবনে
  কোথায় হয়েছে পথহারা।
চেয়ে তাই সুনীল আকাশে,
মুখেতে চাঁদের আলো ভাসে,
অবসান গান আশেপাশে
  ভ্রমে যেন ভ্রমরের পারা।

যোগী

পশ্চিমে ডুবেছে ইন্দু, সম্মুখে উদার সিন্ধু
শিরোপরি অনন্ত আকাশ,
লম্বমান জটাজূটে, যোগিবর করপুটে
দেখিছেন সূর্য্যের প্রকাশ।
উলঙ্গ সুদীর্ঘকায়, বিশাল ললাট ভায়
মুখে তাঁর শান্তির বিকাশ,
শূন্যে আঁখি চেয়ে আছে, উদার বুকের কাছে
খেলা করে সমুদ্র-বাতাস।
মহা স্তব্ধ সব ঠাঁই, বিশ্বে আর শব্দ নাই
কেবল সিন্ধুর মহাতান,
যেন সিন্ধু ভক্তিভরে, জলদগম্ভীর স্বরে
তপনের করে স্তবগান।
আজি সমুদ্রের কূলে, নীরবে সমুদ্র দুলে
হৃদয়ের অতল গভীরে,
অনন্ত সে পারাবার, ডুবাইছে চারিধার
ঢেউ লাগে জগতের তীরে।
যোগী যেন চিত্রে লিখা, উঠিছে রবির শিখা
মুখে তারি পড়িছে কিরণ,

পশ্চাতে ব্যাপিয়া দিশি,　　তামসী তাপসী নিশি
ধ্যান করে মুদিয়া নয়ন।
শিবের জটার ’পরে　　যথা সুরধুনী ঝরে
তারাচূর্ণ রজতের স্রোতে,
তেমনি কিরণ লুটে　　সন্ন্যাসীর জটাজূটে
পূরব-আকাশ-সীমা হতে।
বিমল আলোক হেন　　ব্রহ্মালোক হতে যেন
ঝরে তাঁর ললাটের কাছে,
মর্ত্ত্যের তামসী নিশি,　　পশ্চাতে যেতেছে মিশি
নীরবে নিস্তব্ধ চেয়ে আছে।
সুদূর সমুদ্র-নীরে,　　অসীম আঁধার তীরে
একটুকু কনকের রেখা,
কি মহা রহস্যময়,　　সমুদ্রে অরুণোদয়
আভাসের মত যায় দেখা।
চরাচর ব্যগ্র প্রাণে,　　পূরবের পথপানে
নেহারিছে সমুদ্র অতল,
দেখ চেয়ে মরি মরি,　　কিরণ-মৃণালপরি
জ্যোতির্ম্ময় কনক কমল।

পাগল

আপন মনে বেড়ায় গান গেয়ে,
গান কেউ শোনে, কেউ শোনে না।
ঘুরে বেড়ায় জগৎ-পানে চেয়ে
তারে কেউ দেখে, কেউ দেখে না।
সে যেন গানের মত প্রাণের মত শুধু
সৌরভের মত উড়্‌ছে বাতাসেতে,
আপনারে ত আপ্‌নি সে জানে না,
তবু আপ্‌নাতে সে আপ্‌নি আছে মেতে।

লতা তার গায়ে পড়ে,
ফুল তার পায়ে পড়ে,
নদীর মুখে কুলু কুলু রা'।
গায়ের কাছে বাতাস করে বা'।

যেখেন দিয়ে যায় সে চলে সেথায় যেন ঢেউ খেলে যায়,
বাতাস যেন আকুল হয়ে ওঠে,
ধরা যেন চরণ ছুঁয়ে শিউরে ওঠে শ্যামল দেহে
লতায় যেন কুসুম ফোটে-ফোটে।

বসন্ত তার সাড়া পেয়ে সখা বলে আসে ধেয়ে,
বনে যেন দুইটি বসন্ত,
দুই সখাতে ভেসে চলে যৌবন-সাগরের জলে
কোথাও যেন নাহিরে তার অন্ত।
আকাশ বলে এস এস, কানন বলে বস বস,
সবাই যেন নাম ধরে তার ডাকে।
হেসে যখন কয় সে কথা মূর্চ্ছা যায়রে বনের লতা,
লুটিয়ে ভূঁয়ে চুপ করে সে থাকে।
বনের হরিণ কাছে আসে সাথে সাথে ফিরে পাশে
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় দেহছায়।
পায়ের কাছে পড়ে লুটি, বড় বড় নয়ন দুটি
তুলে তুলে মুখের পানে চায়।
আপ্‌না-ভোলা সরল হাসি, ঝরে পড়চে রাশি রাশি,
আপ্‌নি যেন জান্‌তে নাহি পায়।
লতা তারে আট্‌কে রেখে তারি কাছে হাস্‌তে শেখে,
হাসি যেন কুসুম হয়ে যায়।
গান গায় সে সাঁঝের বেলা মেঘগুলি তাই ভুলে খেলা
নেমে আস্‌তে চায়রে ধরাপানে,
একে একে সাঁঝের তারা গান শুনে তার অবাক্‌-পারা
আর সবারে ডেকে ডেকে আনে।

মাতাল

চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি
কাছে ওর যেও না,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।

ঘুমের মত মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলি দুলি
বেড়ায় শুধু নূপুর রণ-রণি।
আধেক মুদি আঁখির পাতা,
কার সাথে যে কচ্চে কথা,
শুন্‌চে কাহার মৃদু মধুর ধ্বনি।
অতি সুদূর পরীর দেশে—
যেখেন থেকে বাতাস এসে
কানের কাছে কাহিনী শুনায়।
কত কি যে মোহের মায়া,
কত কি যে আলোকছায়া,
প্রাণের কাছে স্বপন ঘনায়।

চল দূরে নদীর তীরে,
বসে সেথায় ধীরে ধীরে,
একটি শুধু বাঁশরি বাজাও।
আকাশেতে হাস্‌বে বিধু,
মধু কণ্ঠে মৃদু মৃদু
একটি শুধু সুখেরি গান গাও।
দূর হতে আসিয়া কানে
পশিবে সে প্রাণের প্রাণে
স্বপনেতে স্বপন ঢালিয়ে।
ছায়াময়ী মেয়েগুলি
গানের স্রোতে দুলি দুলি,
বসে র'বে গালে হাত দিয়ে।

বাদল

একলা ঘরে বসে আছি, কেহই ত নেই কাছে,
সারাটা দিন মেঘ করে যে আছে।
শ্যামল বনের শ্যামল শিরে,
মেঘের ছায়া নেমেছেরে,
মেঘের ছায়া কুঁড়ে ঘরের 'পরে,
ভাঙাচোরা পথের ধারে,
ঘন বাঁশের বনের ধারে,
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে যেন ধরে।

বিজন ঘরে বাতায়নে,
সারাটা দিন আপন মনে,
বসে বসে বাইরে চেয়ে দেখি,
টুপুটুপু বৃষ্টি পড়ে,
পাতা হতে পাতায় ঝরে,
ডালে বসে ভেজে এক্‌টি পাখী।
তালপুকুরে, জলের 'পরে,
বৃষ্টিবারি নেচে বেড়ায়,
ছেলেরা মেতে বেড়ায় জলে,

মেয়েগুলি কলসী নিয়ে,
চলে আসে পথ দিয়ে,
আঁধারভরা গাছের তলে তলে।

কে জানে কি মনেতে আশ,
উঠ্‌ছে ধীরে দীর্ঘ-নিশাস,
বায়ু উঠে শ্বসিয়া শ্বসিয়া।
ডালপালা হাহা করে
বৃষ্টি-বিন্দু ঝরে পড়ে
পাতা পড়ে খসিয়া খসিয়া।

———

আর্ত্তস্বর

শ্রাবণে গভীর নিশি, দিগ্বিদিক আছে মিশি,
মেঘেতে মেঘেতে ঘন বাঁধা।
কোথা শশী, কোথা তারা, মেঘারণ্যে পথহারা
আঁধারে আঁধারে সব আঁধা।
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ অহি ক্ষণে ক্ষণে রহি রহি
অন্ধকারে করিছে দংশন।
কুম্ভকর্ণ অন্ধকার নিদ্রা টুটি বারবার
উঠিতেছে করিয়া গর্জ্জন।
শূন্যে যেন স্থান নাই, পরিপূর্ণ সব ঠাঁই,
সুকঠিন আঁধার চাপিয়া।
ঝড় বহে, মনে হয়, ও যেনরে ঝড় নয়,
অন্ধকার দুলিছে কাঁপিয়া।
মাঝে মাঝে থরথর কোথা হতে মরমর
কেঁদে কেঁদে উঠিছে অরণ্য।
নিশীথ-সমুদ্র মাঝে জলজন্তুসম রাজে
নিশাচর যেনরে অগণ্য।
কে যেনরে মুহুর্মুহু নিশ্বাস ফেলিছে হুহু,
হু হু করে কেঁদে কেঁদে ওঠে,

সুদূর অরণ্যতলে ডালপালা পায়ে দলে
আর্ত্তনাদ করে যেন ছোটে।
এ অনন্ত অন্ধকারে কেরে সে, খুঁজিছে কারে,
তন্ন তন্ন আকাশ-গহ্বর।
তারে নাহি দেখে কেহ শুধু শিহরায় দেহ
শুনি তার তীব্র কণ্ঠস্বর।
তুই কি রে নিশীথিনী অন্ধকারে অনাথিনী
হারাইলি জগতেরে তোর ;
অনন্ত আকাশ 'পরি ছুটিস্‌রে হাহা করি,
আলোড়িয়া অন্ধকার ঘোর।
কে আজিরে তোর সাথে ধরি তোর হাতে হাতে
খুঁজিতে চাহিছে যেন কারে !
মহাশূন্যে দাঁড়াইয়ে, প্রান্ত হতে প্রান্তে গিয়ে,
কে চাহে কাঁদিতে অন্ধকারে !
আঁধারেতে আঁখি ফুটে ঝটিকার পরে ছুটে
তীক্ষ্ণশিখা বিদ্যুৎ মাড়ায়ে,
হুহু করি নিশ্বাসিয়া চলে যাবে উদাসিয়া
কেশপাশ আকাশে ছড়ায়ে।
উলঙ্গিনী উন্মাদিনী, ঝটিকার কণ্ঠ জিনি
তীব্র কণ্ঠে ডাকিবে তাহারে,
সে বিলাপ কেঁপে কেঁপে বেড়াবে আকাশ ব্যেপে
ধ্বনিয়া অনন্ত অন্ধকারে।

ছিঁড়ি ছিঁড়ি কেশপাশ কভু কান্না, কভু হাস
প্রাণ ভরে করিবে চীৎকার,
বজ্র আলিঙ্গন দিয়ে বুকে তোরে জড়াইয়ে
ছুটিতে গিয়েছে সাধ তার।

স্মৃতি-প্রতিমা

আজ কিছু করিব না আর,
সমুখেতে চেয়ে চেয়ে গুন্ গুন্ গেয়ে গেয়ে
বসে বসে ভাবি একবার।
আজি বহু দিন পরে যেন সেই দ্বিপ্রহরে
সে দিনের বায়ু বহে যায়,
হায়রে মলিনা মায়া, অতীত প্রাণের ছায়া
এখনো কি আছিস্ হেথায় ?
কেনরে পুরানো স্নেহে পরাণের শূন্য গেহে
দাঁড়ায়ে মুখের পানে চাস্ ?
অভিমানে ছল’-ছল’ নয়নে কি কথা বল,
কেঁদে ওঠে হৃদয় উদাস।
আয়রে আয়রে অয়ি, শৈশবের স্মৃতিময়ী,
আয় তোর আপনার দেশে,
যে প্রাণ আছিল তোরি তাহারি দুয়ার ধরি
কেন আজ ভিখারিণী-বেশে।
আগুসরি ধীরি ধীরি বার বার চাস্ ফিরি,
সংশয়েতে চলে না চরণ,

ভয়ে ভয়ে মুখপানে চাহিস্ আকুল প্রাণে,
ম্লান মুখে না সরে বচন।
দেহে যেন নাহি বল, চোখে পড়ে-পড়ে জল,
এলোচুলে, মলিন বসনে;
কথা কেহ বলে পাছে ভয়ে না আসিস্ কাছে,
চেয়ে র'স আকুল নয়নে।
সেই ঘর, সেই দ্বার, মনে পড়ে বারবার
কত যে করিলি খেলাধূলি,
খেলা ফেলে গেলি চলে, কথাটি না গেলি বলে,
অভিমানে নয়ন আকুলি।
যেথা যা গেছিলি রেখে, ধূলায় গিয়েছে ঢেকে,
দেখ্‌রে তেমনি আছে পড়ি,
সেই অশ্রু, সেই গান, সেই হাসি, অভিমান,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি।
তবেরে বারেক আয়, বসি হেথা পুনরায়,
ধূলিমাখা অতীতের মাঝে,
শূন্য গৃহ জনহীন পড়ে আছে কত দিন,
আর হেথা বাঁশি নাহি বাজে।
নিভিছে সাঁঝের ভাতি, আসিছে আঁধার রাতি,
এখনি ছাইবে চারিভিতে,
রজনীর অন্ধকারে, অকূল সাগরপারে
কেহ কারে নারিব দেখিতে।

একবার চেয়ে দেখি,   কোনখানে আছে যে কি,
কোন্ খানে করেছিনু খেলা,
শুকানো এ মালাগুলি,   রাখিরে কণ্ঠেতে তুলি,
কখন্ চলিয়া যাবে বেলা।
সেই পুরাতন স্নেহে   হাতটি বুলাও দেহে,
মাথাটি বুকেতে তুলে রাখি,
কথা কও নাহি কও,   চোখে চোখে চেয়ে রও,
আঁখিতে ডুবিয়া যাক্ আঁখি।

আবছায়া

তারা সেই,   ধীরে ধীরে আসিত,
মৃদু মৃদু হাসিত,
তাদের পড়েছে আজ মনে,
তারা   কথাটি কহিত না,
কাছেতে রহিত না,
চেয়ে রৈত নয়নে নয়নে।
তারা   চলে যেত আনমনে,
বেড়াইত বনে বনে,
আনমনে গাহিতরে গান।
চুল থেকে ঝরে ঝরে
ফুলগুলি যেত পড়ে,
কেশপাশে ঢাকিত বয়ান।
কাছে আমি যাইতাম,
গানগুলি গাইতাম,
সাথে সাথে যাইতাম পিছু,
তারা যেন আনমনা,
শুনিতে কি শুনিত না,
বুঝিবারে নারিতাম কিছু।

কভু তারা থাকি থাকি
আনমনে শূন্য আঁখি
চাহিয়া রহিত মুখপানে,
ভালো তারা বাসিত কি,
মৃদু হাসি হাসিত কি,
প্রাণে প্রাণ দিত কি, কে জানে।
গাঁথি ফুলে মালাগুলি,
যেন তারা যেত ভুলি
পরাইতে আমার গলায়।
যেন যেতে যেতে ধীরে
চাহিত আধেক ফিরে
বকুলের গাছের তলায়।
যেন তারা ভালবেসে
ডেকে যেত কাছে এসে
চলে যেতে করিতরে মানা।
আমার উতলা প্রাণে
তাদের হৃদয় খানি
আধ জানা, আধেক অজানা।

আচ্ছন্ন

লতার লাবণ্য যেন কচি কিশলয়ে ঘেরা
সুকুমার প্রাণ তার মাধুরীতে ঢেকেছে,
কোমল মুকুলগুলি চারিদিকে আকুলিত
তারি মাঝে প্রাণ যেন লুকিয়ে রেখেছে।
ওরে যেন ভাল করে দেখা যায় না,
আঁখি যেন ডুবে গিয়ে কূল পায় না।
সাঁঝের আভা নেমে এল, জ্যোৎস্না পাশে ঘুমিয়ে প'ল,
ফুলের গন্ধ দেখ্‌তে এসেছে,
তারাগুলি ঘিরে বসেছে।
পূরবী রাগিণীগুলি দূর হতে চলে আসে
ছুঁতে তারে হয়নাক ভরসা,
কাছে কাছে ফিরে ফিরে মুখপানে চায় তারা,
যেন তারা মধুময়ী দুরাশা ;
ঘুমন্ত প্রাণেরে ঘিরে স্বপ্নগুলি ঘুরে ফিরে
গাঁথে যেন আলোকের কুয়াশা,
ঢেকে তারে আছে কত, চারিদিকে শত শত
অনিমিষ নয়নের পিয়াসা।

ওদের আড়াল থেকে আধ্‌ছায়া দেখা যায়
অতুলন প্রাণের বিকাশ,
সোনার মেঘের মাঝে কচি ঊষা ফোটে-ফোটে
পূরবেতে তাহারি আভাস।

আলোক-বসনা যেন আপনি সে ঢাকা আছে
আপনার রূপের মাঝার ;
রেখা রেখা হাসিগুলি আশে পাশে চমকিয়ে
রূপেতেই লুকায় আবার।
আঁখির আলোক ছায়া আঁখিরে রয়েছে ঘিরে
তারি মাঝে দৃষ্টি পথহারা,
যেথা চলে, স্বর্গ হতে অবিরাম পড়ে যেন
লাবণ্যের পুষ্পবারিধারা।
ধরণীরে ছুঁয়ে যেন পা-দুখানি ভেসে যায়
কুসুমের স্রোত বহে যায়,
কুসুমেরে ফেলে রেখে খেলাধূলা ভুলে গিয়ে
মায়ামুগ্ধ বসন্তের বায়।

ওরে কিছু শুধাইলে বুঝিরে নয়ন মেলি
দুদণ্ড নীরবে চেয়ে র'বে,
অতুল অধর দুটি ঈষৎ টুটিয়ে বুঝি
অতি ধীরে দুটি কথা কবে।

আমি কি বুঝি সে ভাষা শুনিতে কি পাব বাণী
সে যেন কিসের প্রতিধ্বনি,
মধুর মোহের মত যেমনি ছুঁইবে প্রাণ
ঘুমায়ে সে পড়িবে অমনি।
হৃদয়ের দূর হতে সে যেনরে কথা কয়
তাই তার অতি মৃদুস্বর,
বায়ুর হিল্লোলে তাই আকুল কুমুদ সম
কথাগুলি কাঁপে থর থর।

কে তুমি গো উষাময়ী, আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন,
রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন।
ধীরে ধীরে ওঠ দেখি, একবার চেয়ে দেখি,
স্বর্ণ-জ্যোতি কমল আসন,
সুনীল সলিল হতে ধীরে ধীরে ওঠে যথা
প্রভাতের বিমল কিরণ।
সৌন্দর্য্য কোরক টুটে এস গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়,
আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।

স্নেহময়ী

হাসিতে ভরিয়ে গেছে হাসি মুখখানি,
প্রভাতে ফুলের বনে   দাঁড়ায়ে আপন মনে
মরি মরি, মুখে নাই বাণী।
প্রভাত কিরণগুলি   চৌদিকে যেতেছে খুলি
যেন শুভ্র কমলের দল,
আপন মহিমা লয়ে   তারি মাঝে দাঁড়াইয়ে
কে তুই, করুণাময়ী বল্‌।
স্নিগ্ধ ওই দু-নয়ানে   চাহিলে মুখের পানে
সুধাময়ী শান্তি প্রাণে জাগে,
শুনি যেন স্নেহবাণী,   কোমল ও হাতখানি
প্রাণের গায়েতে যেন লাগে।
তোরে যেন চিনিতাম,   তোর কাছে শুনিতাম
কত কি কাহিনী, সন্ধ্যেবেলা,
যেন মনে নাই, কবে   কাছে বসি মোরা সবে
তোর কাছে করিতাম খেলা।
অতি ধীরে তোর পাশে   প্রভাতের বায়ু আসে,
যেন ছোট ভাইটির প্রায়,

যেন তোর স্নেহ পেয়ে তোর মুখপানে চেয়ে
আবার সে খেলাইতে যায়।
অমিয়-মাধুরী মাখি চেয়ে আছে দুটি আঁখি
জগতের প্রাণ জুড়াইছে,
ফুলেরা আমোদে মেতে হেলে দুলে বাতাসেতে
আঁখি হতে স্নেহ কুড়াইছে।
কি যেন জান গো ভাষা, কি যেন দিতেছ আশা,
আঁখি দিয়ে পরাণ উথলে,
চারিদিকে ফুলগুলি কচি কচি বাহু তুলি
কোলে নাও, কোলে নাও বলে।
কারে যেন কাছে ডাক, যেথা তুমি বসে থাক
তার চারিদিকে থাক তুমি,
তোমার আপনা দিয়ে হাসিময়ী শান্তি দিয়ে,
পূর্ণ কর চরাচরভূমি।
তোমাতে পূরেছে বন, পূর্ণ হল সমীরণ,
তোমাতে পূরেছে লতাপাতা।
ফুল দূরে থেকে চায় তোমার পরশ পায়,
লুটায় তোমার কোলে মাথা।
তোমার প্রাণের বিভা চৌদিকে দুলিছে কিবা
প্রভাতের আলোকহিল্লোলে,
আজিকে প্রভাতে এ কি স্নেহের প্রতিমা দেখি
বসে আছ জগতের কোলে।

কেহ মুখে চেয়ে থাকে,　　কেহ তোরে কাছে ডাকে,
কেহ তোর কোলে খেলা করে।
তুমি শুধু স্তব্ধ হয়ে　　একটি কথা না কয়ে
চেয়ে আছ আনন্দের ভরে।
ওই যে তোমার কাছে　　সকলে দাঁড়ায়ে আছে
ওরা মোর আপনার লোক,
ওরাও আমারি মত　　তোর স্নেহে আছে রত,
জুঁই বেলা বকুল অশোক।
বড় সাধ যায় তোরে　　ফুল হয়ে থাকি ঘিরে
কাননে ফুলের সাথে মিশে,
নয়ন-কিরণে তোর　　ফুলিবে পরাণ মোর
সুবাস ছুটিবে দিশে দিশে।
তোমার হাসিটি লয়ে　　হরষে আকুল হয়ে
খেলা করে প্রভাতের আলো,
হাসিতে আলোটি পড়ে,　　আলোতে হাসিটি পড়ে
প্রভাত মধুর হয়ে গেল।
পরশি তোমার কায়,　　মধুর প্রভাত বায়,
মধুময় কুসুমের বাস,
ওই দৃষ্টি-সুধা দাও,　　এই দিক্ পানে চাও,
প্রাণ হোক্ প্রভাত বিকাশ।

রাহুর প্রেম

শুনেছি আমারে ভাল লাগে না,
নাই বা লাগিল তোর,
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া,
চিরকাল তোরে র'ব আঁকড়িয়া,
লৌহ-শৃঙ্খলের ডোর।
তুই ত আমার বন্দী অভাগিনী,
বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের শৃঙ্খল দিয়েছি প্রাণেতে
দেখি কে খুলিতে পারে।

জগৎ মাঝারে যেথায় বেড়াবি,
যেথায় বসিবি, যেথায় দাঁড়াবি,
কি বসন্ত শীতে, দিবসে নিশীথে,
সাথে সাথে তোর থাকিবে বাজিতে
এ পাষাণ প্রাণ অনন্ত শৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে,
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে।

চাও নাই চাও, ডাক নাই ডাক,
কাছেতে আমার থাক নাই থাক,
যাব সাথে সাথে, র'ব পায় পায়,
র'ব গায় গায় মিশি,
এ বিষাদ ঘোর, এ আঁধার মুখ,
হতাশ নিশ্বাস, এই ভাঙা বুক,
ভাঙা বাদ্য সম বাজিবে কেবল
সাথে সাথে দিবানিশি।

অনন্ত কালের সঙ্গী আমি তোর
আমি যেরে তোর ছায়া,
কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,
দেখিতে পাইবি কখন পাশেতে,
কখন সমুখে কখন পশ্চাতে
আমার আঁধার কায়া।
গভীর নিশীথে, একাকী যখন
বসিয়া মলিন প্রাণে,
চমকি উঠিয়া দেখিবি তরাসে
আমিও রয়েছি বসে তোর পাশে,
চেয়ে তোর মুখপানে।
যে দিকেই তুই ফিরাবি বয়ান,
সেই দিকে আমি ফিরাব নয়ান,

যে দিকে চাহিবি, আকাশে, আমার
আঁধার মূরতি আঁকা,
সকলি পড়িবে আমার আড়ালে,
জগৎ পড়িবে ঢাকা।
তুঃস্বপন মত, তুর্ভাবনাসম,
তোমারে রহিব ঘিরে,
দিবস রজনী এ মুখ দেখিব
তোমার নয়ন-নীরে।
বিশীর্ণ-কঙ্কাল চির-ভিক্ষা সম
দাঁড়ায়ে সম্মুখে তোর
দাও দাও বলে কেবলি ডাকিব,
ফেলিব নয়ন-লোর।
কেবলি সাধিব, কেবলি কাঁদিব
কেবলি ফেলিব শ্বাস,
কানের কাছেতে, প্রাণের কাছেতে
করিব রে হা-হুতাশ।
মোর এক নাম কেবলি বসিয়া
জপিব কানেতে তব,
কাঁটার মতন দিবস রজনী
পায়েতে বিঁধিয়ে র'ব।
পূর্ব্ব জনমের অভিশাপ সম,
র'ব আমি কাছে কাছে,

ভাবী জনমের অদৃষ্টের মত
বেড়াইব পাছে পাছে।
ঢালিয়া আমার প্রাণের আঁধার
বেড়িয়া রাখিব তোর চারিধার
নিশীথ রচনা করি।
কাছেতে দাঁড়ায়ে প্রেতের মতন
শুধু দুটি প্রাণী করিব যাপন
অনন্ত সে বিভাবরী।
যেনরে অকূল সাগর মাঝারে
ডুবেছে জগৎ-তরী;
তারি মাঝে শুধু মোরা দুটি প্রাণী,
রয়েছি জড়ায়ে তোর বাহুখানি,
যুঝিস্ ছাড়াতে ছাড়িব না তবু
সে মহা-সমুদ্রপরি।
পলে পলে তোর দেহ হয় ক্ষীণ,
পলে পলে তোর বাহু বলহীন,
দুজনে অনন্তে ডুবি নিশিদিন
তবু আছি তোরে ধরি।
রোগের মতন বাঁধিব তোমারে
নিদারুণ আলিঙ্গনে,
মোর যাতনায় হইবি অধীর,
আমারি অনলে দহিবে শরীর,

অবিরাম শুধু আমি ছাড়া আর
কিছু না রহিবে মনে।

গভীর নিশীথে জাগিয়া উঠিয়া
সহসা দেখিবি কাছে,
আড়ষ্ট কঠিন মৃত দেহ মোর
তোর পাশে শুয়ে আছে।
ঘুমাবি যখন স্বপন দেখিবি,
কেবলি দেখিবি মোরে,
এই অনিমেষ তৃষাতুর আঁখি
চাহিয়া দেখিছে তোরে।
নিশীথে বসিয়া থেকে থেকে তুই
শুনিবি আঁধার ঘোরে,
কোথা হতে এক কাতর উন্মাদ
ডাকে তোর নাম ধরে।
সুবিজন পথে চলিতে চলিতে
সহসা সভয় গণি,
সাঁঝের আঁধারে শুনিতে পাইবি
আমার হাসির ধ্বনি।

হের অন্ধকার মরুময়ী নিশা,
আমার পরাণ হারায়েছে দিশা,

অনন্ত এ ক্ষুধা, অনন্ত এ তৃষা,
    করিতেছে হাহাকার।
আজিকে যখন পেয়েছিরে তোরে,
এ চির-যামিনী ছাড়িব কি করে?
এ ঘোর পিপাসা যুগ-যুগান্তরে
    মিটিবে কি কভু আর?

জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে
    আশার পশ্চাতে ভয়,
ডাকিনীর মত রজনী ভ্রমিছে
চিরদিন ধরে দিবসের পিছে
    সমস্ত ধরণীময়।
যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
    এই ত নিয়ম ভবে,
ও রূপের কাছে চিরদিন তাই
    এ ক্ষুধা জাগিয়া র'বে।

মধ্যাহ্নে

হের ওই বাড়িতেছে বেলা,
বসে আমি রয়েছি একেলা।

ওই হোথা যায় দেখা, সুদূর বনের রেখা
মিশেছে আকাশ নীলিমায়।
দিক্ হতে দিগন্তরে মাঠ শুধু ধূধূ করে,
বায়ু কোথা বহে চলে যায়।
সুদূর মাঠের পারে গ্রামখানি একধারে
গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা,
কাননের গায়ে যেন ছায়াখানি বুলাইয়া
ভেসে চলে কোথায় মেঘেরা!
মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক্ পানে,
স্তব্ধ সব ছবির মতন,
সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভারে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন।
গ্রামখানি, মাঠখানি, উঁচুনীচু পথখানি,
দুয়েকটি গাছ মাঝে মাঝে,

আকাশ-সমুদ্রে-ঘেরা স্বর্ণ দ্বীপের পারা
কোথা যেন সুদূরে বিরাজে।
কনক-লাবণ্য লয়ে যেন অভিভূত হয়ে
আপনাতে আপনি ঘুমায়,
নিঝুম পাদপ লতা, শ্রান্তকায় নীরবতা
শুয়ে আছে গাছের ছায়ায়।
শুধু অতি মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ গান করে
যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
মরিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর।
নীল শূন্যে ছবি আঁকা রবির কিরণ মাখা,
সেথা যেন বাস করিতেছি,
জীবনের আধখানি যেন ভুলে গেছি আমি
কোথা যেন ফেলিয়ে এসেছি।
আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব কোথা যাই সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়।
মধুর বাতাসে আজি যেনরে উঠিছে বাজি
পরাণের ঘুমন্ত বীণাটি,
ভালবাসা আজি কেন সঙ্গীহারা পাখী যেন
বসিয়া গাহিছে একেলাটি।

কে জানে কাহারে চায়, প্রাণ যেন উভরায়
ডাকে কারে "এস এস" বলে,
কাছে কারে পেতে চায়, সব তারে দিতে চায়,
মাথাটি রাখিতে চায় কোলে।
স্তব্ধ তরুতলে গিয়া, পা-দুখানি ছড়াইয়া
নিমগন মধুময় মোহে,
আনমনে গান গেয়ে দূর শূন্যপানে চেয়ে
ঘুমায়ে পড়িতে চায় দোঁহে।
দূর মরীচিকাসম ওই বন উপবন,
ওরি মাঝে পরাণ উদাসী,
বিজন বকুলতলে পল্লবের মরমরে,
নাম ধরে বাজাইছে বাঁশি।
সে যেন কোথায় আছে, সুদূর বনের পাছে,
কত নদী সমুদ্রের পারে,
নিভৃত নির্ঝরতীরে লতায় পাতায় ঘিরে
বসে আছে নিকুঞ্জ-আঁধারে।
সাধ যায় বাঁশি করে বন হতে বনান্তরে
চলে যাই আপনার মনে,
কুসুমিত নদীতীরে বেড়াইব ফিরে ফিরে
কে জানে কাহার অন্বেষণে।
সহসা দেখিব তারে, নিমেষেই একেবারে
প্রাণেপ্রাণে হইবে মিলন,

এই মরীচিকা দেশে দুজনে বাসর-বেশে
ছায়ারাজ্যে করিব ভ্রমণ।
বাঁধিবে সে বাহুপাশে চোখে তার স্বপ্ন ভাসে
মুখে তার হাসির মুকুল,
কে জানে বুকের কাছে আঁচল আছে না আছে
পিঠেতে পড়েছে এলোচুল।
মুখে আধখানি কথা চোখে আধখানি কথা
আধখানি হাসিতে জড়ানো,
দুজনেতে চলে যাই কে জানে কোথায় চাই
পদতলে কুসুম ছড়ানো।

বুঝিরে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
পরিয়া বাকল-বাস, মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ-শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁসে
মালিনী বহিত পদতলে,
দু-চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে।

ওই দূর বনছায়া ও যে কি জানেরে মায়া,
ও যেনরে রেখেছে লুকায়ে,

সেই স্নিগ্ধ তপোবন চিরফুল্ল তরুগণ,
হরিণশাবক তরু-ছায়ে।
হোথায় মালিনী নদী বহে যেন নিরবধি,
ঋষিকন্যা কুটীরের মাঝে,
কভু বসি তরুতলে স্নেহে তারে ভাই বলে,
ফুলটি ঝরিলে ব্যথা বাজে।
কত ছবি মনে আসে, পরাণের আশেপাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা,
বাতাস লাগায়ে গায়ে বসিয়া তরুর ছায়ে
কেমনে কাটিয়া যায় বেলা।

পূর্ণিমায়

যাই—যাই—ডুবে যাই—
আরো—আরো ডুবে যাই—
বিহ্বল অবশ অচেতন—
কোন্ খানে, কোন্ দূরে,
নিশীথের কোন্ মাঝে,
কোথা হয়ে যাই নিমগন !
হে ধরণী, পদতলে
দিও না দিও না বাধা
দাও মোরে দাও ছেড়ে দাও—
অনন্ত দিবস নিশি,
এমনি ডুবিতে থাকি
তোমরা সুদূরে চলে চাও ।—
এ কি রে উদার জ্যোৎস্না,
এ কি রে গভীর নিশি,
দিশে দিশে স্তব্ধতা বিস্তারি ।
আঁখি দুটি মুদে গেছে
কোথা আছি কোথা নামি
কিছু যেন বুঝিতে না পারি।

পূর্ণিমায়

দেখি দেখি আরো দেখি
অসীম উদার শূন্যে
আরো দূরে—আরো দূরে যাই-
দেখি আজি এ অনন্তে
আপনা হারায়ে ফেলে
আর যেন খুঁজিয়া না পাই।—
তোমরা চাহিয়া থাক
জোছনা-অমৃত পানে
বিহ্বল বিলীন তারাগুলি।
অপার দিগন্ত ওগো,
থাক এ মাথার 'পরে
দুই দিকে দুই পাখা তুলি।

গান নাই কথা নাই
শব্দ নাই স্পর্শ নাই
নাই ঘুম নাই জাগরণ।—
কোথা কিছু নাহি জাগে
সর্ব্বাঙ্গে জোছনা লাগে
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে অচেতন।
অসীমে সুনীলে শূন্যে
বিশ্ব কোথা ভেসে গেছে
তারে যেন দেখা নাহি যায়—

নিশীথের মাঝে শুধু
মহান্ একাকী আমি
অতলেতে ডুবিরে কোথায়।
গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।
অনন্ত রজনী শুধু
ডুবে যাই নিভে যাই
মরে যাই অসীম মধুরে,
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে
মিশায়ে মিলায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

———

পোড়ো বাড়ি

চারিদিকে কেহ নাই, এক ভাঙা বাড়ি,
   সন্ধ্যা বেলা ছাদে বসে ডাক ছাড়ে কাক,
নিবিড় আঁধার যেন বাড়াইছে মুখ
   যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক।
পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে,
   থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া,
ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ এক দেবদারু তরু
   হেলিয়া ভিত্তির 'পরে রয়েছে পড়িয়া।
আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
   তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার,
প্রাঙ্গণে করিয়া মেলা ঊর্দ্ধমুখ হয়ে
   চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার।

শুধাইরে, ওই তোর ঘোর স্তব্ধ ঘরে
   কখন কি হয়েছিল বিবাহ-উৎসব?
কোনো রজনীতে কি রে ফুল্ল দীপালোকে
   উঠেছিল প্রমোদের নৃত্যগীত-রব?
হোথায় কি প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়ে এলে
   তরুণীরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া দিত?

মায়ের কোলেতে শুয়ে চাঁদেরে দেখিয়া
  শিশুটি তুলিয়া হাত ধরিতে চাহিত ?
বালকেরা বেড়াত কি কোলাহল করি ?
  আঙিনায় খেলিত কি কোন ভাই বোন্ ?
মিলে মিশে স্নেহে প্রেমে আনন্দে উল্লাসে
  প্রতি দিবসের কাজ হত সমাপন ?
কোন্ ঘরে কে ছিলরে ! সে কি মনে আছে ?
  কোথায় হাসিত বধূ সরমের হাস,
বিরহিণী কোন্ ঘরে কোন্ বাতায়নে
  রজনীতে একা বসে ফেলিত নিশ্বাস ?
যেদিন শিয়রে তোর অশথের গাছ
  নিশীথের বাতাসেতে করে মর-মর,
ভাঙা জানালার কাছে পশে অতি ধীরে
  জাহ্নবীর তরঙ্গের দূর কলস্বর—
সে রাত্রে কি তাদের আবার পড়ে মনে
  সেই সব ছেলেদের সেই কচি মুখ,
কত স্নেহময়ী মাতা তরুণ তরুণী
  কত নিমিষের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ ?
মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান,
  মনে পড়ে—কোথা তারা, সব অবসান।

অভিমানিনী

ও আমার অভিমানী মেয়ে
ওরে কেউ কিছু বোলো না।
আমার কাছে এসেছে,
আমায় ভালবেসেছে,
ওরে কেউ কিছু বোলো না।

এলোথেলো চুলগুলি ছড়িয়ে
ওই দেখ সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ;—
নিমেষ-হারা আঁখির পাতা দুটি
চোখের জলে ভ'রে এসেছে।—
গ্রীবাখানি ঈষৎ বাঁকানো
দুটি হাতে মুঠি আছে চাপি,
ছোট ছোট রাঙা রাঙা ঠোঁট
ফুলে ফুলে উঠিতেছে কাঁপি।
সাধিলে ও কথা কবে না,
ডাকিলে ও আসিবে না কাছে ;
সবার 'পরে অভিমান করে
আপ্না নিয়ে দাঁড়িয়ে শুধু আছে।

কি হয়েছে কি হয়েছে বলে
  বাতাস এসে চুলগুলি দোলায় ;—
রাঙা ওই কপোলখানিতে
  রবির হাসি হেসে চুমো খায় ।—
কচি হাতে ফুল দুখানি ছিল
  রাগ করে ঐ ফেলে দিয়েছে,
পায়ের কাছে পড়ে পড়ে তারা
  মুখের পানে চেয়ে রয়েছে ।

নিশীথ জগৎ

জন্মেছি নিশীথে আমি, তারার আলোকে
রয়েছি বসিয়া,
চারিদিকে নিশীথিনী মাঝে মাঝে হুহু করি
উঠিছে শ্বসিয়া।
পশ্চিমে করেছে মেঘ, নিবিড় মেঘের প্রান্তে
স্ফুরিছে দামিনী,
দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া যেন শিহরি মেলিছে আঁখি
চকিত যামিনী।

আঁধারে অরণ্যভূমি নয়ন মুদিয়া
করিতেছে ধ্যান,
অসীম আঁধার নিশা আপনার পানে চেয়ে
হারায়েছে জ্ঞান।
মাথার উপর দিয়া উড়িছে বাদুড়
কাঁদিছে পেচক,
একেলা রয়েছি বসি, চেয়ে শূন্যপানে,
না পড়ে পলক।

আঁধারের প্রাণী যত ভূমিতলে হাত দিয়া
ঘুরিয়া বেড়ায়,

চোখে উড়ে পড়ে ধূলা, কোন্‌খানে কি যে আছে
দেখিতে না পায়।
চরণে বাধিছে বাধা, পাষাণে বাজিছে মাথা,
কাঁদিছে বসিয়া,
অগ্নি-হাসি উপহাসি উল্কা-অভিশাপ-শিখা
পড়িছে খসিয়া।
তাদের মাথার 'পরে সীমাহীন অন্ধকার
স্তব্ধ গগনেতে,
আঁধারের ভারে যেন নুইয়া পড়িছে মাথা
মাটির পানেতে।
নড়িলে গাছের পাতা চকিতে চমকি উঠে,
চায় চারিধারে,
ঘোর আঁধারের মাঝে কোথা কি লুকায়ে আছে
কে বলিতে পারে।

গহন বনের মাঝে চলিয়াছে শিশু
মা'র হাত ধরে,
মুহূর্ত্ত ছেড়েছে হাত, পড়েছে পিছায়ে
খেলাবার তরে,
অমনি হারায়ে পথ কেঁদে ওঠে শিশু
ডাকে মা-মা-বলে,

"আয় মা, আয় মা, ওরে কোথা চলে গেলি,
মোরে নে মা কোলে।"
মা অমনি চমকিয়া "বাছা বাছা" ব'লে ছোটে,
দেখিতে না পায়,
শুধু সেই অন্ধকারে মা মা ধ্বনি পশে কানে
চারিদিকে চায়।

সহসা সমুখ দিয়া কে গেল ছায়ার মত,
লাগিল তরাস,
কে জানে সহসা যেন কোথা কোন্ দিক হতে
শুনি দীর্ঘশ্বাস!
কে বসে রয়েছে পাশে? কে ছুঁইল দেহ মোর
হিম-হস্তে তার?
ওকি ও? একিরে শুনি! কোথা হতে উঠিলরে
ঘোর হাহাকার?
ওকি হোথা দেখা যায়— ওই দূরে—অতি দূরে
ও কিসের আলো?
ওকি ও উড়িছে শূন্যে? দীর্ঘ নিশাচর পাখী?
মেঘ কালো কালো?

এই আঁধারের মাঝে কত না অদৃশ্য প্রাণী
কাঁদিছে বসিয়া

নীরবে টুটিছে প্রাণ, চাহিছে তারার পানে
অরণ্যে পশিয়া।
কেহ বা রয়েছে শুয়ে দগ্ধ হৃদয়ের 'পরে
স্মৃতিরে জড়ায়ে।
কেহ না দেখিছে তারে, অন্ধকারে অশ্রুধারা,
পড়িছে গড়ায়ে।
কেহ বা শুনিছে সাড়া, ঊর্দ্ধকণ্ঠে নাম ধরে
ডাকিছে মরণে,
পশিয়া হৃদয়মাঝে আশার অঙ্কুরগুলি
দলিছে চরণে।

ওদিকে আকাশ পরে মাঝে মাঝে থেকে থেকে
উঠে অট্টহাস,
ঘন ঘন করতালি, উনমাদ কণ্ঠস্বরে
কাঁপিছে আকাশ।
জ্বালিয়া মশাল-আলো নাচিছে গাইছে তারা—
ক্ষণিক উল্লাস,
নিশীথ মুহূর্ত্ত তরে হাসে যথা প্রাণপণে
আলেয়ার হাস।

অরণ্যের প্রান্তভাগে নদী এক চলিয়াছে
বাঁকিয়া বাঁকিয়া,

স্তব্ধ জল, শব্দ নাই, ফণী সম ফুঁসি উঠে
থাকিয়া থাকিয়া।
আঁধারে চলিতে পান্থ দেখিতে না পায় কিছু
জলে গিয়া পড়ে,
মুহূর্ত্তের হাহাকার, মুহূর্ত্তে ভাসিয়া যায়
খর-স্রোত-ভরে।
সখা তার তীরে বসি একেলা কাঁদিতে থাকে,
ডাকে ঊর্দ্ধশ্বাসে,
কাহারো না পেয়ে সাড়া শূন্যপ্রাণ প্রতিধ্বনি
কেঁদে ফিরে আসে।

নিশীথের কারাগারে কে বেঁধে রেখেছে মোরে
রয়েছি পড়িয়া,
কেবল রয়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে লয়ে
ভাঙিয়া গড়িয়া।
আঁধারে নিজের পানে চেয়ে দেখি, ভাল করে
দেখিতে না পাই
হৃদয়ে অজানা দেশে পাখী গায় ফুল ফোটে
পথ জানি নাই।
অন্ধকারে আপনারে দেখিতে না পাই যত
তত ভালবাসি,

তত তারে বুকে করে বাহুতে বাঁধিয়া লয়ে
হরষেতে ভাসি।
তত যেন মনে হয় পাছেরে চলিতে পথে
তৃণ ফুটে পায়,
যতনের ধন পাছে চমকি কাঁদিয়া ওঠে
কুসুমের ঘায়।
সদা হয় অবিশ্বাস কারেও চিনি না হেথা,
সবি অনুমান,
ভালবেসে কাছে গেলে দূরে চলে যায় সবে,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
গোপনেতে অশ্রু ফেলে, মুছে ফেলে, পাছে কেহ
দেখিবারে পায়,
মরমের দীর্ঘশ্বাস মরমে রুধিয়া রাখে
পাছে শোনা যায়।
সখারে কাঁদিয়া বলে "বড় সাধ যায় সখা,
দেখি ভাল করে,
তুই শৈশবের বঁধু চিরজন্ম কেটে গেল
দেখিনু না তোরে।
বুঝি তুমি দূরে আছ, একবার কাছে এসে
দেখাও তোমায়।"
সে অমনি কেঁদে বলে "আপনারে দেখি নাই
কি দেখাব হায়।"

অন্ধকার ভাগ করি আঁধারের রাজ্য লয়ে
চলিছে বিবাদ,
সখারে বধিছে সখা সন্তানে হানিছে পিতা,
ঘোর পরমাদ।
মৃত দেহ পড়ে থাকে, শকুনী বিবাদ করে
কাছে ঘুরে ঘুরে,
মাংস লয়ে টানাটানি করিতেছে হানাহানি
শৃগালে কুকুরে।
অন্ধকার ভেদ করি অহরহ শুনা যায়
আকুল বিলাপ,
আহতের আর্ত্তস্বর, হিংসার উল্লাস ধ্বনি,
ঘোর অভিশাপ।

মাঝে মাঝে থেকে থেকে কোথা হতে ভেসে আসে
ফুলের সুবাস,
প্রাণ যেন কেঁদে ওঠে, অশ্রুজলে ভাসে আঁখি
উঠেরে নিশ্বাস।
চারিদিক ভুলে যাই, প্রাণে যেন জেগে ওঠে
স্বপন আবেশ,—
কোথারে ফুটেছে ফুল, আঁধারের কোন্ তীরে
কোথা কোন্ দেশ।

নিশীথ-চেতনা

স্তব্ধ বাদুড়ের মত জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
মাঝে মাঝে পা টিপিয়া বহিছে নিশীথ-বায়
গাছে নড়ে ওঠে পাতা, শব্দটুকু শোনা যায়।

আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
মাঝে মাঝে দুয়েকটি তারা পড়িতেছে খসি ;
ঘুমাইছে পশুপাখী বসুন্ধরা অচেতনা,
শুধু এবে দলে দলে আঁধারের তলে তলে
আকাশ করিয়া পূর্ণ স্বপ্ন করে আনাগোনা।

স্বপ্ন করে আনাগোনা ! কোথা দিয়ে আসে যায় !
আঁধার আকাশ মাঝে আঁখি চারিদিকে চায়।
মনে হয় আসিতেছে ছায়াময়ী নিশাচরী
আকাশের পার হতে, আঁধার ফেলিছে ভরি।
চারিদিকে ভাসিতেছে চারিদিকে হাসিতেছে
এ উহারে ডাকিতেছে আকাশের পানে চেয়ে,
বলিতেছে, "আয় বোন, আয় তোরা আয় ধেয়ে।"
হাতে হাতে ধরি ধরি, নাচে যত সহচরী,
চমকি ছুটিয়া যায় চপলা মায়ার মেয়ে।

যেন মোর কাছ দিয়ে এই তা'রা গেল চলে,
কেহবা মাথায় মোর, কেহবা আমার কোলে।
কেহবা মারিছে উঁকি হৃদয় মাঝারে পশি,
আঁখির পাতার 'পরে কেহবা দুলিছে বসি।
মাথার উপর দিয়া কেহবা উড়িয়া যায়,
নয়নের পানে মোর কেহবা ফিরিয়া চায়।
এখনি শুনিব যেন অতি মৃদু পদধ্বনি,
ছোট ছোট নূপুরের অতি মৃদু রণরণি।
রয়েছি চকিত হয়ে আঁখির নিমেষ ভুলি—
এখনি দেখিব যেন স্বপ্নমুখী ছায়াগুলি।

অয়ি স্বপ্ন মোহময়ী, দেখা দাও একবার।
কোথা দিয়ে আসিতেছ, কোথা দিয়ে চলিতেছ,
কোথা গিয়ে পশিতেছ বড় সাধ দেখিবার।
আঁধার পরাণে পশি সারারাত করি খেলা
কোন্ খানে কোন্ দেশে পালাও সকাল বেলা।
অরুণের মুখ দেখে কেন এত হয় লাজ—
সারাদিন কোথা বসে না জানি কি কর কাজ।
ঘুম্‌ঘুম্ আঁখি মেলি তোমরা স্বপন-বালা,
নন্দনের ছায়ে বসি শুধু বুঝি গাঁথ মালা।
শুধু বুঝি গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গান কর,—
আপনার গান শুনে আপনি ঘুমায়ে পড়।

আজি এই রজনীতে অচেতন চারিধার।
এই আবরণ ঘোর ভেদ করি মন মোর
স্বপনের রাজ্যমাঝে দাঁড়া দেখি একবার।
নিদ্রার সাগর-জলে মহা আঁধারের তলে,
চারিদিকে প্রসারিত এ কি এ নূতন দেশ,
একত্রে স্বরগ মর্ত্ত্য নাহিক দিকের শেষ।
কি যে যায় কি যে আসে, চারিদিকে আশেপাশে ;
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়,
মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে,
অবিশ্রাম লুকোচুরি—আঁখি না সন্ধান পায়।
কত আলো কত ছায়া, কত আশা কত মায়া,
কত ভয়, কত শোক, কত কি যে কোলাহল,
কত পশু কত পাখী কত মানুষের দল।

উপরেতে চেয়ে দেখ কি প্রশান্ত বিভাবরী,
নিশ্বাস পড়ে না যেন জগৎ রয়েছে মরি !
একবার কর মনে আঁধারের সঙ্গোপনে
কি গভীর কলরব—চেতনার ছেলেখেলা—
সমস্ত জগৎ ব্যেপে স্বপনের মহা-মেলা।
মনে মনে ভাবি তাই এও কি নহেরে ভাই
চৌদিকে যা' কিছু দেখি জাগিয়া সকালবেলা
এও কি নহেরে শুধু চেতনার ছেলেখেলা।

নিশীথ-চেতনা

আমি যদি হইতাম স্বপন বাসনা-ময়।
কত বেশ ধরিতাম কত দেশ ভ্রমিতাম,
বেড়াতেম সাঁতারিয়া ঘুমের সাগরময়।
নীরব চন্দ্রমা তারা, নীরব আকাশ ধরা,
আমি শুধু চুপি চুপি ভ্রমিতাম বিশ্বময়।
প্রাণে প্রাণে রচিতাম কত আশা কত ভয়।
এমন করুণ কথা প্রাণে আসিতাম কয়ে
প্রভাতে পূরবে চাহি ভাবিত তাহাই লয়ে।

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
যাইতাম তার প্রাণে, যে মোরে ফিরে না চায়।
প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম,
প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশিনিশি।
যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম মিশি।
দিবসে আমার কাছে কভু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান,
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝায়ে দিতাম তারে এই মোর গানগুলি।
পরদিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তাহলে কি মুখপানে চাহিত না একবার?

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রকৃতির প্রতিশোধ

প্রথম দৃশ্য

গুহা

সন্ন্যাসী

কোথা দিন, কোথা রাত্রি, কোথা বর্ষ মাস!
অবিশ্রাম কালস্রোত কোথায় বহিছে
সৃষ্টি যেথা ভাসিতেছে তৃণপুঞ্জ সম!
আঁধারে গুহার মাঝে রয়েছি একাকী,
আপনাতে বসে আছি আপনি অটল।
অনাদি কালের রাত্রি সমাধি-মগনা
নিশ্বাস করিয়া রোধ পাশে বসে আছে।
শিলার ফাটল দিয়া বিন্দু বিন্দু করি
ঝরিয়া পড়িছে বারি আর্দ্র গুহাতলে।
স্তব্ধ শীতজলে পড়ি অন্ধকার মাঝে
গোপনে প্রাচীন ভেক রয়েছে ঘুমায়ে।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

বাদুড় গুহায় পশি সুদূর হইতে
নিশীথের বিভীষিকা আনিছে বহিয়া।
কখনবা কোনদিন কে জানে কেমনে
একটি আলোর রেখা কোথা হতে আসে,
দিবসের গুপ্তচর রজনীর মাঝে
একটুকু উঁকি মেরে যায় পলাইয়া।
বসে বসে প্রলয়ের মন্ত্র পড়িতেছি,
তিল তিল জগতেরে ধ্বংস করিতেছি,
সাধনা হয়েছে সিদ্ধ, কি আনন্দ আজি।
জগৎ-কুয়াশা মাঝে ছিনু মগ্ন হয়ে,
অদৃশ্যে আঁধারে বসি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সেই মায়া-আবরণ,
জগৎ-চরণ-তলে গিয়াছে মিলায়ে—
সহসা প্রকাশ পাই দীপ্ত মহিমায়।
বসে বসে চন্দ্র সূর্য্য দিয়েছি নিভায়ে,
একে একে ভাঙিয়াছি বিশ্বের সীমানা,
দৃশ্য শব্দ স্বাদ গন্ধ গিয়েছে ছুটিয়া,
গেছে ভেঙে আশা ভয় মায়ার কুহক।
কোটি কোটি যুগব্যাপী সাধনার পরে,
যুগান্তের অবসানে, প্রলয়সলিলে
সৃষ্টির মলিন রেখা মুছি শূন্য হতে—
ছায়াহীন নিষ্কলঙ্ক অনন্ত পূরিয়া

প্রকৃতির প্রতিশোধ

যে আনন্দে মহাদেব করেন বিরাজ,
পেয়েছি—পেয়েছি সেই আনন্দ আভাস।
জগতের মহাশিলা বক্ষে চাপাইয়া
কে আমারে কারাগারে করেছিল রোধ ;
পলে পলে যুঝি যুঝি তিল তিল করি
জগদ্দল সে পাষাণ ফেলেছি সরায়ে।
হৃদয় হয়েছে লঘু স্বাধীন স্ববশ।

কি কষ্ট না দিয়েছিস্ রাক্ষসী প্রকৃতি
অসহায় ছিনু যবে তোর মায়াফাঁদে !
আমার হৃদয়রাজ্যে করিয়া প্রবেশ
আমারি হৃদয় তুই করিলি বিদ্রোহী !
বিরাম বিশ্রাম নাই দিবস রজনী
সংগ্রাম বহিয়া বক্ষে বেড়াতাম ভ্রমি।
কানেতে বাজিত সদা প্রাণের বিলাপ ;
হৃদয়ের রক্তপাতে বিশ্ব রক্তময়,
রাঙা হয়ে উঠেছিল দিবসের আঁখি।
বাসনার বহ্নিময় কষাঘাতে হায়
পথে পথে ছুটিয়াছি পাগলের মত।
নিজের ছায়ারে নিজে বক্ষে ধরিবারে
দিনরাত্রি করিয়াছি নিষ্ফল প্রয়াস।
সুখের বিদ্যুৎ দিয়া করিয়া আঘাত

প্রকৃতির প্রতিশোধ

দুঃখের ঘনান্ধকারে দেছিস্ ফেলিয়া।
বাসনারে ডেকে এনে প্রলোভন দিয়ে
নিয়ে গিয়েছিস্ মহা দুর্ভিক্ষমাঝারে—
খাদ্য বলে যাহা চায় ধূলিমুষ্টি হয়
তৃষ্ণার সলিলরাশি যায় বাষ্প হয়ে।
প্রতিজ্ঞা করিনু শেষে যন্ত্রণায় জ্বলি
এক দিন—এক দিন নেব প্রতিশোধ।
সেই দিন হতে পশি গুহার মাঝারে
সাধিয়াছি মহা হত্যা আঁধারে বসিয়া
আজ সে প্রতিজ্ঞা মোর হয়েছে সফল।
বধ করিয়াছি তোর স্নেহের সন্তানে,
বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে!
সেই ভস্মমুষ্টি আজি মাখিয়া শরীরে
গুহার আঁধার হতে হইব বাহির।
তোরি রঙ্গভূমি মাঝে বেড়াব গাহিয়া
অপার আনন্দময় প্রতিশোধ গান।
দেখাব হৃদয় খুলে, কহিব তোমারে,
এই দেখ্ তোর রাজ্য মরুভূমি আজি,
তোর যারা দাস ছিল স্নেহ প্রেম দয়া
শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল,
প্রলয়ের রাজধানী বসেছে হেথায়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

সন্ন্যাসী

এ কি ক্ষুদ্র ধরা ! এ কি বদ্ধ চারিদিকে !
কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি গাছপালা গৃহ,
চারিদিক হতে যেন আসিছে ঘেরিয়া,
গায়ের উপরে যেন চাপিয়া পড়িবে !
চরণ ফেলিতে যেন হতেছে সঙ্কোচ,
মনে হয় পদে পদে রহিয়াছে বাধা !
এই কি নগর ! এই মহা রাজধানী !
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নর-পিপীলিকা ।

চারিদিকে দেখা যায় দিনের আলোক,
চোখেতে ঠেকিছে যেন সৃষ্টির পঞ্জর ।
আলোক ত কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর ।
পদে পদে বাধা খেয়ে মন ফিরে আসে,
কোথায় দাঁড়াবে গিয়া ভাবিয়া না পায় ।
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,

প্রকৃতির প্রতিশোধ

অন্ধকার মানসের বিচরণ-ভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ, বিশ্রামের ঠাঁই।
এক মুষ্টি অন্ধকারে সৃষ্টি ঢেকে ফেলে,
জগতের আদি অন্ত লুপ্ত হয়ে যায়,
স্বাধীন অনন্ত প্রাণ নিমেষের মাঝে
বিশ্বের বাহিরে গিয়ে ফেলেরে নিশ্বাস।

পথ দিয়া চলিতেছে, এরা সব কা'রা
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারিনে,
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কি চায়, কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা !
এককালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ,
তখন মানুষ ছিল মানুষের মত,
আজ যেন এরা সব ছোট হয়ে গেছে।
দেখি হেথা বসে বসে সংসারের খেলা।

কৃষকগণের প্রবেশ

গান

হে দেগো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল-বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

হের গো প্রভাত হল সুয্যি উঠে
  ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
  আজ করেছি মনে।
ওগো, পীতধড়া পরিয়ে তারে
  কোলে নিয়ে আয়।
তার হাতে দিও মোহন বেণু
  নূপুর দিও পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচ্‌ব মোরা সবাই মিলে।
বাজ্‌বে নূপুর রুণুঝুনু
বাজ্‌বে বাঁশি মধুর বোলে,
বন-ফুলে গাথ্‌ব মালা
পরিয়ে দিব শ্যামের গলে।

(প্রস্থান)

বালকপুত্র সমেত স্ত্রীলোকের প্রবেশ

(পথিকের প্রতি) হ্যাঁগা দাদাঠাকুর, এত ব্যস্ত হয়ে কম্‌নে চলেছ !

পথিক। আজ শিষ্যবাড়ি চলেছি নাত্‌নী। অনেকগুলি ঘর আজকের মধ্যে সেরে আস্‌তে হবে, তাই সকাল সকাল বেরিয়েছি। তুমি কোথায় যাচ্চ গা ?

স্ত্রী। আমি ঠাকুরের পূজো দিতে যাব। ঘরকন্নার কাজ ফেলে এসেছি, মিন্সে আবার রাগ কর্‌বে। পথে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে যে জিগ্‌গেষপড়া কর্‌ব তার যো নেই। বলি দাদাঠাকুর, আমাদের ওদিকে যে একবার পায়ের ধূলো পড়ে না!

পথিক। আর ভাই, বুড়ো সুড়ো হয়ে পড়েছি, তোদের এখন নবীন বয়েস, কি জানি পছন্দ না হয়। যার দাঁত পড়ে গেছে, তার চাল কড়াই ভাজার দোকানে না যাওয়াই ভালো।

স্ত্রী। নাও, নাও, রঙ্গ রেখে দাও।

আরেক স্ত্রীলোক। এই যে ঠাকুর, আজকাল তুমি যে বড় মাগ্গি হয়েছ।

পথিক। মাগ্গি আর হলেম কই! সকাল বেলায় পথের মধ্যে তোরা পাঁচ জনে মিলে আমাকে টানাছেঁড়া আরম্ভ করেচিস্। তবুত আমার সেকাল নেই।

১মা। আমি যাই ভাই ঘরের সমস্ত কাজ পড়ে রয়েছে।

২। তা' এস।

১মা। (পুনর্ব্বার ফিরিয়া) হ্যাঁলা অলঙ্গ, তোদের পাড়ায় সেই যে কথাটা শুনেছিলুম, সে কি সত্যি!

২। সে ভাই বেস্তর কথা।

(সকলের চুপি চুপি কথোপকথন)

আর কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

১। আমাকে অপমান! আমাকে চেনে না সে! তার কাঁধে কটা মাথা আছে দেখ্‌তে হবে! তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে তবে ছাড়্‌ব!

২। ঠিক কথা। তা না হলে ত সে জব্দ হবে না।

১। জব্দ বলে জব্দ! তাকে নাকের জলে চোখের জলে কর্‌ব।

৩। সাবাস্‌ দাদা! একবার উঠে পড়ে লাগ ত।

৪। লোকটার বড় বাড় বেড়েচে।

৫। পিঁপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

২। অতি দর্পে হত লঙ্কা!

৪। আচ্ছা, তুমি কি কর্‌বে শুনি দাদা।

২। কি না কর্‌তে পারি! গাধার উপরে চড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢালিয়ে সহর ঘুরিয়ে বেড়াতে পারি। তার এক গালে চুন, এক গালে কালি লাগিয়ে দেশ থেকে দূর করে দিতে পারি, তার ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি।

(ক্রোধে প্রস্থান)

১ম স্ত্রী। মাইরি দাদাঠাকুর, আর হাস্‌তে পারিনে, তোমার রঙ্গ রেখে দাও। ওমা, বেলা হয়ে গেল! আজ আর মন্দিরে যাওয়া হল না। আবার আর এক দিন আস্‌তে

হবে। (সক্রোধে) পোড়ারমুখো ছেলে তোর জন্যেই ত যাওয়া হল না, তুই আবার পথের মধ্যে খেল্‌তে গিয়েছিলি কোথা!

ছেলে। কেন মা, আমি ত এই খেনেই ছিলেম।

স্ত্রী। ফের আবার নেই কর্‌চিস্‌।

(প্রহার, ক্রন্দন ও প্রস্থান)

দুই জন ব্রাহ্মণ-বটুর প্রবেশ

১। মাধব শাস্ত্রীরই জয়।

২। কখনো না, জনার্দ্দন পণ্ডিতই জয়ী।

১। শাস্ত্রী বল্‌চেন স্থূল থেকে সূক্ষ্ম উৎপন্ন হয়েচে।

২। গুরু জনার্দ্দন বল্‌চেন, সূক্ষ্ম থেকে স্থূল উৎপন্ন হয়েচে।

১। সে যে অসম্ভব কথা।

২। সেই ত বেদবাক্য।

১। কেমন করে হবে! বৃক্ষ থেকে ত বীজ।

২। বীজ থেকেই ত বৃক্ষ।

১। আগে দিন না আগে রাত?

২। আগে রাত।

১। কেমন করে! দিন না গেলে ত রাত হবে না।

২। রাত না গেলে ত দিন হবে না।

১। (প্রণাম করিয়া) ঠাকুর, একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে।

সন্ন্যাসী। কি সংশয় ?

২। প্রভু, আমাদের দুই গুরুর বিচার শুনে অবধি আমরা দুই জনে মিলে তিন দিন তিন রাত্রি অনবরত ভাবচি, স্থূল হতে সূক্ষ্ম, না সূক্ষ্ম হতে স্থূল, কিছুতেই নির্ণয় কর্ত্তে পারচিনে।

সন্ন্যাসী। স্থূল কোথা ! স্থূল সূক্ষ্ম ভেদ কিছু নাই,
নানারূপে ব্যক্ত হয় শক্তি প্রকৃতির।
সবি সূক্ষ্ম, সবি স্থূল, ভেদ সেত ভ্রম !

১। আমিও ত তাই বলি। আমার মাধব গুরুও ত তাই বলেন।

২। আমারও ত ঐ মত। আমার জনার্দ্দন গুরুরও ঐ মত।

উভয়ে। (প্রণাম করিয়া) চল্লেম প্রভু।

(বিবাদ করিতে করিতে প্রস্থান)

সন্ন্যাসী। হারে মূর্খ, দুজনেই বুঝিল না কিছু।
এক খণ্ড কথা পেয়ে লভিল সান্ত্বনা।
জ্ঞানরত্ন খুঁজে খুঁজে খনি খুঁড়ে মরে—
মুঠো মুঠো বাক্যধূলা আঁচল পূরিয়া,
আনন্দে অধীর হয়ে ঘরে নিয়ে যায়।

একদল মালিনীর প্রবেশ

গান

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয়, তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠ্‌ল ফুটে ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব' মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা কই সে এল হায়,
যমুনার ঢেউ যাচ্চে বয়ে বেলা চলে যায়।

পথিক। কেন গো এত দুঃখ কিসের! মালা যদি থাকে ত গলাও ঢের আছে।

মালিনী। হাড়কাঠও ত কম নেই।

২য় মালিনী। পোড়ারমুখো মিন্সে, গরু বাছুর নিয়েই আছে। আর, আমি যে গলা ভেঙে মরচি, আমার দিকে একবার তাকালেও না! (কাছে গিয়া গা ঘেঁসিয়া) মর মিন্সে, গায়ের উপর পড়িস্ কেন ?

সেই লোক। গায়ে পড়ে ঝগ্‌ড়া কর কেন! আমি সাত হাত তফাতে দাঁড়িয়েছিলুম।

২য় মালিনী। কেনে গা! আমরা বাঘ না ভাল্লুক! না হয় একটু কাছেই আস্‌তে! খেয়ে ত ফেলতুম না।

(হাসিতে হাসিতে সকলের প্রস্থান)

একজন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ

গান

ভিক্ষে দেগো ভিক্ষে দে।
দ্বারে দ্বারে বেড়াই ঘুরে, মুখ তুলে কেউ চাইলিনে।
লক্ষ্মী তোদের সদয় হন, ধনের উপর বাড়ুক ধন,
আমি একটি মুঠো অন্ন চাইগো তাও কেন পাইনে।
ঐরে সূর্য্য উঠ্ল মাথায়, যে যার ঘরে চলেছে,
পিপাসাতে ফাট্‌চে ছাতি চল্‌তে যে আর পারিনে।
ওরে তোদের অনেক আছে, আরো অনেক হবে,
একটি মুঠো দিবি শুধু আর কিছু চাহিনে!

একদল সৈনিক। (ধাক্কা মারিয়া) সরে যা, সরে যা, পথ ছেড়ে দে! বেটা, চোখ্ নেই! দেখ্‌চিস্‌নে মন্ত্রীর পুত্র আস্‌চেন!—

(বাদ্য বাজাইয়া চতুর্দ্দোলা চড়িয়া মন্ত্রিপুত্রের প্রবেশ ও প্রস্থান)

সন্ন্যাসী। মধ্যাহ্ন আইল, অতি তীক্ষ্ণ রবিকর।
শূন্য যেন তপ্ত তাম্র-কটাহের মত।
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক; তপ্ত বায়ুভরে
থেকে থেকে ঘুরে ঘুরে উড়িছে বালুকা।
সকাল হইতে আছি কি দেখিনু হেথা!

এ দীর্ঘ পরাণ মোর সঙ্কুচিত করে
পারি কি এদের সাথে মিশিতে আবার !
কি ঘোর স্বাধীন আমি, কি মহা আলয় !
জগতের বাধা নাই—শূন্যে করি বাস।

তৃতীয় দৃশ্য

অপরাহ্ণ

পথ

পথিক। পান্থগণ—সরে যাও—হের, আসিতেছে
ধর্ম্মভ্রষ্ট অনাচারী রঘুর দুহিতা।

বালিকার প্রবেশ

১ম পথিক। ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে মোরে—
২য় পথিক। সরে যা' অশুচি
৩য় পথিক। হতভাগী জানিস্‌নে রাজপথ দিয়ে
আনাগোনা করে যত নগরের লোক—
ম্লেচ্ছকন্যা, তুই কেন চলিস্‌ এ পথে !
(বালিকার পথপার্শ্বে বৃক্ষতলে সরিয়া যাওন)

এক জন বৃদ্ধা। কে তুমি গা, কার বাছা চোখে অশ্রুজল,
ভিখারিণী বেশে কেন রয়েছ দাঁড়ায়ে
এক পাশে!—

বালিকা। (কাঁদিয়া উঠিয়া) জননী গো আমি অনাথিনী।

বৃদ্ধা। আহা মরে যাই!

পান্থগণ। ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ওরে—
কে গো তুমি, জান না কি অনাচারী রঘু—
তাহারি দুহিতা ওযে।

বৃদ্ধা। ছিছিছি, কি ঘৃণা!

(প্রস্থান)

(দেবীমন্দিরের কাছে গিয়া)

বালিকা। জগৎ-জননী মাগো, তুমিও কি মোরে
নেবে না? তুমিও কি মা ত্যজিবে অনাথে?
ঘৃণায় সবাই যারে দেয় দূর করে
সে কি মা তোমারো কোলে পায় না আশ্রয়?

মন্দিররক্ষক। দূর হ', দূর হ' তুই অনার্য্যা অশুচি।
কি সাহসে এসেছিস্ মন্দিরের মাঝে!

জননী ও দুহিতার প্রবেশ

জননী। আরতির বেলা হল, আয় বাছা আয়।
আয়রে আয়রে মোর বুক-চেরা ধন।
মন্দিরের দীপ হতে কাজল পরাব
অকল্যাণ যত কিছু যাবে দূর হয়ে।

কন্যা। ও কেও মা!

জননী। ও কেউ না, সরে আয় বাছা।

(প্রস্থান)

বালিকা। এ কি কেউ না মা, এ কি নিতান্ত অনাথা!
এর কি মা ছিল না গো! ওমা, কোথা তুমি!
(সন্ন্যাসীকে দেখিয়া) প্রভু কাছে যাব আমি?

সন্ন্যাসী। এস বৎসে, এস।

বালিকা। অনার্য্যা অশুচি আমি।

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া) সকলেই তাই।
সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধূলা।
দূরে দাঁড়াইয়া কেন? ভয় নাই বাছা।

বালিকা। (চমকিয়া) ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, আমি রঘুর দুহিতা।

সন্ন্যাসী। নাম কি তোমার বৎসে?

বালিকা। কেমনে বলিব?
কে আমারে নাম ধরে ডাকিবে প্রভুগো
বাল্যে পিতৃমাতৃহীনা আমি।

সন্ন্যাসী। বস হেথা।

বালিকা। (কাঁদিয়া উঠিয়া)
প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুমি পিতা মাতা,
একবার কাছে তুমি ডেকেছ যখন
আর মোরে দূর করে দিয়ো না কখনো।

সন্ন্যাসী। মুছ অশ্রুজল বৎসে, আমি যে সন্ন্যাসী।

নাইক কাহারো' পরে ঘৃণা অনুরাগ।
যে আসে আসুক্ কাছে, যায় যাক্ দূরে
জেনো বৎসে মোর কাছে সকলি সমান।

বালিকা। আমি প্রভু, দেব নর সবারি তাড়িত,
মোর কেহ নাই—

সন্ন্যাসী। আমারো ত কেহ নাই।
দেব নর সকলেরে দিয়েছি তাড়ায়ে।

বালিকা। তোমার কি মাতা নাই ?

সন্ন্যাসী। নাই।

বালিকা। পিতা নাই ?

সন্ন্যাসী। নাই বৎসে।

বালিকা। সখা কেহ নাই ?

সন্ন্যাসী। কেহ নাই।

বালিকা। আমি তবে কাছে র'ব, ত্যজিবে না মোরে ?

সন্ন্যাসী। তুমি না ত্যজিলে মোরে আমি ত্যজিব না।

বালিকা। যখন সবাই এসে কহিবে তোমারে—
রঘুর দুহিতা, ওরে ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না,
অনার্য্য অশুচি ওযে ম্লেচ্ছ ধর্ম্মহীন—
তখনো কি ত্যজিবে না ? রাখিবে কি কাছে ?

সন্ন্যাসী। ভয় নাই—চল্ বৎসে তোর গৃহ যেথা।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

পথপার্শ্বে

বালিকার ভগ্ন-কুটীর

বালিকা। পিতা !

সন্ন্যাসী। আহা পিতা বলে কে ডাকিলি ওরে !
সহসা শুনিয়া যেন চমকি উঠিনু।

বালিকা। কি শিক্ষা দিতেছ প্রভু বুঝিতে পারিনে।
শুধু বলে দাও মোরে আশ্রয় কোথায়।
কে আমারে ডেকে নেবে, কাছে করে নেবে,
মুখ তুলে মুখপানে কে চাহিবে মোর ?

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথায় পাবি এ সংসার মাঝে !
এ জগৎ অন্ধকার প্রকাণ্ড গহ্বর—
আশ্রয় আশ্রয় বলে শত লক্ষ প্রাণী
বিকট গ্রাসের মাঝে ধেয়ে পড়ে গিয়া
বিশাল জঠরকুণ্ডে কোথা পায় লোপ।
মিথ্যা রাক্ষসীরা মিলে বাঁধিয়াছে হাট,
মধুর দুর্ভিক্ষ রাশি রেখেছে সাজায়ে,
তাই চারিদিক হতে আসিছে অতিথি
যত খায় ক্ষুধা জ্বলে, বাড়ে অভিলাষ,
অবশেষে সাধ যায় রাক্ষসের মত

জগৎ মুঠায় করে মুখেতে পূরিতে।
হেথা হতে চলে আয়—চলে আয় তোরা।

বালিকা। এখানে ত সকলেই সুখে আছে পিতা।
দূরেতে দাঁড়িয়ে আমি চেয়ে চেয়ে দেখি।

সন্ন্যাসী। হায় হায় ইহাদের বুঝাব কেমনে?
সুখ দুঃখ দুই সে যে এ বিশ্বের ব্যাধি।
জগৎ জীবন্ত মৃত্যু—অনন্ত যন্ত্রণা ;
মরণ মরিতে চায় মরিছে না তবু
চিরদিন মৃত্যুরূপে রয়েছে বাঁচিয়া।
জগৎ মৃত্যুর নদী চিরকাল ধরে
পড়িছে সমুদ্র মাঝে ফুরায় না তবু—
প্রতি ঢেউ, প্রতি তৃণ, প্রতি জলকণা
কিছুই থাকে না, তবু সে থাকে সমান।
বিশ্ব মহা মৃতদেহ তারি কীট তোরা
মরণেরে খেয়ে খেয়ে রয়েছিস্ বেঁচে,
দুদণ্ড ফুরায়ে যাবে কিলিবিলি করি
আবার মৃতের মাঝে রহিবি মরিয়া।

বালিকা। কি কথা বলিছ পিতা ভয় হয় শুনে।

পথে একজন ভিক্ষুক পথিকের প্রবেশ

পথিক। আশ্রয় কোথায় পাব? আশ্রয় কোথায়?

সন্ন্যাসী। আশ্রয় কোথাও নাই—কে চাহে আশ্রয়?

আশ্রয় কেবল আছে আপনার মাঝে।
আমি ছাড়া যাহা কিছু সকলি সংশয়।
আপনারে খুঁজে লও ধর তারে বুকে,
নহিলে ডুবিতে হবে সংশয়-পাথারে।

পথিক। আশ্রয় কে দেবে মোরে? আশ্রয় কোথায়?

বালিকা। (বাহিরে আসিয়া)
আহা, কে গো, আসিবে কি এ মোর কুটীরে?
কাল প্রাতে চলে যেয়ো শ্রান্তি দূর করে।
এক পাশে পর্ণশয্যা রেখেছি বিছায়ে,
এনে দেব ফলমূল, নির্ঝরের জল।

পথিক। কে তুমি গো?

বালিকা। তোমাদেরি একজন আমি।

পথিক। পিতার কি নাম তব? কে তুমি বালিকা?

বালিকা। পরিচয় না পেলে কি আসিবে না ঘরে?
তবে শুন পরিচয়—রঘু পিতা মম
অনার্য্যা অশুচি আমি, বিশ্বের ঘৃণিত।

পথিক। (চমকিয়া) রঘুর দুহিতা তুমি? সুখে থাক বাছা।
কাজ আছে অন্যত্তরে ত্বরা যেতে হবে।

একটা খাট মাথায় হাসিতে হাসিতে পথে
একদল লোকের প্রবেশ

সকলে মিলিয়া। হরি বোল্—হরি বোল্।

১। বেটা এখনো জাগ্‌লনারে।

২। বিষম ভারী।

একজন পথিক। কেহে, কাকে নিয়ে যাও!

৩। বিন্দে তাঁতি মড়ার মত ঘুমচ্ছিল, বেটাকে খাট সুদ্ধ উঠিয়ে এনেছি।

সকলে। হরি বোল্—হরি বোল্।

২। আর ভাই বইতে পারিনে একবার ঝাঁকা দাও, শালা জেগে উঠুক।

বিন্দে। (সহসা জাগিয়া উঠিয়া) অ্যাঁ অ্যাঁ উঁ উঁ।

৩। ওরে, শব্দ করে কেরে।

বিন্দে। ওগো, ওগো, একি! আমি কোথায় যাচ্চি!

সকলে। (খাট নামাইয়া) চুপ কর বেটা।

২। শালা মরে গিয়েও কথা কয়।

৪। তুই যে মরেচিস্ রে! হাত পা গুলো সিদে করে চীৎ হয়ে পড়ে থাক্।

বিন্দে। মরিনি, আমি ঘুমচ্ছিলুম।

৫। মরিচিস্ তোর হুঁস্ নেই, তুই তর্ক কর্‌তে বস্‌লি! এম্নি বেটার বুদ্ধি বটে।

৬। ওর কথা শোন কেন। বিপদে পড়ে এখন মিথ্যে কথা বল্‌চে।

৭। মিছে দেরী কর কেন? ও কি আর কবুল করবে? চল ওকে পুড়িয়ে নিয়ে আসিগে।

বিন্দে। দোহাই বাবা, আমি মরিনি! তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা, আমি মরিনি।

১। আচ্ছা আগে প্রমাণ কর্ তুই মরিস্‌নি।

বিন্দে। হাঁ, আমি প্রমাণ করে দেব', আমার স্ত্রীর হাতে শাঁকা আছে দেখ্‌বে চল।

২। না, তা'না, ওকে মার, দেখি ওর লাগে কি না।

৩। (মারিয়া) লাগ্‌চে ?

বিন্দে। উঃ!

৪। এটা কেমন লাগ্‌ল ?

বিন্দে। ও বাবা!

৫। এটা কেমন!

বিন্দে। তুমি আমার ধর্ম্মবাপ!

(সহসা ছুটিয়া পলায়ন ও হাসিতে হাসিতে সকলের অনুগমন)

সন্ন্যাসী। আহা শ্রান্তদেহে বালা ঘুমিয়ে পড়েছে।
ভুলে গেছে সংসারের অনাদর জ্বালা।
কঠিন মাটিতে শুয়ে, শিরে হাত দিয়ে
ঘুমের মায়ের কোলে রয়েছে আরামে।
যেন এই বালিকার ছোট হাত দুটি
হৃদয়েরে অতি ধীরে করিছে বেষ্টন।
পালা, পালা, এই বেলা, পালা এই বেলা!
ঘুমিয়েছে, এই বেলা ওঠ্‌রে সন্ন্যাসী!

পলায়ন! পলায়ন! ছিছি পলায়ন!
অবহেলা করি আমি বিশ্বজগতেরে
বালিকা দেখিয়া শেষে পালাইতে হবে!
কখন না, পালাব না, রহিব এমনি।
প্রকৃতি, এই কি তোর মায়া ফাঁদ যত!
এ উর্ণা-জালে ত শুধু পতঙ্গেরা পড়ে।

বালিকা। (চমকিয়া জাগিয়া)
প্রভু চলে গেছ তুমি! গেছ কি ফেলিয়া!

সন্ন্যাসী। কেন যাব! কার্ ভয়ে পলাইব আমি!
ছায়ার মতন তোরে রাখিব কাছেতে,
তবুও রহিব আমি দূর হতে দূরে।

বালিকা। ওই শোন রাজপথে মহা কোলাহল।

সন্ন্যাসী। কোলাহল মাঝে আমি রচিব নির্জ্জন,
নগরে পথের মাঝে তপোবন মোর,
পাতিব প্রলয়াসন সৃষ্টির হৃদয়ে।

একজন পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। (কোন পুরুষের প্রতি) যাও, যাও, আর মুখের ভালবাসা দেখাতে হবে না!

পুরুষ। কেন, কি অপরাধ কর্লুম!

স্ত্রী। জানিগো জানি, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ।

পুরুষ। আচ্ছা, আমাদের পাষাণ প্রাণই যদি হবে, তবে ফুলশরকে কেন ডরাই ? (অন্য সকলের প্রতি) কি বল ভাই ! যদি পাষাণই হবে তবে কি আর ফুলশরের আঁচড় লাগে !

১। বাহবা, বেশ বলেছ !

২। সাবাস্, খুড়ো, সাবাস্ !

৩। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন ! এখন জবাব দাও !

পুরুষ। না, তাই বল্‌চি ! তোমরা ত দশ জন আছ, তোমরাই বিচার করে বল না কেন, যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে—

৪। ঠিক কথা বলেছ ! তুমি না হলে আমাদের মুখ রক্ষা কর্‌ত কে ?

৫। খুড়ো এক একটা কথা বড় সরেশ বলে !

৬। হাঁঃ আমিও অমন বল্‌তে পার্‌তুম ! ও কি আর নিজে বলে ! কোন পুঁথি থেকে পড়ে বল্‌চে !

আর এক জন। কিহে কি কথাটা হচ্চে ! কি কথাটা হচ্ছে !

সেই ব্যক্তি। শোন, তোমায় বুঝিয়ে বলি ! এই উনি বল্‌ছিলেন, তোমরা পুরুষ মানুষ, তোমাদের পাষাণ প্রাণ— তাইতে আমি বল্লেম, আচ্ছা যদি পাষাণ প্রাণই হবে, তবে ফুলশরের আঁচড় লাগ্‌বে কি করে ! বুঝেছ ভাবখানা ! অর্থাৎ যদি—

৭। আমাকে আর বোঝাতে হবে না দাদা! আমি আর বুঝিনি! আজ বাইশ বৎসর ধরে আনি নিজ্ সহরে গুড়ের কারবার করে আসচি আর একটা মানে বুঝতে পার্ব না এ কোন্ কথা।

সেই ব্যক্তি। (স্ত্রীলোকের প্রতি) কেমন, এখন একটা জবাব দাও।

সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া গান

কথা কোস্‌নে লো রাই শ্যামের বড়াই বড় বেড়েছে।
কে জানে ও কেমন করে মন কেড়েছে!
শুধু ধীরে বাজায় বাঁশি, শুধু হাসে মধুর হাসি,
গোপিনীদের হৃদয় নিয়ে তবে ছেড়েছে!

এক জন পুরুষের গান

প্রিয়ে, তোমার ঢেঁকি হলে যেতেম বেঁচে,
রাঙা চরণতলে নেচে নেচে!
টিপ্‌টিপিয়ে যেতেম মারা, মাথা খুঁড়ে হতেম সারা,
কানের কাছে কচ্‌কচিয়ে মানটি তোমার নিতেম যেচে।

১। বাহবা দাদা! বেশ গেয়েছ!

২। বেশ, বেশ, সাবাস!

৬। আরে দূর, ওকে কি আর গান বলে। গাইত বটে নিতাই; যে হাঁ, শুনে চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়্‌ত।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

গুহা দ্বারে

বালিকা। না পিতা ও সব কথা বোলো না আমারে,
শুনে ভয় করে শুধু বুঝিতে পারিনে।

সন্ন্যাসী। তবে থাক্, তবে তুই কাছে আয় মোর,
দেখি তোর অতি মৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন,
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।
এ কি মায়া ? এ কি স্বপ্ন ? এ কি মোহ-ঘোর ;—
জগৎ কি মায়া করে ছায়া হয়ে গিয়ে
করিছে প্রাণের কাছে অনন্তের ভাণ ?
(দূরে সরিয়া) বালিকা, এ সব কথা না শুনিবি যদি
সন্ন্যাসীর কাছে তবে এলি কি আশায় ?

বালিকা। আমি শুধু কাছে কাছে রহিব তোমার,
মুখপানে চেয়ে র'ব বসি পদতলে।
নগরের পথে যবে হইবে বাহির
ওই হাত ধরে আমি যাব সাথে সাথে।

সন্ন্যাসী। পিঞ্জরের ছোট পাখী আহা ক্ষীণ অতি,
এরে কেন নিয়ে যাই অনন্তের মাঝে ?
ডানা দিয়ে মুখ ঢেকে ভয়ে হল সারা,

আমার বুকের কাছে লুকাইতে চায়।
আহা, তবে নেবে আয়। থাক্ মুখ ঢেকে।
বুকের মাঝেতে তবে থাক্ লুকাইয়া।

এ কি স্নেহ? আমি কি রে স্নেহ করি এরে?
না না! স্নেহ কোথা মোর, কোথা দ্বেষ ঘৃণা?
কাছে যদি আসে কেহ তাড়াব না তারে,
দূরে যদি থাকে কেহ ডাকিব না কাছে।

(প্রকাশ্যে) বাছা, এ আঁধারে তুই কেমনে রহিবি,
তোরা সব ছোট ছোট আলোকের প্রাণী।
কুটীর রয়েছে তোর নগরের মাঝে,
সেথা আছে লোকজন, গাছপালা পাখী;
হেথায় কে আছে তোর!

বালিকা। তুমি আছ পিতা।
যে স্নেহ দিয়েছ তুমি তাই নিয়ে র'ব।

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া স্বগত)
বালিকা কি মনে করে স্নেহ করি ওরে?
হায় হায় এ কি ভ্রম! জানে না সরলা
নিষ্কলঙ্ক এ হৃদয় স্নেহ-রেখাহীন।
তাই মনে করে যদি সুখে থাকে, থাক্।
মোহ নিয়ে ভ্রম নিয়ে বেঁচে থাকে এরা।

(প্রকাশ্যে)
যাই বৎসে, গুহা মাঝে করিগে প্রবেশ,
একবার বসি গিয়ে সমাধি আসনে।

বালিকা। ফিরিবে কখন পিতা ?

সন্ন্যাসী। কেমনে বলিব,
ধ্যানে মগ্ন নাহি থাকে সময়ের জ্ঞান।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

অপরাহ্ণ

গুহদ্বারে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালিকা। এলে তুমি এতক্ষণে, বসে আছি হেথা,
পিতা, আমি তোমা তরে গিয়েছিনু বনে,
এনেছি আঁচল ভরে ফল ফুল তুলে।
দেখ চেয়ে কি সুন্দর রাঙা দুটি ফল !

সন্ন্যাসী। (হাসিয়া)
দিতে চাস্ যদি বাছা, দে তবে যা' খুসী।
মোর কাছে কিছু নাই সুন্দর কুৎসিত।

এক মুঠা ফুল যদি ভালো লাগে তোরে
এক মুঠা ধূলা সেও কি করিল দোষ ?
ভালো মন্দ কেন লাগে ? সবি অর্থহীন।
আজ বৎসে, সারাদিন কাটালি কি করে ?

বালিকা। ওই দেখ—চুপি চুপি এস এই দিকে।
সারাদিন মোর সাথে খেলা করে করে
সাঁঝেতে লতাটি মোর ঘুমিয়ে পড়েছে।
নুইয়ে পড়েছে ভুঁয়ে কচি ডালগুলি,
পাতাগুলি মুদে গেছে জড়াজড়ি করে।
এস পিতা, এই খেনে বস এর কাছে—
ধীরে ধীরে গায়ে দাও হাতটি বুলিয়ে।

সন্ন্যাসী। (স্বগত)
একিরে মদিরা আমি করিতেছি পান।
এ কি মধু-অচেতনা পশিছে হৃদয়ে !
একিরে স্বপন ঘোরে ছাইছে নয়ন !
আবেশে পরাণে আসে গোধূলি ঘনায়ে।
পড়িছে জ্ঞানের চোখে মেঘ আবরণ।
ধীরে ধীরে মোহময় মরণের ছায়া
কেনরে আমারে যেন আচ্ছন্ন করিছে।
(সহসা ফুল ফল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া,
ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)
দূর হোক্—এ সকল কিছু ভালো নয়—

প্রকৃতির প্রতিশোধ

বালিকা, বালিকা, তোর এ কি ছেলেখেলা।
আমি যে সন্ন্যাসী যোগী মুক্ত নির্ব্বিকার
সংসারের গ্রন্থিহীন, স্বাধীন সবল,
এ ধূলায় ঢাকিবি কি আমার নয়ন ?
(কিয়ৎক্ষণ থামিয়া)
বাছারে অমন করে চাহিয়া কেনরে !
কেনরে নয়ন দুটি করে ছল ছল !
জানিস্‌নে তুই, মোরা সন্ন্যাসী বিরাগী
আমাদের এ সকল ভালো নাহি লাগে।
ছিছি, জনমিল প্রাণে একি এ বিকার,
সহসা কেনরে এত করিল চঞ্চল ?
কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে
ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট,
কোন্ অন্ধকার হতে উঠিল ফুঁসিয়া ?
এত দিন অনাহারে এখনো মরেনি,
হৃদয়ে লুকানো আছে এ কি বিভীষিকা ?
কোথা যে কে আছে গুপ্ত কিছু ত জানিনে ;
হৃদয়-শশ্মান মাঝে মৃত প্রাণী যত
প্রাণ পেয়ে নাচিতেছে কঙ্কালের নাচ
কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে রহি আমি আর !
(প্রকাশ্যে)
দাও বৎসে, এনে দাও ফল ফুল তব,

দেখাও, কোথায় বাছা লতাটি তোমার—
না না, আমি চলিলাম নগরে ভ্রমিতে।
দুদণ্ড বসিয়া থাক, আসিব এখনি।

(প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

পর্ব্বত-শিখর

সন্ন্যাসী

পর্বত-পথে দুই জন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

গান

বনে এমন ফুল ফুটেছে,
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জ মাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু,
মুহুর্মুহু,
আজ, কাননে ঐ বাঁশি বাজে।
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!

প্রকৃতির প্রতিশোধ

আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণবঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে
মান করে থাকা আজ্ কি সাজে!

সন্ন্যাসী। সহসা পড়িল চোখে এ কি মায়াঘোর,
জগতেরে কেন আজ মনোহর হেরি?
পশ্চিমে কনক সন্ধ্যা সমুদ্রের মাঝে
সুধীরে নীলের কোলে যেতেছে মিলায়ে;
নিম্নে বনভূমিমাঝে ঘনায় আঁধার,
সন্ধ্যার সুবর্ণ ছায়া উপরে পড়েছে;
চারিদিকে শান্তিময়ী স্তব্ধতার মাঝে
সিন্ধু শুধু গাহিতেছে অবিশ্রাম গান।
বামে দূরে দেখা যায় শৈল-পদতলে
শ্যামল তরুর মাঝে নগরের গৃহ।
কোলাহল থেমে গেছে, পথ জনহীন।
দীপ জ্বলে উঠিতেছে দুয়েকটি করে;
সন্ধ্যার আরতি হয়, শঙ্খ ঘণ্টা বাজে।

প্রকৃতি, এমন তোরে দেখিনি কখনো;
এমন মধুর যদি মায়ামূর্তি তোর
দূর হতে বসে বসে দেখি না চাহিয়া!

হেথায় বসি না কেন রাজার মতন,
জগতের রঙ্গভূমি সম্মুখে আমার ;
আমি আজি প্রভু তোর, তুই দাসী মোর,
মায়াবিনী দেখা তোর মায়া-অভিনয়,
দেখা তোর জগতের মহা ইন্দ্রজাল।
খেলা কর্ সমুখেতে চন্দ্র সূর্য্য নিয়ে,
নীলাকাশ রাজছত্র ধর্ মোর শিরে,
সমস্ত জগৎ দিয়ে কর্ মোর পূজা।
উঠুক্ রে দিবানিশি সপ্তলোক হতে
বিচিত্র রাগিণীময়ী মায়াময়ী গাথা।

আর একদল পথিকের প্রবেশ

গান

মরিলো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !
ভেবেছিলেম ঘরে র'ব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি !
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে,
সাঁঝের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস্ যদি পথ বলে দে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !

দেখিগে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলের মালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশি
প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে !

সন্ন্যাসী। জগৎ সম্মুখে মোর সমুদ্রের মত,
আমি তীরে বসে আছি পর্ব্বত-শিখরে,
তরঙ্গেতে গ্রহতারা হতেছে আকুল,
ভাসিতেছি কোটি প্রাণী জীর্ণ কাষ্ঠ ধরি
আমি শুধু শুনিতেছি কলধ্বনি তার,
আমি শুধু দেখিতেছি তরঙ্গের খেলা।
কিরণ-কুন্তল-জাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্রতালে নৃত্য করে এ মহা প্রকৃতি।
আলোক, আঁধার, ছায়া, জীবন, মরণ,
রাত্রি, দিন, আশা, ভয়, উত্থান, পতন,
এ কেবল তালে তালে পদক্ষেপ তার।
শত গ্রহ, শত তারা, শত কোটি প্রাণী
প্রতি পদক্ষেপে তার জন্মিছে মরিছে।
আমিত ওদের মাঝে কেহ নই আর
তবে কেন এই নৃত্য দেখি না বসিয়া !

এক জন পথিক

গান

যোগি হে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি-ভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক্-বসনে।
মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু-শশী হাসিয়া চায়
জটাজূট ছায় গগনে।

(প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

গুহা দ্বারে

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। আয় তোরা, কাছে আয় কে আসিবি আয়,
সকলি সুন্দর হেরি এ বিশ্বজগতে।

বালিকা। আমিও কি কাছে যাব? ডাক পিতা, ডাক,
কি দোষ করিয়াছিনু বল বুঝাইয়া!

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সন্ন্যাসী। কিছু ভয় করিস্‌নে, কোনো দোষ নেই—
তোরে ফেলে আর কভু যাব না বালিকা।
(গুহার কাছে গিয়া)
একি অন্ধকার হেথা, এ কি বদ্ধ গুহা?
আয়, বাছা, মোরা দোঁহে বাহিরেতে যাই
চাঁদের আলোতে গিয়ে বসি একবার।
(বাহিরে আসিয়া)
আহা এ কি সুমধুর, এ কি শান্তিসুধা!
কি আরামে গাছগুলি রয়েছে দাঁড়ায়ে!
মনে সাধ যায় ওই তরু হয়ে গিয়ে
চন্দ্রালোকে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে কত কি যে মনে আসিতেছে!
অতীতের অতি দূর ফুলবন হতে
বায়ু যেন বহে আসে নিশ্বাসের মত,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্ম্মর বিলাপ,
মিলিত জড়িত শত পুষ্পগন্ধরাশি।
এমনি জোছনা রাত্রে কোনখানে ছিনু,
কা'রা যেন চারি পাশে বসে ছিল মোর!
তোরি মত দুয়েকটি মধুমাখা মুখ
চাঁদের আলোতে মিশে পড়িতেছে মনে।
আর নারে—আর নারে আর ফিরিব না।
তোদের অনেক দূরে ফেলিয়া এসেছি।

অনন্তের পারাবারে ভাসায়েছি তরী,—
মাঝে মাঝে অতি দূরে রেখা দেখা যায়
তোদের সে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি।
সেথা হতে কা'রা তোরা বাঁশিটি বাজায়ে
আজিও ডাকিস্ মোরে! আমি ফিরিব না।
বন্দী করে রেখেছিলি মায়ামুগ্ধ করে,
পালায়ে এসেছি আমি, হয়েছি স্বাধীন।
তীরে বসে গা' তোদের মায়াগানগুলি—
অনন্তের পানে আমি চলেছি ভাসিয়া।
বাছা, তুই কাছে আয়, দেখি তোরে আমি,
মুখেতে পড়েছে তোর চাঁদের কিরণ।

বালিকা। (কাছে আসিয়া)
গান পড়িতেছে মনে গাই বসে পিতা।

গান

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ, কোথায়—কোথায়!
না জানি কোথা চলিয়াছে,
কি জানি কি যে সেথা আছে,
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।

সুদূরে—অতি—অতি দূরে,
বুঝিরে কোন্ সুরপুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরি বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়।

সন্ন্যাসী। একিরে, চলেছি কোথা, এসেছি কোথায়,
বুঝি আর আপনারে পারিনে রাখিতে।
বুঝি মরি, ডুবি, বুঝি লুপ্ত হয়ে যাই।—
ওরে কোন্ অতলেতে যেতেছি তলায়ে;
সর্ব্বাঙ্গে চাপিছে ভার, আঁখি মুদে আসে।
চৌদিকে কি যেন তোরে আসিছে ঘিরিয়া;
কোথায় রাখিলি তোর পালাবার পথ?
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যেরে যেতেছিস্ চলি,
সহসা চরণে কোথা লাগিবে আঘাত
বিনাশের মাঝখানে উঠিবি জাগিয়া।
এখনি ছিঁড়িয়া ফেল্ স্বপনের মায়া।
চল্ তোর নিজ রাজ্যে অনন্ত আঁধারে।
শত চন্দ্র সূর্য্য সেথা ডুবে নিভে যাবে।
ক্ষুদ্র এ আলোতে এসে হ'নু দিশেহারা,
আঁধার দেয় না কভু পথ ভুলাইয়া।

নবম দৃশ্য

গুহায়

সন্ন্যাসী

আহা এ কি শান্তি, এ কি গভীর বিরাম!
অন্তর বাহির যাবে, যাবে দেশ কাল—
"আছি" মাত্র র'বে শুধু আর কিছু নয়।

দীপহস্তে বালিকার প্রবেশ

বালিকা। দুই দিন দুই রাত্রি চলে গেছে পিতা
গুহার দুয়ারে আমি বসিয়া রয়েছি,
তাই আজ একবার এসেছি দেখিতে।
একটিও জনপ্রাণী আসেনি হেথায়,
দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি গিয়েছে কাটিয়া,
কেন হেথা অন্ধকারে একা বসে আছ!
কতক্ষণ বসে বসে শুনিনু সহসা
তুমি যেন স্নেহবাক্যে ডাকিছ আমারে।
নিতান্ত একেলা তুমি রয়েছ যে পিতা
তাই আর পারিনু না, আসিলাম কাছে।
ও কি প্রভু, কথা কেন কহিছ না তুমি;
ও কি ভাবে চেয়ে আছ মোর মুখপানে?
অপরাধ করেছি কি? যাব তবে চলে?

সন্ন্যাসী। না না, এলি যদি, তবে যাস্‌নে চলিয়া।
আমি ত ডাকিনি তোরে, নিজে এসেছিস্‌,
একটুকু দাঁড়া, তোরে দেখি ভালো করে।
সংসারের পরপারে ছিলেম যে আমি,
সহসা জগৎ হতে কে তোরে পাঠালে।
সেথা হতে সাথে করে কেন নিয়ে এলি
দিবালোক, পুষ্পগন্ধ, স্নিগ্ধ-সমীরণ?
কিবা তোর সুধাকণ্ঠ, স্নেহমাখা স্বর?
মরি কি অমিয়াময়ী লাবণ্য-প্রতিমা।
সরলতাময় তোর মুখখানি দেখে
জগতের 'পরে মোর হতেছে বিশ্বাস।
তুই কি রে মিথ্যা মায়া, দু দণ্ডের ভ্রম।
জগতের গাছে তুই ফুটেছিস্‌ ফুল
জগৎ কি তোরি মত এত সত্য হবে?
চল্‌ বাছা গুহা হতে বাহিরেতে যাই।
সমুদ্রের এক পারে রয়েছে জগৎ,
সমুদ্রের পরপারে আমি বসে আছি,
মাঝেতে রহিলি তুই সোনার তরণী—
জগৎ-অতীত এই পারাবার হতে
মাঝে মাঝে নিয়ে যাবি জগতের কূলে।

(প্রস্থান)

দশম দৃশ্য

গুহার বাহিরে

সন্ন্যাসী। আহা একি চারিদিকে প্রভাত বিকাশ।
এ জগৎ মিথ্যা নয়, বুঝি সত্য হবে,
মিথ্যা হয়ে প্রকাশিছে আমাদের চোখে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।
যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে ?
বড় ছোট কিছু নাই সকলি মহৎ।
আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু !
সীমা ত কোথাও নাই—সীমা সে ত ভ্রম।
ভালো করে পড়িব এ জগতের লেখা,
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে।

আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ
ভালবেসে চাহিব এ জগতের পানে
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার।

দুই জন পথিকের প্রবেশ

১। আর কতদূরে যাবি, ফিরে যা রে ভাই।
আয় ভাই এইখানে কোলাকুলি করি।
২। কে জানে আবার কবে দেখা হবে ফিরে।
১। আবার আসিব ফিরে যত শীঘ্র পারি।
২। যাবে যদি, একবার দাঁড়াও হেথায়।
একবার ফিরে চাও নগরের পানে।
ওই দেখ দূরে ওই গৃহটি তোমার,
চারিদিকে রহিয়াছে লতিকার বেড়া,
ওই সে অশোক গাছ বামে উঠিয়াছে,
ওই তরুতলে বসে আমরা দুজনে
কত রাত্রি জোছনাতে কথা কহিয়াছি।—
১। দুদিনের এ বিরহ ত্বরায় ফুরাবে
আনন্দের মাঝে পুনঃ হইবে মিলন!
২। মনে যেন রেখো সখা সুদূর প্রবাসে,
পুরাতন এ বন্ধুরে ভুলিও না যেন।
দেবতা রাখুন সুখে আর কি কহিব।

(প্রস্থান)

সন্ন্যাসী। আহা যেতে যেতে দোঁহে চায় ফিরে ফিরে,
অশ্রুজলে ভালো করে দেখিতে না পায়।
বিপুল জগৎ মাঝে দিগন্তের পানে
সখা ওর কোথা গেল, কে জানে কোথায়।
এ কি সংশয়ের দেশে রয়েছি আমরা
চোখের আড়ালে হেথা সবি অনিশ্চয়।
বারেক যে কাছে হতে দূরে চলে গেল,
হয় ত সে কাছে ফিরে আর আসিবে না।
তাই সদা চোখে চোখে রেখে দিতে চাই,
তাই সদা টেনে নিই বুকের মাঝেতে।
কোথা কে অদৃশ্য হয় চারিদিক হতে
যাহা কিছু বাকি থাকে ভয়ে তাহাদের
আরো যেন দৃঢ় করে ধরি জড়াইয়া।
সবাই চলিয়া যায় ভিন্ন ভিন্ন দিশে
অসীম জগতে মোরা কে কোথায় থাকি,
মাঝে লোক লোকান্তের ব্যবধান পড়ে।
তবু কি গলায় দিবি মোহের বন্ধন,
সুখ দুঃখ নিয়ে তবু করিবি কি খেলা,
যে র'বে না তবু তারে রাখিবারে চাস্!
ওরে আমি প্রতিদিন দেখিতেছি যেন,
কে আমারে অবিরত আনিতেছে টেনে।—
প্রতিদিন যেন আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া

জগৎ-চক্রের মাঝে যেতেছি পড়িতে—
চারিদিকে জড়াইছে অশ্রুর বাঁধন,
প্রতিদিন কমিতেছে চরণের বল।
যাক্ ছিঁড়ে! গেল ছিঁড়ে। চল্, ছুটে চল্।
চল্ দূরে—যত দূরে চলেরে চরণ।
কেও আসে অশ্রুনেত্রে শূন্য গুহা মাঝে,
কেওরে পশ্চাতে ডাকে পিতা পিতা বলে!—
ছিঁড়ে ফেল্—ভেঙে ফেল্ চরণের বাধা—
হেথা হতে চল্ ছুটে আর দেরী নয়।

একাদশ দৃশ্য

পথে

সন্ন্যাসী

এসেছি অনেক দূরে—আর ভয় নাই।—
পায়েতে জড়াল' লতা, ছিন্ন হয়ে গেল।
সেই মুখ বারবার জাগিতেছে মনে।
সে যেন করুণ মুখে মনের দুয়ারে
বসে বসে কাঁদিতেছে ডাকিতেছে সদা।
যতই রাখিতে চাই দুয়ার রুধিয়া—

কিছুতেই যাবে না সে, ফিরে ফিরে আসে,
একটু মনের মাঝে স্থান পেতে চায়।
নির্ভয়ে গা ঢেলে দিয়ে সংসারের স্রোতে
এরা সবে কি আরামে চলেছে ভাসিয়া!
যে যাহার কাজ করে, গৃহে ফিরে যায়,
ছোট ছোট সুখে দুঃখে দিন যায় কেটে।
আমি কেন দিবানিশি প্রাণপণ করে
যুঝিতেছি সংসারের স্রোত-প্রতিকূলে!
পেরেছি কি এক তিল অগ্রসর হতে?
বিপরীতে মুখ শুধু ফিরাইয়া আছি,
উজানে যেতেছি বলে হইতেছে ভ্রম,
পশ্চাতে স্রোতের টানে চলেছি ভাসিয়া,
সবাই চলেছে যেথা ছুটেছি সেথাই।

দরিদ্র বালিকার প্রবেশ

বালিকা। ওগো, দয়া কর মোরে আমি অনাথিনী।
সন্ন্যাসী। (সহসা চমকিয়া উঠিয়া)
কেরে তুই? কেরে বাছা? কোথা হতে এলি?
অনাথিনী? তুইও কি তারি মত তবে?
তোরেও কি ফেলে কেউ গিয়েছে পলায়ে?
তারেই কি চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াস্?
বৎসে, কাছে আয় তুই—দেরে পরিচয়!

বালিকা। ভিখারী বালিকা আমি, সন্ন্যাসীঠাকুর,
অন্ধ বৃদ্ধ মাতা মোর রোগশয্যাশায়ী—
আসিয়াছি একমুঠা ভিক্ষান্নের তরে।

সন্ন্যাসী। আহা বৎসে, নিয়ে চল কুটীরেতে তোর।
রুগ্ন তোর জননীরে দেখে আসি আমি।

(প্রস্থান)

কতকগুলি সন্তান লইয়া একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। দেখ্ দেখি, মিশ্রদের বাড়ির ছেলেগুলি কেমন রিষ্টপুষ্ট! দেখ্‌লে দুদণ্ড চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে—আর এঁদের ছিরি দেখ না, যেন বৃষকাষ্ঠ দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সাতকুলে কেউ নেই, যেন সাতজন্মে খেতে পায় না!

সন্তানগণ। তা' আমরা কি কর্‌ব মা। আমাদের দোষ কি?

মা। বল্লেম, বলি, রোজ সকালে ভাল করে হলুদ মেখে তেল মেখে স্নান কর,—ধাত পোষ্টাই হবে, ছিরি ফিরবে, তা'ত কেউ শুন্‌বে না! আহা ওদের দিকে চাইলে চোক জুড়িয়ে যায়—রং যেন দুধে-আল্‌তায়—

সন্তানগণ। আমাদের রং কালো তা আমরা কি কর্‌ব?

মা। তোদের রং কালো কে বল্লে? তোদের রং মন্দ কি?

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। কোথায় চলেছ বাছা ?

স্ত্রী। প্রণাম ঠাকুর !

ঘরেতে যেতেছি মোরা।

সন্ন্যাসী। সেথায় কে আছে ?

স্ত্রী। শাশুড়ি আছেন মোর, আছেন সোয়ামী,

শত্রু মুখে ছাই দিয়ে দুটি ছেলে আছে।

সন্ন্যাসী। কি কাজে কাটাও দিন বল মোরে বাছা !

স্ত্রী। ঘরকন্না কাজ আছে, ছেলেপিলে আছে,

গোয়ালে তিনটি গরু তার করি সেবা,

বিকেলে চরকা কাটি মেয়েটিরে নিয়ে।

সন্ন্যাসী। সুখেতে কি কাটে দিন ? দুঃখ কিছু নেই ?

স্ত্রী। দয়ার শরীর রাজা প্রজার মা বাপ,

কোনো দুঃখ নেই প্রভু রামরাজ্যে থাকি।

সন্ন্যাসী। এটি কি তোমারি মেয়ে বাছা ?

স্ত্রী। হাঁ ঠাকুর।

(কন্যার প্রতি)

যানা রে, প্রভুরে গিয়ে কর্ দণ্ডবৎ।

সন্ন্যাসী। আয় বৎসে কাছে আয় কোলে করি তোরে।

আসিবিনে ? তুই মোরে চিনেছিস্ বুঝি—

নিষ্ঠুর কঠিন আমি পাষাণ হৃদয়,

আমারে বিশ্বাস করে আসিস্‌নে কাছে।

কন্যা। (মাকে টানিয়া) মাগো ঘরে চল।
স্ত্রী। তবে প্রণাম ঠাকুর।

(সকলের প্রস্থান)

সন্ন্যাসী। যাও বাছা, সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।
বসে বসে কি দেখি এ, এই কি রে সুখ?
লঘু সুখ লঘু আশা বাহিয়া বাহিয়া
সংসার-সাগরে এরা ভাসিয়া বেড়ায়,
তরঙ্গের নৃত্য সনে নৃত্য করি করি।
দু দিনেতে জীর্ণ হবে এ ক্ষুদ্র তরণী,
আশ্রয়ের সাথে কোথা মজিবে পাথারে।
আমি ত পেয়েছি কূল অটল পর্ব্বতে,
নিত্য যাহা তারি মাঝে করিতেছি বাস।
আবার কেনরে হোথা সন্তরণ সাধ?
ওই অশ্রু-সাগরের তরঙ্গ-হিল্লোলে
আবার কি দিবানিশি উঠিবি পড়িবি?
(চক্ষু মুদিয়া)
হৃদয়রে, শান্ত হও, যাক্ সব দূরে।
যাক্ দূরে, যাক্ চলে মায়া-মরীচিকা।
এস এস অন্ধকার, প্রলয়-সমুদ্রে
তপ্তদীপ্ত দগ্ধ প্রাণ দাও ডুবাইয়া।
অকূল স্তব্ধতা এস চারিদিকে ঘিরে
কোলাহলে কর্ণ মোর হয়েছে বধির।

গেল, সব ডুবে গেল, হইল বিলীন,
হৃদয়ের অগ্নিজ্বালা সব নিভে গেল।

বালিকার প্রবেশ

বালিকা। পিতা, পিতা, কোথা তুমি, পিতা।
সন্ন্যাসী। (চমকিয়া) কেরে তুই ?
চিনিনে, চিনিনে তোরে, কোথা হতে এলি ?
বালিকা। আমি, পিতা, চাও পিতা, দেখ পিতা, আমি !
সন্ন্যাসী। চিনিনে, চিনিনে তোরে, ফিরে যা, ফিরে যা।
আমি কারো কেহ নই আমি যে স্বাধীন।
বালিকা। (পায়ে পড়িয়া)
আমারে যেয়ো না ফেলে, আমি নিরাশ্রয়—
শুধায়ে শুধায়ে সবে তোমারে খুঁজিয়া
বহু দূর হতে পিতা, এসেছি যে আমি।
সন্ন্যাসী। (সহসা ফিরিয়া আসিয়া, বুকে টানিয়া)
আয় বাছা বুকে আয় ঢাল্ অশ্রুধারা,
ভেঙে যাক্ এ পাষাণ তোর অশ্রুস্রোতে,
আর তোরে ফেলে আমি যাব না কোথাও,
তোরে নিয়ে যাব আমি নূতন জগতে।
পদাঘাতে ভেঙেছিনু জগৎ আমার—
ছোট এ বালিকা এর ছোট দুটি হাতে
আবার ভাঙা জগৎ গড়িয়া তুলিল।

আহা, তোর মুখখানি শুকায়ে গিয়েছে,
চরণ দাঁড়াতে যেন পারিছে না আর।
অনিদ্রায়, অনাহারে, মধ্যাহ্নতপনে
তিন দিবসের পথ কেমনে এলিরে ?
আয়রে বালিকা তোরে বুকে করে নিয়ে
যেথা ছিনু ফিরে যাই সেই গুহামাঝে।

(প্রস্থান)

দ্বাদশ দৃশ্য

গুহার দ্বারে

সন্ন্যাসী

এইখানে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল !
যে ধ্যানে অনন্তকাল মগ্ন হব বলে
আসন পাতিয়াছিনু বিশ্বের বাহিরে,
আরম্ভ না হতে হতে ভেঙে গেল বুঝি।
তারি মুখ জাগে মনে সমাধিতে বসে,
তারি মুখ হৃদয়ের প্রলয় আঁধারে
সহসা তারার মত কোথা ফুটে ওঠে,
সেই দিকে আঁখি যেন বদ্ধ হয়ে থাকে,

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার মিলাইয়া যায়,
জগতের দৃশ্য ধীরে ফুটে ফুটে ওঠে—
গাছপালা সূর্য্যালোক, গৃহ, লোক জন,—
কোথা হতে জেগে ওঠে গুহার মাঝারে।
সদা মনে হয় বালা কোথায় না জানি,
হয়ত সে গেছে চলে নগরে ভ্রমিতে,
হয়ত কে অনাদর করেছে তাহারে,
এসেছে সে কাঁদ' কাঁদ' মুখখানি করে
আবার বুকের কাছে লুকাইতে মাথা।
এইখেনে সব বুঝি শেষ হয়ে গেল।
মিছে ধ্যান মিছে জ্ঞান, মিছে আশা মোর!
আকাশ-বিহারী পাখী উড়িত আকাশে—
মাটি হতে ব্যাধ তারে মারিয়াছে বাণ,
ক্রমেই মাটির পানে যেতেছে পড়িয়া—
ক্রমেই দুর্ব্বল দেহ, শ্রান্ত ভগ্ন পাখা,
ক্রমেই আসিছে নুয়ে অভ্রভেদী মাথা।
ধূলায় মৃত্যুর মাঝে লুটাইতে হবে—
লৌহপিঞ্জরের মাঝে বসিয়া বসিয়া
আকাশের পানে চেয়ে ফেলিব নিশ্বাস।
তবে কি রে আর কিছু নাইক উপায়।

বালিকা। দেখ পিতা লতাটিতে কুঁড়ি ধরিয়াছে,
প্রভাতের আলো পেলে উঠিবে ফুটিয়া।

(সন্ন্যাসী সবেগে গিয়া লতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া)

বালিকা। ও কি হল, ও কি হল, কি করিলে পিতা ?

সন্ন্যাসী। রাক্ষসী, পিশাচী, ওরে, তুই মায়াবিনী—
দূর হ' এখনি তুই যা'রে দূর হয়ে।
এত বিষ ছিল তোর ওইটুকু মাঝে
অনন্ত সাধনা মোর ধ্বংস করে দিলি ?
ওরে তোরে চিনিয়াছি—আজ চিনিয়াছি—
প্রকৃতির গুপ্তচর তুইরে রাক্ষসী,
গলায় বাঁধিয়া দিলি লোহার শৃঙ্খল।
তুইরে আলেয়া আলো, তুই মরীচিকা—
কোন্ পিপাসার মাঝে, দুর্ভিক্ষের মাঝে
কোন্ মরুভূমি মাঝে—শ্মশানের পথে
কোন্ মরণের পথে যেতেছিস্ নিয়ে।
ওই যে দেখিরে তোর নিদারুণ হাসি—
প্রকৃতির চিত্তহীন উপহাস তুই—
শৃঙ্খলেতে বেঁধে ফেলে পরাজিত মোরে
হা হা করে হাসিতেছে প্রকৃতি রাক্ষসী।
এখনো কি আশা তোর পূরেনি পাষাণী ?—
এখনো করিবি মোরে আরো অপমান,—
আরো ধূলা দিবি ফেলে এ মাথায় মোর,
আরো গহ্বরেতে মোরে টেনে নিয়ে যাবি ?—

নারে না—তা হবে নারে—এখনো যুঝিব—
এখনো হইব জয়ী ছিঁড়িব শৃঙ্খল।

(সন্ন্যাসীর সবেগে গুহা হইতে বহির্গমন ও মূর্চ্ছিত হইয়া বালিকার পতন)

ত্রয়োদশ দৃশ্য

অরণ্য

ঝড়বৃষ্টি—রাত্রি

সন্ন্যাসী। কেওরে করুণকণ্ঠে করে আর্ত্তনাদ,
এখনো কানেতে কেন পশিছে আসিয়া ?
প্রলয়ের শব্দে আজি কাঁপিছে ধরণী,
বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়,
ক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত আঁধার অরণ্য
তরুর তরঙ্গ লয়ে উঠিছে পড়িছে।
তবুও ঝটিকা, তোর বজ্রগীত গেয়ে
ক্ষুদ্র এক বালিকার ক্ষীণ-কণ্ঠধ্বনি
পারিলিনে ডুবাইতে ? এখনো শুনি যে।
ওই যে সে কাঁদিতেছে করুণ স্বরেতে
নিশীথের বুক ফেটে উঠিছে সে ধ্বনি।

কোথা যাব—কোথা যাব—কোন্ অন্ধকারে—
জগতের কোন্ প্রান্তে—নিশীথের বুকে—
ধরণীর কোন্ ঘোর—ঘোর গর্ভতলে—
এ ধ্বনি কোথায় গেলে পশিবে না কানে !
যাই ছুটে আরো—আরো অরণ্যের মাঝে—
মহাকায় তরুদের জটিলতা মাঝে
দিগ্বিদিক্ হারাইয়া মগ্ন হয়ে যাই ।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

প্রভাত

সন্ন্যাসী । (অরণ্য হইতে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া)
যাক্, রসাতলে যাক্ সন্ন্যাসীর ব্রত !
দূর কর, ভেঙে ফেল দণ্ড কমণ্ডলু !
আজ হতে আমি আর নহিরে সন্ন্যাসী ।
পাষাণ সঙ্কল্পভার দিয়ে বিসর্জ্জন
আনন্দে নিশ্বাস ফেলে বাঁচি একবার ।
হে বিশ্ব, হে মহাতরী চলেছ কোথায়,
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে—
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে ।

কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে।—
যে পথে তপন শশী আলো ধরে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,—
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে ?
জগৎ, তোমারে ছেড়ে পারিনে যে যেতে,
মহা আকর্ষণে সবে বাঁধা আছি মোরা।—
পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া,
যত ওড়ে—যত ওড়ে যত ঊর্দ্ধে যায়—
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে।
(চারিদিকে চাহিয়া)
আজি এ জগৎ হেরি কি আনন্দময় !
সবাই আমারে যেন দেখিতে আসিছে।
নদী তরুলতা পাখী হাসিছে প্রভাতে।
উঠিয়াছে লোক জন প্রভাত হেরিয়া
হাসিমুখে চলিয়াছে আপনার কাজে।
ওই ধান কাটে, ওই করিছে কর্ষণ,
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল,

ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান, কেহ তুলে জল,
ছেলেরা ধূলায় বসে খেলা করিতেছে,
সখারা দাঁড়ায়ে পথে কহে কত কথা!

আহা সে অনাথা বালা কোথায় না জানি!—
কে তারে আশ্রয় দেবে, কে তারে দেখিবে!—
ব্যথিত হৃদয় নিয়ে কার কাছে যাবে,
কে তারে পিতার মত বুকে নিয়ে তুলে
নয়নের অশ্রুজল দিবে মুছাইয়া!
কি করেছি, কি বলেছি, সব গেছি ভুলে,—
বিস্মৃত দুঃস্বপ্ন শুধু চেপে আছে প্রাণে—
একখানি মুখ শুধু মনে পড়িতেছে,
দুটি আঁখি চেয়ে আছে করুণ বিস্ময়ে।
আহা, কাছে যাই তার, বুকে নিয়ে তারে
শুধাইগে কি হয়েছে কি করেছি আমি!
একটি কুটীরে মোরা রহিব দুজনে,
রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—
সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে শাস্ত্রকথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।

(প্রস্থান)

পঞ্চদশ দৃশ্য

পথে

লোকারণ্য

১। ওরে, আজ আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে।

২। তা'ত জানি।

৩। ছুটে চল্, ছুটে চল্, ছুটে চল্।

৪। রাজার বাড়ি নবৎ বসেছে কিন্তু ভাই আমাদের ডুগ্‌ডুগি না বাজ্‌লে আমোদ হয় না। তাই কাল সারারাত্রি মোধোকে আর হরেকে ডেকে তিন জনে মিলে কেবল ডুগ্‌ডুগি বাজিয়েছি।

স্ত্রী। হাঁগা রাজপুত্তুরের বিয়ে হবে—মুড়িমুড়্‌কি বিলোনো হবে না!

১। দূর্ মাগী, রাজপুত্তুরের বিয়েতে কি মুড়িমুড়্‌কি বিলোনো হয়? গুড়, ছোলা, চিনির পানা—

২। নারে না, খুড়ো আমার সহরে থাকে, তার কাছে শুনেছি, দই ছাতু দিয়ে ফলার হবে।

অনেকে। ওরে তবে আজ আনন্দ করে নেরে, আনন্দ করে নে।

১। ওরে ও সর্দ্দারের পো, আজ আবার কাজ কর্ত্তে বসেছিস্ কেন, ঘর থেকে বেরিয়ে আয়।—

২। আজ যে শালা কাজ করবে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব।

৩। নারে ভাই, বসে বসে, মালা গাঁথচি দরজায় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

স্ত্রী। (রুদ্যমান সন্তানের প্রতি) চুপ্ কর, কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে—আজ রাজপুত্তুরের বিয়ে—আজ রাজবাড়িতে যাবি, মুঠো মুঠো চিনি খেতে পাবি।

(কোলাহল করিতে করিতে প্রস্থান)

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। জগতের মুখে আজি এ কি হাস্য হেরি!
আনন্দতরঙ্গ নাচে চন্দ্রসূর্য্য ঘেরি।
আনন্দহিল্লোল কাঁপে লতায় পাতায়,
আনন্দ উচ্ছ্বসি উঠে পাখীর গলায়,
আনন্দ ফুটিয়া পড়ে কুসুমে কুসুমে।

কতকগুলি পথিকের প্রবেশ

১। ঠাকুর প্রণাম হই।

২। প্রভুগো প্রণাম।

৩। এই ছেলেটিরে মোর আশীর্ব্বাদ কর।

৪। পদধূলি দাও প্রভু নিয়ে যাই শিরে।

৫। এনেছি চরণে দিতে গুটি দুই ফুল।

সন্ন্যাসী। কেন এরা সবে মোরে করিছে প্রণাম—
আমি ত সন্ন্যাসী নই—ওঠ ভাই ওঠ—
এস ভাই আজ মোরা করি কোলাকুলি।
আমিও যে একজন তোমাদেরি মত,
তোমাদেরি গৃহমাঝে নিয়ে যাও মোরে।—
জান কি কোথায় আছে মেয়েটি আমার ?
শুধাইতে কেন মোর করিতেছে ভয় ?—
তার ম্লান মুখ দেখে কেহ কি তোমরা
ডেকে নিয়ে যাও নাই গৃহে তোমাদের ?
সে বালিকা কোথাও কি পায়নি আশ্রয় ?

ষোড়শ দৃশ্য

গুহামুখ

ধূলায় পতিত বালিকা

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রবেশ

নয়ন-আনন্দ মোর,—হৃদয়ের ধন,—
স্নেহের প্রতিমা, ওগো, মা, আমি এসেছি—
ধূলায় পড়িয়া কেন,—ওঠ মা, ওঠ মা—
পাষাণেতে মুখখানি রেখেছিস্ কেন ?—

আয়রে বুকের মাঝে—এও ত পাষাণ।
এ কি, এ যে হিম দেহ!—না পড়ে নিশ্বাস—
হৃদয় কেনরে স্তব্ধ—বিবর্ণ মু'খানি!

*   *   *   *

বাছা—বাছা—কোথা গেলি! কি করিলি রে—
হায় হায়—এ কি নিদারুণ প্রতিশোধ।

———

ভানুসিংহ ঠাকুরের
পদাবলী

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১

বসন্ত আওল রে।
মধুকর গুনগুন, অমুয়া মঞ্জরী
কানন ছাওল রে।
শুন শুন সজনি হৃদয় প্রাণ মম
হরখে আকুল ভেল,
জর জর রিঝসে দুঃখ দহন সব
দূর দূর চলি গেল।
মরমে বহই বসন্ত সমীরণ,
মরমে ফূটই ফুল,
মরম কুঞ্জপর বোলই কুহু কুহু
অহরহ কোকিলকুল।
সখিরে উচ্ছল প্রেমভরে অব
ঢলঢল বিহ্বল প্রাণ,

মুগ্ধ নিখিল মন দক্ষিণ পবনে
গায় রভস-রস গান।
বসন্ত-ভূষণ-ভূষিত ত্রিভুবন,
কহিছে দুখিনী রাধা,
কঁহিরে সো প্রিয়, কঁহি সো প্রিয়তম,
হৃদি-বসন্ত সো মাধা?
ভানু কহে অতি গহন রয়ন অব,
বসন্ত সমীর শ্বাসে
মোদিত বিহ্বল চিত্ত-কুঞ্জতল
ফুল্ল বাসনা-বাসে।

২

শুনহ শুনহ বালিকা,
রাখ কুসুম-মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম-মুঞ্জরী
ভমর ফিরই গুঞ্জরি,
যমুনা জল বহয়ি যায় অলস গীত গাহিরে
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার, হৃদয় তার দাহিছে
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া ;
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
চকিত হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে ;
কুঞ্জপানে হেরিয়া,
অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে।

৩

হৃদয় সাধ সব মূর্চ্ছিল হৃদয়ে,
কণ্ঠে বিমলিন মালা।
বিরহ বিষে দহি বহি গেল রয়নী
নহি নহি আওল কালা।
বুঝনু বুঝনু সখি বিফল বিফল সব,
নিষ্ফল পীরিতি লেহা,
নিষ্ফল এ মঝু জীবন যৌবন,
নিষ্ফল এ মঝু দেহা।
চল সখি গৃহ চল, মুঞ্চ নয়ন জল,
চল ফিরি চল গৃহকাজে,
রাখ রাখ সব মাল্য আভরণ,
ছিছি সখি মরু মরু লাজে।
সখিলো দারুণ আধি-ভরাতুর
এ তরুণ যৌবন মোর,
সখিলো দারুণ প্রণয় হলাহল
জীবন করল বিভোর।
তৃষিত প্রাণ মম দিবসযামিনী
শ্যামক দরশন আশে,
আকুল জীবন থেহ ন মানে,
অহরহ জ্বলত হুতাশে।

সজনি, সত্য কহি তোয়,
খোয়ব কব হম শ্যামক প্রেম
নিতি ডর লাগয় মোয়।
ঐস বৃথা ভয় না কর বালা,
ভানু নিবেদয় চরণে,
সুজনক পীরিতি অক্ষয় নৌতুন নিত্য হি,
অক্ষয় জীবন মরণে।

৪

শ্যামরে, নিপট কঠিন মন তোর।
বিরহ সাথি করি দুঃখিনী রাধা
রজনী করত হি ভোর।
একলি নিরল বিরল পর বৈঠত
নিরখত যমুনা পানে,—
বরখত অশ্রু, বচন নহি নিকসত,
পরাণ থেহ ন মানে।
গহন তিমিরনিশি ঝিল্লিমুখর দিশি
শূন্য কদম তরুমূলে,
ভূমিশয়নপর আকুল কুন্তল,
রোদই আপন ভূলে।
মুগুধ মৃগীসম চমকি উঠই কভু
পরিহরি সব গৃহকাজে
চাহি শূন্যপর কহে করুণ স্বর
বাজে বাঁশরি বাজে।
নিঠুর শ্যামরে, কৈসন অব তুঁহুঁ
রহই দূর মথুরায়—
রয়ন নিদারুণ কৈসন যাপসি
কৈস দিবস তব যায়!

কৈস মিটাওসি প্রেমপিপাসা
কঁহা বজাওসি বাঁশি ?
পীতবাস তুঁহুঁ কথিরে ছোড়লি,
কথি সো বঙ্কিম হাসি ?
কনক হার অব পহিরলি কণ্ঠে,
কথি ফেকলি বনমালা ?
হৃদিকমলাসন শূন্য করলিরে,
কনকাসন কর আলা।
এ দুখ চিরদিন রহল চিত্তমে
ভানু কহে, ছি ছি কালা,
ঝটিতি আও তুঁহুঁ হমারি সাথে,
বিরহব্যাকুলা বালা।

৫

সজনি সজনি রাধিকালো
দেখ অবহুঁ চাহিয়া,
অলসগমন শ্যাম আওয়ে
মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার,
নীল নিবিড় আঙিয়া।
পাটলরস-রাগরঙ্গে
করপদতল রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ
মিলন গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জীর-মন্দ্রে
কুঞ্জ গগন ছাওরে।
উজ্জ্বল কর মন্দিরতল
কনক দীপ জ্বালিয়া,
নির্ম্মল কর কুঞ্জ-বীথি
গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চমেলি বেলি
সঞ্চয় কর বালিকা,
যূঁথি জাতি, বকুল মুকুলে
গ্রন্থন কর মালিকা।

তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ
নিকুঞ্জ-পথ চাহিয়া
অলস গমন শ্যাম আওয়ে,
মৃদুল গান গাহিয়া।

৬

বঁধুয়া, হিয়া পর আওরে,
মিঠি মিঠি হাসয়ি, মৃদু মধু ভাষয়ি
হমার মুখ পর চাওরে!
যুগ যুগ সম কত দিবস ভেল গত,
শ্যাম তু আওলি না,
চন্দ্র-উজর মধু-মধুর কুঞ্জপর
মুরলি বজাওলি না।
লয়ি গলি সাথ বয়ানক হাসরে,
লয়ি গলি নয়ন-আনন্দ।
শূন্য কুঞ্জবন, শূন্য হৃদয় মন,
কঁহি তব ও মুখচন্দ্র?
ইথি ছিল আকুল গোপ নয়নজল,
কথি ছিল ও তব হাসি?
ইথি ছিল নীরব বংশীবটতট,
কথি ছিল ও তব বাঁশি?
তুঝ মুখ চাহয়ি শত যুগ ভর দুখ
ক্ষণে ভেল অবসান।
লেশ হাসি তুঝ দূর করলরে
বিপুল খেদ অভিমান?

ধন্য ধন্য রে ভানু গাহিছে
প্রেমক নাহিক ওর।
হরখে পুলকিত জগত চরাচর
দুঁহুঁক প্রেমরস ভোর।

৭

শুন সখি বাজই বাঁশি।
শশিকরবিহ্বল নিখিল শূন্যতল
এক হরষরসরাশি।
দক্ষিণপবন-বিচঞ্চল তরুগণ,
চঞ্চল যমুনা বারি,
কুসুম সুবাস উদাস ভইল, সখি,
উদাস হৃদয় হমারি।
বিগলিত মরম, চরণ খলিত গতি,
সরম ভরম গয়ি দূর,
নয়ন বারি-ভর, গরগর অন্তর,
হৃদয় পুলক-পরিপূর।
কহ সখি, কহ সখি, মিনতি রাখ সখি,
সো কি হমারই শ্যাম ?
গগনে গগনে ধ্বনিছে বাঁশরি
সো কি হমারই নাম ?
কত কত যুগ সখি পুণ্য করনু হম,
দেবত করনু ধেয়ান,
তবত মিলল সখি শ্যাম রতন মম,
শ্যাম পরাণক প্রাণ।

শুনত শুনত তব মোহন বাঁশি
জপত জপত তব নামে,
সাধ ভইল ময়্‌ প্রাণ মিলায়ব
চাঁদ-উজল যমুনামে !
"চলহ তুরিত গতি শ্যাম চকিত অতি,
ধরহ সখীজন হাত,
নীদ-মগন মহী, ভয় ডর কছু নহি,
ভানু চলে তব সাথ।"

৮

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
 সজনি, আও আও লো।
অঙ্গে চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুমরাশ,
হরিণ-নেত্রে বিমল হাস,
 কুঞ্জ বনমে আও লো ॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
 বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
 বকুল যূথি জাতিরে ॥
দেখ সজনি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,

মধুর বদন অমৃত সদন
　　চন্দ্রমায় নিন্দিছে ;
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
　　ভানুসিংহ বন্দিছে ॥

৯

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য।
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষন্ন!
নীল আকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লিবিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
নিরখে ব্যাকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল-মালা।
সহসা রাধা চাহল সচকিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা!"
চকিত গহন নিশি দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে।
কণ্ঠ মিলাওল ঢলঢল যমুনা
কল কল কল্লোলগানে।

ভনে ভানু অব শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনীপ্রাণ।
তোঁহার পিরীত বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান।

১০

বজাও রে মোহন বাঁশি !
সারা দিবসক বিরহ-দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি ।
রিঝ মন-ভেদন বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলি তুঁহুঁ কান ?
হানে থিরথির মরম-অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ ।
ধসধস করতহি বক্ষ বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান ।
কত দিনরজনীক স্মরণসৌরভে
চঞ্চল করয় পরাণ ।
কত সুখ পরশল হরষল চেতন
কত সুখ করল পয়ান ।
মিলন বিরহ কত পিরীতি-বেদন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান ।
সাধ যায়, বঁধু, যমুনা-বারিমে
ডারিব বিভল-পরাণ ।

চাঁদনি রাতে দক্ষিণ বাতে
কুসুমিত কুঞ্জবিতানে,
সাধ যায় মম বিশ্ব মিলায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণুগীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু।

১১

আজু সখি মুহু মুহু
গাহে পিক কুহু কুহু,
কুঞ্জবনে দুঁহুঁ দুঁহুঁ
দোঁহার পানে চায়
যুবন মদ-বিলসিত,
পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত
মূরছি জনু যায়।
আজু মধু চাঁদনী
প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী,
শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর,
কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর
কুসুম-বন মাঝ।
মলয় মৃদু কলয়িছে,
চরণ নহি চলয়িছে,
বচন মুহু খলয়িছে,
অঞ্চল লুটায়।

আধফুট শতদল,
বায়ুভরে টলমল,
আঁখি জনু ঢলঢল
চাহিতে নাহি চায়
অলকে ফুল কাঁপয়ি,
কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি
খসয়ি পড়ে পায় !
ঝরই শিরে ফুলদল,
যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশি ঢলঢল
ভানু মরি যায়।

১২

শ্যাম, মুখে তব মধুর অধরমে
হাস বিকাশত কায়,
কোন স্বপন অব দেখত মাধব,
কহবে কোন্ হমায় !
নীদ-মেঘপর স্বপন-বিজলি সম
রাধা ভাতিছে হাসি।
শ্যাম, শ্যাম মম, কৈসে শোধব
তুঁহুঁক প্রেমঋণ-রাশি।
বিহঙ্গ, কাহ তু বোলন লাগলি,
শ্যাম ঘুমায় হমারা,
রহ রহ চন্দ্রম, ঢাল ঢাল তব
শীতল জোছন-ধারা।
তারক-মালিনী সুন্দর যামিনী
অবহুঁ ন যাওরে ভাগি,
নিরদয় রবি, অব কাহ তু আওলি
জ্বাললি বিরহক আগি।
ভানু কহত অব "রবি অতি নিষ্ঠুর,
নলিন-মিলন অভিলাষে
কত নর নারীক মিলন টুটাওত,
ডারত বিরহ-হুতাশে।"

১৩

সজনি গো——

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা

নিশীথ যামিনীরে।

কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব

অবলা কামিনীরে।

উন্মদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত

ঘন ঘন গর্জ্জিত মেহ।

দমকত বিদ্যুত পথতরু লুন্ঠিত,

থরহর কম্পিত দেহ।

ঘন ঘন রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্

বরখত নীরদপুঞ্জ।

শাল পিয়ালে তাল তমালে

নিবিড় তিমিরময় কুঞ্জ।

কহরে সজনী এ দুরুযোগে

কুঞ্জে নিরদয় কান

দারুণ বাঁশি কাহে বজায়ত

সকরুণ রাধা নাম।

সজনি——

মোতিম হারে বেশ বনা দে

সীঁথি লগা দে ভালে।

বক্ষ-বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম
বাঁধহ চম্পক মালে।
খোল দুয়ার ত্বরা করি সখিরে,
ছোড় সকল ভয়লাজে,
হৃদয়-বিহঙ্গম ঝটপট করতহি
পঞ্জর-পিঞ্জর মাঝে।
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নওল কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর পাওব
কহে ভানু তব দাস।

১৪

বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
বিজুলী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর।
ঘন ঘন চপলা চমকয় যব পহু
বজর পাত যব হোয়,
তুঁহুঁক বাত তব সমরয়ি প্রিয়তম
ডর অতি লাগত মোয়।
অঙ্গ-বসন তব ভীঁখত মাধব,
বারি বিরাম না মানে;
নিষ্ঠুর শ্রাবণ ঘন ঘন তীখন
মুঝ হৃদয়ে শর হানে।
বইস বইস পহু পুষ্প-শেজপর
পদযুগ দেহ পসারি,
সিক্ত চরণ তব মোছব যতনে
কুন্তলভার উঘারি।
শ্রান্ত অঙ্গ তব হে ব্রজসুন্দর
রাখ বক্ষপর মোর,
তনু তব ঘেরব পুলকিত পরশে
বাহু মৃণালক ডোর।

ভানু কহে বৃকভানুনন্দিনী
প্রেমসিন্ধু মম কালা
তুঁহুঁক মিলনরসপানপিপাসিত
সব কছু সহবে জ্বালা।

———

১৫

বার বার সখি বারণ করনু
 ন যাও মথুরা ধাম।
বিসরি প্রেমদুখ, রাজভোগ যথি
 করত হমারই শ্যাম।
ধিক্ তুঁহুঁ দাম্ভিক, ধিক্ রসনা ধিক,
 লইলি কাহারই নাম?
বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি
 সোকি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
 রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিতিকো, ব্রজ কামিনীকো,
 নিচয় কহনু ময় তোয়।
যব্ তুঁহুঁ ঠাববি, সো নব নরপতি
 জনিরে করে অবমান,
ছিন্ন কুসুমসম ঝরব ধরাপর,
 পলকে খোয়ব প্রাণ।
বিসরল বিসরল সো সব বিসরল
 বৃন্দাবন সুখসঙ্গ,
নব নগরে সখি নবীন নাগর
 উপজল নব নব রঙ্গ।

ভানু কহত—অয়ি বিরহকাতরা
মনমে বাঁধহ থেহ।
মুগুধা বালা, বুঝই বুঝলিনা,
হমার শ্যামক লেহ।

———

১৬

মরণরে,
  তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট
রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
  মৃত্যু-অমৃত করে দান।
  তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।
মরণরে,
  শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব্ নিরদয় মাধব
  তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
  তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
  মরণ তু আওরে আও।
ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
  নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,

রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশি বাজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানুসিংহ কহে "ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসেঁ
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।"

১৭

কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।
হৃদয়-মাহ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহুঁ রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ?

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়নযুগল মম উছলে ছলছল
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ?

বাঁশরি-রব তুঝ অমিয় গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ?

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,

বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমলযুগ ছোঁয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ?

গোপবধূজন বিকশিত-যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীরপর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ?

তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা থোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ?

কো তুঁহুঁ কো তুঁহুঁ সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর গোয়।
কো তুঁহুঁ বোলবি মোয় ?